শোভনা।

অথবা

ভবিষ্য ইতিহাসের একটি অধ্যায়।

শ্রীহরিদাস ভারতী

প্রণীত।

"জীবন সংগ্রামে, ভারতের নামে
যত রক্তবিন্দু পড়িবে এবার,
শত পুত্র হবে বীর অবতার ;
ভারত আঁধার, ভারতের ভার,
ঘুচাইবে তারা,——————"

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর, জাগে না জাগে না।"

শ্রীমতী প্রভাবতী দাস কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কার্ত্তিক, ১৩১০।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

৫৫ নং জানবাজার ষ্ট্রীট ক্লাসিক মেসিন প্রেসে
শ্রীশম্ভুনাথ মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা।

এই গ্রন্থের কোনও গুণ আছে কি না জানি না,—দোষ অনেক আছে জানি।

সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবার ইহার কোনও অধিকার আছে কি না জানি না,—সদুদ্দেশ্যে লিখিত ও প্রচারিত হইল জানি।

সে উদ্দেশ্য কি?—পাঠক নির্দ্ধারণ করিবেন।

সে উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সফল হইলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা,
১১ই মাঘ, ১২৯০। } শ্রীহরিদাস ভারতী।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি প্রচারিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি পাঠের যোগ্য, সেই জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমি দ্বিতীয়বার প্রকাশ করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া যদি একটি লোকও স্বদেশের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হন, আমারও শ্রম সফল মনে করিব।

ঢাকা,
কার্ত্তিক, ১৩১০। } শ্রীপ্রভাবতী দাস।

শোভনা

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শোভনা—

নামটী বড় সুন্দর। পিতা মাতার স্নেহের নাম, বন্ধুবান্ধবদিগের আদরের নাম, নামটী বড়ই সুন্দর। কিন্তু এ নামে যে উজ্জ্বল রূপ বোঝায়, শোভনার তাহা নাই। যে রূপে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, শোভনার সে রূপ নাই। তাহার আকর্ণায়ত চক্ষু নাই, চিত্রাঙ্কিত ভ্রূ নাই, শুভ্র ললাট নাই, উন্নত নাসিকা নাই। তাহার ফুটন্ত গোলাপের মত গাল নাই, অফুটন্ত চাঁপার মত অঙ্গুলি নাই, চলন্ত লতার মত দেহ নাই, শারদীয় জ্যোৎস্নার মত রং নাই; তোমরা যাহাকে উজ্জ্বল রূপ বল, কবিতায় যে উজ্জ্বল রূপের বর্ণনা, শোভনার সে রূপ নাই; অথচ কি যেন আছে, যাহার গুণে এই বালিকার সামান্য মুখ খানির সমক্ষে শ্রেষ্ঠতম রূপসীগণের উজ্জলতম রূপরাশি মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

এমন মুখ কি কখনও দেখিয়াছ, যাহার রূপ নাই কিন্তু আকর্ষণ আছে, যাহার গঠন-পারিপাট্য নাই কিন্তু লাবণ্য

আছে,—যাহার নিকটে থাকিলে প্রাণে শান্তি আসে, চরিত্রে পবিত্রতা আসে, হৃদয়ে কোমলতার উদ্রেক হয়? এমন মুখ কি কখনও দেখিয়াছ, যাহার অলক্ষিতে ঠোঁটের ভিতর দিয়া হাসি ফুটিতেছে, চক্ষের ভিতর দিয়া বুদ্ধি ফুটিতেছে, আর ললাটের ভিতর দিয়া সৎসঙ্কল্পের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে? তবে শোভনার মুখভাব কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে। শোভনার মুখের মাধুর্য্য হৃদয়ের মধুরতার ছায়া মাত্র, তাহার আকর্ষণ চরিত্রের অদৃশ্য আকর্ষণ মাত্র। ইহার গুণেই যে তাহাকে একবার দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে,—জীবনে আর সে এই পবিত্র মুখ খানি বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

আজ শোভনার জন্মতিথি। শোভনা আজ অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ঊনবিংশ বর্ষে প্রবেশ করিবে। পরিবারবর্গের কত আনন্দ! বন্ধুবান্ধবদিগের কত আহ্লাদ! শোভনার অভিভাবক রমানাথ বাবু এই উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। শোভনা পিতৃমাতৃহীনা; আজ এই সুখের দিনে সে দুঃখের স্মৃতি যাহাতে তাহার প্রাণে না জাগে, পিতা মাতা বাঁচিয়া থাকিলে আজ যেরূপ ঘটার সহিত আমোদউৎসব হইত, যাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র ত্রুটী না ঘটে; রমানাথ বাবু অতি যত্ন করিয়া তাহার আয়োজন করিয়াছেন। শোভনার সমবয়স্কা বালসখীগণ পূর্ব্বদিন হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন; অপরাপর বন্ধুবান্ধবদিগেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

রমানাথ বাবু বিপত্নীক। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা লীলাবতী, শোভনার সমবয়স্কা। বয়স্থা বালিকা পিতার শূন্য গৃহের গৃহিনী। আহারাদির আয়োজন, ও রন্ধনাদির তত্ত্বাবধানের ভার তাহারই

উপর। লীলাবতী শোভনাকে বড় ভালবাসে; কেবল বালিকা বালিকাকে যেরূপ ভাল বাসিতে পারে, সেইরূপ ভালবাসে। শোভনাকে সঙ্গে করিয়া লীলাবতী সমস্ত রাত্রি পিষ্টকাদি রন্ধনে অতিবাহিত করিয়াছে। প্রিয়সখী শোভনার জন্মদিন, লীলাবতীর উৎসাহ দেখে কে?

শোভনার জন্মতিথি। রমানাথ বাবুর বাড়ীতে আজ যেন উষা হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারি দিকের ঘর হইতে নিমন্ত্রিত বালিকাগণ হাসি মুখে বাহির হইল। হাসিতে যেন বাড়ীটী ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ঘরগুলি যেন হাসিতেছে। ঘরের সাজগুলি যেন হাসিতেছে। বায়ু যেন হাসিয়া হাসিয়া শোভনাকে তাহার শুভ জন্ম দিনে সম্ভাষণ করিতে আসিতেছে। প্রাঙ্গণে গাছগুলি যেন হাসিয়া হাসিয়া, দুলিয়া দুলিয়া, এই আনন্দের দিনে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। টবের ফুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই। ফুলগুলির চিরদিনই হাসিখুসী মুখ; প্রতি দিনই তাহারা ছোট ছোট হাসি হাসি মুখ বাড়াইয়া জাগন্ত প্রকৃতির অভ্যর্থনা করে। কিন্তু আজ যেন তাহাদের হাসির ঢেউ বেশী উঠিয়াছে। শোভনাকে যেন তাহারাও বড় ভালবাসে, তাই তাহার জন্ম দিনে যেন বেশী হাসি মুখে ফুটিয়াছে। শোভনার জন্মদিন, রমানাথ বাবুর বাড়ীতে সজীব, নির্জীব, সমস্ত প্রকৃতি মিলিয়া যেন এক হাসির তরঙ্গে ভাসিতেছে।

হাসিতে হাসিতে পূর্বাকাশে সূর্য্য উঠিল। ছোট ছোট কিরণ গুলি হাসিতে হাসিতে, রমানাথবাবুর বাড়ীর ঘরে ঘরে, শার্শীর ভিতর দিয়া, জানালার ফাঁক দিয়া, দরজার মধ্য দিয়া, ছুটাছুটি

করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তবুও শোভনা জাগিল না। নিশা-ক্লান্ত শরীরে নিদ্রা গিয়াছে, জাগিবেই বা কেমন করিয়া? শোভনার বালসখীগণ তাহাকে জাগাইতে গেল। কেহবা সুন্দর বাঁধান বৈ হাতে লইয়া, কেহবা সখের কৌটা বা বাক্স হাতে লইয়া, কেহ বা সোনার বা রূপার অলঙ্কার,—চুলের ফুল বা কাণের ইয়ারিং,—হাতে লইয়া, আর সকলেই মুখ ভরা হাসি ও প্রাণ ভরা আনন্দ লইয়া, প্রিয়সখী শোভনাকে তাহার শুভ জন্মদিনে জাগাইতে গেল। শোভনা তখনও ঘোর নিদ্রাভিভূতা। তাহার ঘুমন্ত মুখ খানি ঈষদালুলায়িত কুন্তলরাশি দ্বারা ইষদাবৃত হইয়া উপাধানপাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। একটি পূর্ণ বয়স্কা বালিকা,—শোভনার প্রিয়তমা বাল্যসখী,—দৌড়িয়া গিয়া তাহার ঘুমন্ত মুখখানি চুম্বন করিল। শোভনা জাগিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে জাগিয়া উঠিল; যেন ঘুমন্ত প্রাণ ঘুমের আবেশেও এই পবিত্র, স্নেহময় ওষ্ঠসংস্পর্শে চুম্বনদাত্রীকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। শোভনা শয্যা ছাড়িয়া উঠিল। বালিকাগণ স্নেহভরে চুম্বন করিয়া, তাহাকে আপন আপন উপহার প্রদান করিল। শোভনার মুখে আর হাসি ধরে না। তাহার চক্ষু দুটী সখীগণের এই স্নেহ ও আদরের পরিচিহ্ন পাইয়া যেন আনন্দে নাচিতে লাগিল। এ জগতে আদর পাইয়া কে না সুখী হয়? তুমি আমি জগতে সকলেই ভালবাসার ভিখারী, সকলেই আদরের কাঙ্গাল। বালিকা শোভনা, এ ভালবাসার স্রোতে ভাসিয়া, এ আদরের আদরিণী হইয়া, আজ সুখী হইবে না কেন?

শোভনা, প্রিয়তমা বাল্যসখী শৈলবালার গলা ধরিয়া, হাসিতে হাসিতে শয্যাগৃহ ছাড়িয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক

থানি স্বর্ণালঙ্কার হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে লীলাবতী শোভনার ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু শোভনাকে দেখিয়াই তাহার মুখের হাসি রাশি মিলাইয়া গেল। শোভনার এই জন্ম দিনে লীলাবতী কি করিয়া কি করিবে, তাহাকে কি দিবে, কিরূপে দিবে, একমাস পূর্ব্ব হইতে তাহা ঠিক করিতেছিল। লীলাবতীর বহু দিনের মনের সাধ, সে সর্ব্ব প্রথমে আসিয়া শোভনাকে তাহার এই জন্ম দিনে চুম্বন দিয়া জাগাইবে। অনেক আশা করিয়া লীলাবতী শোভনার ঘরে আসিতেছিল। দ্বারে তাহাকে শৈলবালার নিকটে দেখিয়া লীলাবতীর সকল আশা, সকল সুখ-কল্পনা চমকে ভাঙ্গিয়া গেল। বালিকার কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগিল। লীলাবতী শুষ্কমুখে আপনার উপহারটী শোভনার গলায় পরাইয়া দিয়াই দৌড়িয়া পলায়ন করিল। শোভনা তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাসি মুখে না দিলে আমি এ উপহার লইব না।" শোভনা লীলাবতীকে ধরিতে পারিল না। তাহার কথা লীলাবতীর কাণে পৌঁছিল কি না সন্দেহ।

শোভনার শয়ন কক্ষের পরেই দালান। রমানাথ বাবু দালানে বসিয়া শোভনার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শোভনা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রমানাথ বাবু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন; "শোভনা, আজ তুমি আঠার বছর ছাড়িয়া উনিশ বছরে পা ফেলিলে। তোমার উপযুক্ত বয়স হইয়াছে; এত দিন আমি তোমার অভিভাবক ছিলাম, তোমার কার্য্যের নেতা ছিলাম, সকল বিষয়ে তোমাকে আদেশ করিয়াছি; আজ হইতে আমি কেবল তোমার পরামর্শদাতা হইলাম। ভাল মন্দ বিচার

করিয়া, কার্য্যাকার্য্য ঠিক করিবার ভার তুমি আজ সম্পূর্ণ রূপে তোমার নিজের হাতে গ্রহণ করিলে। আজ হইতে তোমার জীবনের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইল। ভগবান, তোমাকে দীর্ঘজীবিণী করুন!"

রমানাথ বাবু শোভনাকে একখানা অতি সুন্দর বাঁধান বহি উপহার দিলেন। শোভনা অন্য দিকে যাইতেছিল। রমানাথ বাবু আবার বলিলেন,—"শোভনা, তোমার আর একটী উপহার আছে। এই মোহর করা কাগজের তোড়াটী লও। আজ রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে, একাকী বসিয়া এইটি খুলিয়া দেখিবে।"

রমানাথ বাবু আর কিছু বলিলেন না, আর কিছু বলিতে পারিলেন না। এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার মুখে একটী বিষাদের রেখা পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অপরাহ্নে নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবগণ সকলে আসিয়া একত্রিত হইলেন। শোভনা সকলেরই ভালবাসার পাত্রী, সকলেই তাহাকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করিলেন। রাশীকৃত উপহারে,—বই, বাক্স, কৌটা, ফুল, কার্ড, ছবি, দোয়াত, কলম, প্রভৃতিতে শোভনার ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। লীলাবতী

অমনি সকলে এককালে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিতেছেন, তাহাদের হাসির রব শুনিয়া অপরাপর স্ত্রী পুরুষেরা মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতেছেন। এই রূপ স্থলে, এই রূপ উৎসবাদিতে নির্দ্দোষ হাসি আমোদেরই আকর্ষণ বেশী। ক্রমে এই শেষ দলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষেরাই এই দলে আসিয়া যোগ দিলেন। যাঁহারা অপরিমিত ভোজনে আহারান্তে বেশী আমোদ আহ্লাদ করিবার পথ বন্ধ করিয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা গৃহের নিভৃত কোণে বসিয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। অপর যাঁহারা হাসি আমোদে যোগ দিতে ভাল বাসিলেন না, তাঁহারা এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলেন।

একজন কথক, কতকক্ষণ আর হাসির তরঙ্গ থাকে? তখন সংগীত আরম্ভ হইল। লীলাবতী খুব গাহিতে পারিত, সখীগণের অনুরোধে হারমোনিয়ামে গলা মিলাইয়া মধুর সংগীত বর্ষণ করিতে লাগিল। অপরাপর বালিকাগণের মধ্যে যাঁহারা গাহিতে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই একে একে নানা গান গাহিলেন। বিশুদ্ধ প্রণয় সংগীত, উদ্দীপক জাতীয় সংগীত, আমোদের গান, আহ্লাদের গান, যাহার তহবিলে যত ছিল, সকলেই প্রাণ খুলিয়া তাহা আকাশে ছড়াইতে লাগিলেন। ইংরাজি, বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, যে যত ভাষায় গান জানিতেন, ক্রমে আজ সকলই গাইলেন। সংগীতের তরঙ্গে, রমানাথ বাবুর বাড়ী টল মল করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি দেড় প্রহরের নিকটবর্ত্তী হইল। সকলে সভাভঙ্গ করিবার উদ্যোগ করিলেন। পুরুষেরা শোভনার উপর আশীর্ব্বাদ ও

উপহার গুলিকে যত্ন করিয়া একখানা বড় মেজের উপরে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

ক্রমে রমানাথ বাবুর বসিবার ঘর নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবে পূর্ণ হইতে লাগিল। ছোট ছোট বালক বালিকারা ছাদে, উঠানে সিঁড়িতে, দৌড়াদৌড়ি ছুটা-ছুটী করিতেছে। সকলেরই মুখভরা হাসি, সকলেরই প্রাণভরা আনন্দ। সায়াহ্নে নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবগণের প্রায় সকলেই আসিয়া সমবেত হইলে, রমানাথ বাবু এই শুভ উৎসব উপলক্ষে, যাঁহার কৃপায় শোভনা অষ্টাদশ বর্ষ কাল বাঁচিয়া শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, যাঁহার কৃপায় আজ বন্ধুবান্ধবগণের হৃদয়ে এত আনন্দ, আর যাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না;—সেই সিদ্ধিদাতা ভগবানকে কৃতজ্ঞতা প্রদান করিলেন। এই আরাধনায় বেশী কথা হইল না, দীর্ঘ বক্তৃতা হইল না, অথচ ভাবের আবেগে সহজ ভাষায় যে দুই চারিটী কথা উচ্চারিত হইল, তাহাতেই সকলের প্রাণ গলিয়া গেল।

আহারান্তে অভ্যাগতগণ শোভনা যে রাশীকৃত উপহার পাইয়াছে, সর্ব্ব প্রথমে তাহা পরিদর্শন করিয়া, পুনরায় বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। নানা দেশের, নানা বিষয়ের কথা-বার্ত্তা চলিল। এখানে একদল বসিয়া রাজনীতির আলোচনা করিতে লাগিলেন, ওখানে একদল স্ত্রী পুরুষ বোম্বাই আগত কোনও বন্ধুর মুখে কৌতূহল পরবশ হইয়া নিবিষ্টচিত্তে সে দেশের বিবরণ শুনিতে লাগিলেন, আর একস্থানে একদল বসিয়া একজন রসিক বক্তার মুখে নানা প্রকারের হাসি তামাসার গল্প শুনিতেছেন। এক একবার এক একটী রহস্যের কথা হইতেছে, আর

সাদর সম্ভাষণ বৃষ্টি করিলেন। রমণীগণ স্নেহচুম্বন বৃষ্টি করিয়া বিদায় লইলেন। রমানাথ বাবু দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া আসিলেন।

আনন্দ কোলাহল নিবৃত্ত হইল। যে সকল অতিথি এখানেই রাত্রি অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট গৃহে গিয়া শয্যাশায়ী হইলেন। রমানাথ বাবু প্রায় অর্দ্ধ রাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রা যাইতেন না। রমানাথ বাবু তাঁহার পড়িবার ঘরে গেলেন। লীলাবতী তাহার ঘরে গিয়া শয়ন করিল। শোভনাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘরে গিয়া দ্বারে অর্গল দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও শোভনা, রমানাথ বাবু প্রাতে তাহাকে যে কাগজের তোড়া দিয়াছিলেন, তাহার কথা ভুলিয়া যায় নাই। আমোদ প্রমোদের মধ্যে, কথা বার্ত্তার মধ্যে, গান বাদ্যের মধ্যে, শতবার শোভনার ক্ষুদ্র মনটী এই তোড়াটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছে; শতবার ঔৎসুক্যপূর্ণ হইয়া ইহাতে কি আছে, তাহা ঠাওরাইবার চেষ্টা করিয়াছে। একবার ভাবিল, ইহা চিঠি, আবার ভাবিল, চিঠি কে লিখিবে? রমানাথ বাবুর আপনার চিঠি হইলে, এরূপ ভাবে দিবেন কেন? আবার ভাবিল, ইহাতে কোনও ভাল উপদেশ আছে। রমানাথ বাবু এক খানা উপদেশ পূর্ণ বহি লিখিয়া আজ তাহাকে দিয়াছেন।

রমানাথ বাবু বহি লিখিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। কিন্তু তাঁহার এক খানা বহিও মুদ্রাকরদিগের হাতে যায় নাই। তিনি গোপনে গোপনে বহি লিখিতেন, গোপনে গোপনে নিকটতম বন্ধুবান্ধবদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন, তার পর কোথায় লুকাইয়া রাখিতেন, কেহ খুঁজিয়া পাইত না। বন্ধুবান্ধবগণ অনেকবার তাঁহাকে বহিগুলি ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু রমানাথ বাবু কোনও মতে তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। শোভনা ভাবিল, রমানাথ বাবু হয়ত তাহার জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ উপহার দিবার জন্য, এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া তাহাকে গোপনে পড়িতে দিয়াছেন। সমস্ত দিনই শোভনা এই রূপ শত কথা ভাবিয়াছে, শত কল্পনা করিয়াছে। সমস্ত দিনই এই ঔৎসুক্য বালিকার ক্ষুদ্র মনে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সকলে আপন আপন গৃহে গেলে, শোভনাও আপনার দ্বারে অর্গল দিয়া, যে দেরাজে কাগজের তোড়া ছিল, তাহা খুলিতে গেল। শোভনার হাত কাঁপিতে লাগিল। দেরাজ খুলিতে গিয়া সে চাবিতে হাত দিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে হৃদয়ের বেগ একটুকু কমিয়া আসিল। ক্রমে হাতের কাঁপুনি একটুকু থামিয়া আসিল। শোভনা ধীরে ধীরে দেরাজে চাবি ঘুরাইল। ধীরে ধীরে দেরাজটি খুলিয়া গেল। ধীরে ধীরে কাগজের তোড়া হাতে উঠিল। ধীরে ধীরে শোভনা আলোর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে মোহরটী ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে বাহিরের কাগজগুলি ছিঁড়িয়া গেল। শোভনা দেখিল,—একখানা চিঠি, ও একখানা ছবি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শোভনার অষ্টাদশ বর্ষ বয়স হইয়াছে, কিন্তু আজও সে তাহার পিতা মাতার কথা বিশেষ কিছুই জানে না। কেহ কখনও তাহাকে তাঁহাদের বিষয় কোনও কথা বলে নাই। রমানাথ বাবুর পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী, শোভনার অতি শৈশবকাল হইতে তাহাকে লালন পালন করিয়া তুলিয়াছিলেন; সজ্ঞান অবস্থায় শোভনা, রমানাথ বাবু, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, লীলাবতী, ও অপরাপর পরিবারবর্গ ভিন্ন, আত্মীয়স্বজনদিগের মধ্যে আর কাহাকেও দেখে নাই। শোভনা রমানাথ বাবুর স্ত্রীকে কাকিমা বলিয়া ডাকিত। তিনিও তাহাকে আপনার কন্যার মত আদর ও যত্ন করিতেন। কিন্তু শোভনা তাহার পিতা মাতার কথা ভুলিয়া থাকিতে পারে নাই। যখন তাহার সমপাঠিকাগণ তাহাদের পিতা মাতার কথা লইয়া গল্প করিত, তখনই শোভনার, আপনার পিতামাতার কথা মনে পড়িত। লীলাবতী, শোভনার এক সঙ্গে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া, যখন 'মা' 'মা' বলিয়া ছুটিয়া যাইত, লীলাবতী রমানাথ বাবুকে যখন 'বাবা' বলিয়া আদর করিত, তখন সর্ব্বদাই শোভনার প্রাণে তাহার আপনার মাতা পিতার কথা উঠিত। সকলেরই মা আছে, তাহার মা নাই; সকলেরই বাবা আছে, তাহার বাবাও নাই; এই সকল ভাবিয়া শিশু শোভনার প্রাণ অনেক সময় ব্যাকুল হইত। যত বয়স বাড়িতে লাগিল, যত বুদ্ধি ফুটিতে লাগিল, যত

সংসারের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল তত শোভনার এই চিন্তা, ও এই ঔৎসুক্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক দিন সে বড় ব্যাকুল হইয়া রমানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "সকলেরই মা বাপ আছে, আমার কি মা বাপ নাই? আমার মা ও বাবা কোথায়?" তখন তাহার বয়স দশ এগার বৎসর। রমানাথ বাবু বিরক্ত হইলেন, মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "কেন, আমরা কি তোমাকে মা বাপের মত ভাল বাসি না?" শোভনা আর কথা বলিল না। সেই দিন হইতে সে কখনও তাহার অভিভাবকদিগের নিকট আপনার পিতা মাতার কথা পাড়িত না। কিন্তু আশৈশব তাহার অপরিচিত পিতা মাতা তাহার হৃদয়ের উপাস্য দেবতা ছিলেন। যখনই নির্জ্জনে বসিত যখনই আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলির দিকে চাহিত, তখনই এই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়টী তাঁহার অপরিচিত পিতা মাতার অন্বেষণে যাইত। তখনই শোভনার হৃদয়টী এই অপরিজ্ঞাত পিতা মাতার বিষয় লইয়া কত কাল্পনিক মধুরতার সৃষ্টি করিত! যৌবনের প্রারম্ভে এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়টী যত বিকসিত হইতে লাগিল, যত তাহার হৃদয়ের ভালবাসা বিস্তৃত হইতে লাগিল, যত তাহার কল্পনা বলবতী হইতে লাগিল, তত তাহার পিতৃভক্তি, এবং মাতৃস্নেহও বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। শৈশবে যাহা বালিকার হৃদয়ের বালকল্পনা ছিল, যৌবনে তাহা যুবতীর প্রাণের অস্থিমজ্জাগত হইয়া অদৃশ্য সূত্রে তাহার চরিত্রকে গঠন করিতে লাগিল।

শোভনা যাহাতে পিতা মাতার স্নেহ মমতার বিন্দুমাত্র অভাব বোধ করিতে না পারে, রমানাথ বাবু নানা উপায়ে তাহার চেষ্টা

দেখিতেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালিকার নিকট তাঁহার সকল যত্ন, ও সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইত। রমানাথ বাবু যত যত্ন করিতেন, রমানাথ বাবু যত আদর করিতেন, ততই তাহার পিতার কথা শোভনার মনে পড়িত। শোভনা তাহার পিতা মাতা সম্বন্ধে দুএকটী কথা যে একেবারে শুনিতে পায় নাই, তাহাও নহে। একদিন ঘটনা ক্রমে একটী বৃদ্ধ ভৃত্যের মুখে সে তাহার পিতার নামটী শুনিয়াছিল। সেই হইতে এই নামটী তাহার হৃদয়ের জপমালা হইল। এই নামে সর্ব্বপ্রকার লৌকিক গুণ আরোপ করিয়া শোভনা হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার পূজা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইত, এরূপ সুন্দর নাম আর ভাষায় নাই। ক্রমে নামে আকার কল্পিত হইল, আকৃতিতে গুণ কল্পিত হইল,—স্নেহ, মমতা, বিদ্যাবুদ্ধি, ধর্ম্ম, পুণ্য, চরিত্রের মাধুর্য্য, দেহের লাবণ্য, সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, জগতে যাহা কিছু সুন্দর, কবিতায় যাহা কিছু মধুর, সকলই এই নামের অজ্ঞাত, অপরিচিত অধিকারীতে আরোপিত হইল। শোভনার প্রাণে তখন হইতে এক নূতন ভাব, নূতন উৎসাহ ও নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল।

যেখানেই আলোক অন্ধকারের সমাবেশ, যেখানেই মানুষের চক্ষু ভাল করিয়া সব দেখিতে পায় না, সেখানেই মন কল্পিত সৌন্দর্য্য আরোপ করিয়া থাকে। মেঘমালার মত আকাশভেদী পর্ব্বতমালার এত সৌন্দর্য্য কিসে? অপার অনন্ত সমুদ্রপ্রান্তে মেঘরেখার মত তীররেখার এ অলৌকিক মাধুর্য্য কিসে? নিকটে গেলে যে সৌন্দর্য্যের ভাব চমকে ভাঙ্গিয়া যায়, কাছে থাকিলে যাহা অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, দূর হইতে দেখিলে তাহার এ

মাধুর্য্য কোথা হইতে আসে? এ মাধুর্য্য মিট্‌মিটে আলোর। এ সৌন্দর্য্য কল্পনার। শোভনার জীবনেও তাহাই হইয়াছিল। শোভনা মিট্‌মিটে আলোতে পিতামাতার চরিত্র দেখিয়া তাহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্পিত গুণ আরোপ করিয়াছিল। যদি শোভনার ভাগ্যে পিতা মাতার সহবাস-সুখ ঘটিত, তবে তাঁহাদের প্রতি তাহার এই গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইত কি না জানি না। কল্পনায় শোভনা দিবা রাত্রি যে পিতামাতার পূজা করিত, বাস্তব জীবনে সেই পিতা মাতাকে নিকটে পাইলে তাঁহাদের জীবন এই বালিকার জীবনের উপর এত আধিপত্য ভোগ করিত কি না সন্দেহ। মিট্‌মিটে জ্ঞানের সহায়ে শোভনার হৃদয়ে কল্পনাদেবী এক আশ্চর্য্য ধর্ম্ম রচনা করিয়া, আশ্চর্য্যভাবে বালিকার অগঠিত চরিত্রকে অলৌকিক ছাঁচে গঠন করিতে লাগিলেন।

পিতা মাতা কাহাকেই শোভনা জন্মে দেখিয়াছে বলিয়া জানে না। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে তাহার পিতার প্রতিই প্রাণের টান বেশী ছিল। মাতার কথা যে ভাবিত না তাহা নহে, প্রাণে প্রাণে শোভনা মাতাকে যে ভাল বাসিত না তাহা নহে। তাহার হৃদয়ের উপর তাহার অজ্ঞাত মাতার কল্পিত চরিত্রের যে কোনও আধিপত্য ছিল না, তাহা নহে। পৃথিবীতে শোভনা তাহার মাতাকে রমণী কুলের শ্রেষ্ঠতম স্থানে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু পিতার প্রতি যত টান ছিল, মাতার প্রতি তত ছিল না, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম। বিভিন্ন তড়িতে আকর্ষণ আছে। এক জাতীয় তড়িতে আকর্ষণ নাই, বিযোজনই প্রবল। যুবক যুবতীতে স্নেহ প্রবলতর। পুত্র পিতা অপেক্ষা মাতাকে বেশী ভালবাসে, কন্যা মাতা অপেক্ষা

পিতাকে বেশী ভালবাসে। শোভনাও পিতার চিন্তাকে, পিতার কল্পনাকে, মাতার চিন্তা ও মাতার কল্পনা অপেক্ষা বেশী ভাল বাসিত। এ সংসারে যাহা কিছু ভাল দেখিতে সকলই তাহার মনে হইত যেন তাহার পিতার প্রতিকৃতি। পৃথিবীর ফুলে, আকাশের তারায়, মানুষের হৃদয়ে, যাহা কিছু শোভন, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু ভাল সকল ছাঁকিয়া তাহাদের স্বর্গীয় মিশ্রণে শোভনা কল্পনায় তাহার পিতার স্বর্গীয় প্রতিকৃতি রচনা করিয়াছিল। এই কাল্পনিক ছবিকে শোভনা অহর্নিশ প্রাণের নিগূঢ় স্থানে তরঙ্গায়িত ভক্তি ও ভাবের সহিত অর্চ্চনা করিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শোভনা ছবিখানা ধীরে ধীরে আলোর নিকট ধরিল। তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। এমন সুন্দর ছবি সে কখনও দেখে নাই। এমন মুখ, এমন মধুরতা মাখান মুখভঙ্গী, এমন চোক, এমন ভ্রূ, এমন নাসিকা, এমন ওষ্ঠ, এমন কিছুই যেন শোভনা কখনও দেখে নাই। প্রাণের অদৃশ্য টানে যেন এই ছবিখানা তাহার নিকট অতি সুন্দর, অতি মধুর, অতি প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শোভনা ছবিখানাই দেখিল। অর্দ্ধ চৈতন্য অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায়, প্রাণ ভরিয়া, চোখ ভরিয়া, এই ছবির সৌন্দর্য্য-রাশি পান করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে শোভনার তন্দ্রা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অনিমেষ

চোখে পলক আসিল। ক্রমে অবশ হৃদয়ে চেতনার সঞ্চার হইল। ক্রমে জাগন্ত জ্ঞান আবার চারিদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। এতক্ষণে শোভনা ছবিখানা উলট পালট করিয়া দেখিতে লাগিল। সহসা ক্ষুদ্র অক্ষরে ছবির নিম্নদিকে একটী নাম অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিল। আলোর নিকটে ধরিয়া, চক্ষু বিস্তৃত করিয়া নামটী পড়িল ঃ—

"দেবেন্দ্রনাথ রায়।"

শোভনার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এই নামটীতে ছবিখানির মূল্য শতগুণ, সহস্র গুণ,—অনন্ত গুণ বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব্বেই ছবিখানি শোভনার চক্ষে অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এখন এই সৌন্দর্য্য অনন্তগুণ বৃদ্ধি পাইল। উপাসকের হৃদয়ের গূঢ়তম স্থানে প্রিয়তম উপাস্য দেবতার অনুভূতিতে যে সুখ; হিন্দু সাধকের ঘোর নিশাকালে দেবীমণ্ডপে দেব দর্শনে যে আনন্দ,—এই ছবি দেখিয়া শোভনার সেই আনন্দ হইল। এই সামান্য কাগজের ছবিখানি তাহার নিকট সেই মুহূর্ত্ত হইতে আরাধনার বস্তু হইয়া উঠিল। শোভনা ভয়ে ভয়ে ছবিখানি বুকে ধরিল। ধীরে ধীরে তাহার পায়ে শত চুম্বন করিল। সযত্নে মাথায় ছুঁয়াইয়া আবার প্রাণ ভরিয়া চোখ খুলিয়া দেখিতে লাগিল। যত দেখে ততই আরো দেখিতে ইচ্ছা হয়, যত আদর করে ততই আরো আদর করিতে সাধ যায়। চোক দিয়া অজস্রধারে জল পড়িতে লাগিল। কত বার মনে মনে ভাবিল, "আহা, এ যদি ছবি না হইত! যদি এ ঠোঁট দুখানির কথা বলিবার শক্তি থাকিত, যদি ঐ চোখ দুটীর দেখিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে জীবনে যে সুখ কখনও পাই নাই

আজ সে সুখ পাইতাম। এ প্রাণে যে আনন্দ কখনও হয় নাই, আজ সে আনন্দ হইত।” আবার ভাবিল,—“এ ছবি কি সে সৌন্দর্য্য, সে মধুরতা, প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে? কাগজের উপর, সামান্য চিত্রে যাহা এত সুন্দর, এত মধুর, বাস্তব জীবনে তাহা কত না সুন্দর, কত না মধুর! সে মুখ কখনও দেখিলাম না! কখনও কি দেখিতে পাইব না?” আর প্রাণ যেন আপনার ভাব আপনার ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। শোভনা কাঁদিতে কাঁদিতে “বাবা” “বাবা” বলিয়া ডাকিতে লাগিল। জন্মে সে কখন “বাবা” “বাবা” বলিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকিবার সুখ, অনুভব করে নাই, আজ তাহার কথঞ্চিৎ সেই সুখ হইল। শোভনা শতবার, সহস্রবার ভাবে গদগদ হইয়া “বাবা” “বাবা” বলিয়া ডাকিল। বাবা বাঁচিয়া আছেন কি না?—এই সংসারে সে মধুরতাময়, সৌন্দর্য্যময় পিতৃমুখ দেখিতে পাইবে কি না?—এই প্রশ্নে শোভনার ক্ষুদ্র মনটী আলোড়িত হইতে লাগিল। রমানাথ বাবু নিশ্চয়ই তাঁহার সমুদায় ইতিহাস জানেন। তাঁহার বন্ধুর জীবনের ইতিহাস তিনি না জানিলে আর কে জানিবে? এখনই তাঁহার নিকট গিয়া আজ পিতার জীবনের সকল কথা জানিয়া সমুদায় সন্দেহ ভঙ্গ করিবে।—এই ভাবিয়া প্রাণের আবেগে শোভনা ঘর হইতে বাহির হইয়া রমানাথ বাবুর পড়িবার ঘরের দিকে চলিল।

মানুষের মনের উপর বাহ্য-প্রকৃতির আধিপত্য কত, তাহা আমরা সকল সময় বুঝিয়া উঠি না। বাহিরে গিয়াই শোভনার প্রাণের ভীষণ আবেগ কথঞ্চিৎ কমিয়া আসিল। এমন শান্ত প্রকৃতি, এমন ঘুমন্ত জ্যোৎস্না, ইহার সমক্ষে কোন্ অশান্ত প্রাণে

প্রশান্ত ভাবের উদ্রেক না হয়? শোভনা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে রমানাথ বাবুকে কঠোর, নিষ্ঠুর বলিয়া মনে মনে কত তিরস্কার করিতেছিল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া প্রকৃতির মধুরতার আশ্চর্য্য, অদৃশ্য সহানুভূতিতে এই সমুদায় ভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বাহিরের মধুরিমা দেখিয়া প্রাণের ঘুমন্ত সদ্ভাবগুলি জাগিয়া উঠিল। যাঁহার স্নেহে এত দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, যাঁহার ভালবাসা আশৈশব ভোগ করিয়া আসিয়াছে, দিবা রাত্রি যিনি তাহাকে সুখী করিতে যত্ন করেন, তিনি নিষ্ঠুর? তিনি হৃদয়হীন?—ছি! ছি! এ কথা কেমন করিয়া ভাবিতে পারা যায়? এ পাপ চিন্তা কি করিয়া পোষণ করা যায়? শোভনার প্রাণে ধিক্কার উপস্থিত হইল। শোভনার আর রমানাথ বাবুর নিকট যাওয়া হইল না। জ্যোৎস্নাধৌত ছাদে, নীরব, ঘুমন্ত, ঘরগুলির নিকটে দাঁড়াইয়া শোভনার প্রাণের আবেগ অনেকটা কমিয়া আসিল। রমানাথ বাবুর ভালবাসার প্রতি বিচলিত আস্থা পুনরায় দৃঢ় হইল। ভাবের উচ্ছ্বাসের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। শোভনার মনে হইল, রমানাথ বাবুর উপহারের মধ্যে একটী এখনও দেখা হয় নাই। সেটী, সেই চিঠি। কাহার চিঠি? কিসের চিঠি? শোভনা পুনরায় ঔৎসুক্যপূর্ণ প্রাণে ঘরে গিয়া দ্বারে অর্গল দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

শোভনা ভাবিল চিঠি খানা রমানাথ বাবুর। তিনি তাহাকে পিতার ছবি দিয়া, পিতার জীবনের ইতিহাসও উপহার দিয়াছেন। শোভনার মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। চোথ কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। শোভনা রমানাথ বাবুকে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ভাবিয়া কি অন্যায়ই না করিয়াছে! চিঠির কথা মনে হইয়াই শোভনার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। শোভনা কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। দেখিল রমানাথ বাবুর হস্তাক্ষর নহে। তবে কাহার? দেখিল—ছবি যাঁহার, চিঠিও তাঁহারই।

অন্ধের চক্ষু পাইলে যে আনন্দ, দরিদ্রের সহসা বহু ধনের অধিকারী হওয়াতে যে আনন্দ, জীবিতের মৃত বন্ধুকে নিশার স্বপনে দেখিলে যে আনন্দ, তরঙ্গায়িত সমুদ্রে পথহারা সমুদ্র-তরীর সহসা নিকটে বন্দরের আলোক দেখিলে যে আনন্দ,—অপরিচিত পিতার হস্তাক্ষর দেখিয়া বালিকা শোভনার আজ সেই আনন্দ। এ আনন্দ অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। এ আনন্দ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বুঝাইতে পারা যায় না। এক দিনে এক সময়ে তাহার জীবনে এত সুখ হইবে, শোভনা স্বপ্নেও এ কথা ভাবে নাই। শোভনা পিতার হস্তাক্ষর দেখিয়া অনেক-ক্ষণ অনিমেষ লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ভাবের আবেগ কমিয়া আসিলে চিঠি খানা পড়িতে লাগিল :—

"শোভনা,

যে দিন তোমার হাতে এই চিঠি খানা পড়িবে, সে দিন আমি এ সংসারে থাকিব কি না, ভগবান জানেন। তুমি সজ্ঞান অবস্থায় হয়ত পিতা মাতার কাহাকেই দেখিতে পাইবে না, ভাবিলে কষ্ট হয়। তোমার স্বর্গীয় মাতা ঠাকুরাণী তোমার জন্ম দিনেই ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়া যান। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার কোনও প্রতিকৃতি নাই, তুমি ছবিতেও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলে না। তোমার জন্ম দিন হইতেই তোমার ক্ষুদ্র জীবনটী রক্ষা ও পোষণ করিবার ভার আমার মস্তকে পড়িল। অল্প দিনের মধ্যে সে ভার বহনে আমি অক্ষম হইলাম। প্রিয়বন্ধু রমানাথ বাবুর হস্তে তোমাকে অর্পণ করিয়া আমি দেশত্যাগী হইলাম। রমানাথের সহধর্ম্মিণী আমাকে আশৈশব ভালবাসেন, তিনি তোমার মাতার বাল্যসখী, তাঁহার নিকট তোমার যত্নের ও আদরের অভাব হইবে না। অকৃত্রিম ভালবাসা, ও অক্লান্ত যত্নে যদি মাতৃ-স্নেহের অভাব-পূর্ণ করিতে পারে, তোমার সে অভাব ইন্দুপ্রভার কোমল হৃদয়ের ভালবাসায় পূর্ণ হইবে জানি। রমানাথ আমার বিশেষ বন্ধু, আমার কন্যার প্রতি তাঁহার যত্ন ও ভালবাসার বিন্দু মাত্র অভাব হইবে না। আমার যাহা কিছু ছিল, তোমার শিক্ষা প্রভৃতির জন্য রমনাথের হস্তে দিয়া গেলাম, ইহার আয় হইতে তোমার শিক্ষাদির ব্যয়ম যথেষ্ট সঙ্কুলিত হইবে। বয়ঃ-প্রাপ্তিতে তোমার বিবাহ হইলে, তোমার স্বামী ইহা যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল কিছুই তুমি জানিবে না।

জ্ঞানতঃ পিতার আশীর্ব্বাদ তুমি কখনও গ্রহণ কর নাই।

আজ আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ভগবান্ তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন।

আমার একটী আদেশ আছে। যদি আমার প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, যদি সুশিক্ষা পাইয়া থাক, যদি হৃদয়ের কোমলতা থাকে, যদি প্রাণের সদ্ভাবগুলি সজাগ থাকে, তবে আদেশ প্রতিপালন করিবে জানি। নতুবা জানিও আমি তোমার পিতা নই; তুমি আমার কন্যা নহ।

আমি আজ যে কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া গৃহত্যাগী হইলাম, তুমিও সেই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে;—এই হতভাগ্য দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদে এমন লোক নাই, তুমি যেন আপনার মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দ্দশা ভুলিয়া যাইও না। ইতি—তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়।"

শোভনা ধীরে ধীরে, একটী একটী কথা করিয়া চিঠি খানা পাঠ করিল। একবার পড়িয়া যেন তাহার মর্ম্মবোধ হইল না; আবার ধীরে ধীরে পড়িল; ভাবের স্রোত হৃদয় ভেদ করিয়া চক্ষু দিয়া বাহির হইল। শোভনা শিশুর মত কাঁদিল। এ ক্রন্দন সুখের নহে, এ ক্রন্দন দুঃখেরও নহে, এ ক্রন্দন ভাবের।

চক্ষু দিয়া জল পড়িল। ভাবের বেগ কমিয়া আসিল। শোভনা আবার চিঠি খানা পড়িল। অনেকক্ষণ শান্তভাবে বসিয়া তাহার মর্ম্ম হৃদ্গত করিল; পরে পিতার সেই আদরের ছবিখানা সাক্ষাতে রাখিয়া করযোড়ে সংকল্প করিল :—

"ভগবন্, এ ক্ষুদ্র বালিকা যাহাতে পিতার এ গুরুতর আদেশ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয়, তাহাকে তদনুরূপ বল দাও। ভগবন্, তোমাকে স্মরণ করিয়া, পিতার এই প্রতিকৃতির সাক্ষাতে,

এই গভীর নিশীথে সংকল্প করিতেছি,—পিতার এ পবিত্র আদেশ প্রতিপালন করা আজ হইতে এ জীবনের মূলমন্ত্র হইল। ভগবন্, তুমি এ দুর্ব্বল বালিকার সহায় হও।'

সহসা ঘড়ীতে টন্ টন্ করিয়া তিনটা বাজিল। শোভনা চমকিয়া উঠিল। অমনি প্রাণের চিন্তা, ও হৃদয়ের বেগ একটুকু শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া, শয্যার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু এই অসময়ে প্রাণে এ দুরন্ত বোঝা লইয়া কেহ কি কখনও গভীর নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারে? অনেকক্ষণ পরে শোভনার একটুকু তন্দ্রার মত হইল।

একজন বিরল সুকণ্ঠ পথিক, রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গান ধরিল :—

কেনরে, কেনরে আজি, ছড়ায়ে জোছনা রাশি,
হাসিছে চাঁদিমা কেন, এই ভারত গগনে?—
এই ভারত শ্মশানে?
গভীর দুঃখ আঁধার, ঘেরিয়াছে চারিধার
এ অনন্ত দুঃখে ভাসি, এ হাসি দেখি কেমনে?
ডুবরে চাঁদিমা ডুব, দিবাকর ডুবে থাক,
লুকাও নক্ষত্র, মুখ, আঁধার বিজনে;
যতদিন মরে থাকি, আঁধারেই পড়ে থাকি,
আঁধারে লুকায়ে রাখি, যত দুঃখ অপমানে।*

মধুর সংগীতে শোভনার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বালিকা একাগ্রমনে গানটী আদ্যোপান্ত শুনিল। গান শেষ হইল। আকাশের সুর আকাশে মিশিয়া গেল,—তাহার পরিচিহ্ন

* রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

মাত্র রহিল না। কেবল এই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ও এই বালিকার কোমল চরিত্রে ইহার যে চিহ্ন পড়িল, তাহা আর বিলুপ্ত হইল না। আকস্মিক ঘটনার সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথের যাদু অব্যর্থ হইল। মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে ভগবানের হাত নাই কে বলে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০ঃ*ঃ০—

বয়সে মানুষ বৃদ্ধ হয় না; বৃদ্ধ হয় ভাবের অভিজ্ঞতায়। এক রাত্রে ফরাশীরাণী মেরিএণ্টনিয়েটের গাঢ়-কৃষ্ণ কেশরাশি বার্দ্ধক্যের শুক্লত্ব পাইয়াছিল। এক রাত্রে বালিকা শোভনা রমণী চরিত্রের পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল। পর দিন শোভনা আর সে শোভনা নাই। তাহার মুখভাব গম্ভীর। তাহার কথা পরিমিত। তাহার আচার আচরণ সকলই পরিবর্ত্তিত। অথচ যে পরিবর্ত্তন মহূর্ত্তে হয় মুহূর্ত্তে যায়, ইহাতে সে চপলতার চিহ্ন মাত্র নাই। পূর্ব্ব দিন প্রাতে রমানাথ বাবু বলিয়াছিলেন বালিকারা অষ্টাদশ বর্ষে বয়ঃ প্রাপ্ত হয়। শোভনার মুখে, শোভনার কথা বার্ত্তায়, শোভনার জীবনে, সেই কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইল। শোভনার বাল্যসখীগণ তাহার মুখ দেখিয়া, তাহার দুচারিটী কথা শুনিয়াই অনুভব করিল; শোভনা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে;—তাহারা বালিকা,—শোভনা রমণী।

সকলেই এই পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইল, কিন্তু রমানাথ বাবু বিস্মিত হইলেন না। তিনি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়বন্ধু, দেবেন্দ্রনাথের ক্ষমতা বিলক্ষণ জানিতেন। দেবেন্দ্রনাথের একদিনকার একটী

অতি সামান্য কথায়, তাঁহার আপনার জীবনে কি ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সে কথা তিনি ভুলেন নাই, কখনও ভুলিতে পারিবেন না; তখন রমানাথ বাবু বালক ছিলেন না; তখন তাঁহার চরিত্র অগঠিত ছিল না। অথচ শিক্ষিত, বহুদর্শী, গঠিতচরিত্র রমানাথ বাবুর জীবনে দেবেন্দ্রনাথের একটী কথায় যুগান্তর উপস্থিত হয়। আপনার জীবনে যাঁহার এত আধিপত্য তিনি স্বয়ং অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহার কথায় তাঁহার আপনার বালিকার চরিত্রে এ ঘোর পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

পরদিন, শোভনা রমানাথ বাবুর নিকট তাহার পিতার সমুদায় ইতিহাস জানিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া শয্যা ত্যাগ করিল। কিন্তু অপরাহ্নের পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার সুবিধা হইয়া উঠিল না।

রমানাথ বাবু তাঁহার ঘরে বসিয়া একখানি সাময়িক পত্রিকা পড়িতেছেন। এই ঘরটী অতি সুসজ্জিত। চারি দিকে চারিটী দ্বার, প্রত্যেক দিকে দুইটী করিয়া জানালা। উত্তরদিকে বারান্দা, তাহার বিপরীত দিকে ছাদ। ছাদে ফুলের টব দিয়া একটী সুন্দর বাগান রচনা করা হইয়াছে। পশ্চিমে একটী ছোট ঘর, লীলাবতী সেখানে বসিয়া পড়া শুনা করে। পূর্ব্বদিকে ছোট বারান্দা। দেয়ালে চারি দিকে বড় বড় আলমারা,—ইংরাজি বাঙ্গালা, সংস্কৃত পুস্তকে পরিপূর্ণ। চারিটী দরজার উপরে বড় বড় চারি খানি ছবি। একখানি রামগোপাল ঘোষের, একখানি রাজা রামমোহনের, এক খানি রাজা রাধাকান্ত দেবের ও আর একখানি বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের প্রতিকৃতি। প্রত্যেক জানালার উপরেও দুখানা করিয়া ছবি আছে; সে গুলি বিদেশীয়,—ম্যাট্-

সিনি, ওয়াশিংটন্, অক্কনেল, গ্যারিবল্ডি, ক্রমওয়েল, শেক্ষপিয়ার গেঁইটে, লুথার প্রভৃতি বৈদেশিক দেশহিতৈষি বা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি। গৃহের মধ্যভাগে বড় দেরাজওয়ালা টেবিল, তাহার একপার্শ্বে একখানা কৌচ ও তিন দিকে কতক গুলি চেয়ার। ছাদের দিকে যে দ্বার খুলিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে এক এক খানা ইজিচেয়ার পাতা রহিয়াছে। ঘর খানি দেখিলেই গৃহ কর্ত্তার উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

রমানাথ বাবু একাকী বসিয়া একখানা সাময়িক পত্র পড়িতে-ছেন; শোভনা তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার গম্ভীর মুখভাব দেখিয়াই রমানাথ বাবু ভাবিলেন,—"দেবেন্দ্র-নাথের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।" সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কেমন আছ শোভনা? দুদিন রাত্রি জাগিয়া ত কোন অসুখ হয় নাই?"

শোভনা। না, বেশি কিছু হয় নাই।

শোভনা তাহার অভিভাবকের নিকটে বসিল। রমানাথ বাবু বুঝিলেন, তাহার কিছু বলিবার আছে। অমনি পত্রিকা খানি টেবিলের উপর রাখিয়া শোভনার মুখের দিকে তাকাইলেন। শোভনা একটুকু কম্পিত স্বরে বলিল,—"কাল যে কাগজের তোড়া দিয়াছিলেন তাহা পড়িয়াছি, কিন্তু একটুকু জানিতে পারিয়া আরো বেশী জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

রমানাথ বাবু। তাহাতে কি ছিল, আমি ত জানি না।

শোভনা একটুকু বিস্মিত হইয়া বলিল,—"সে কি? তবে আপনি উহা পড়েন নাই?"

রমানাথ বাবু। আমার পড়িবার অধিকার ছিল: না।

আজ আঠার বৎসর কাল এই কাগজের তাড়া আমার বাক্সে বদ্ধ ছিল।

শোভনা। সেই কি তাঁহার সঙ্গে আপনার শেষ দেখা?

রমানাথ বাবু। না, ইহার তিন মাস পরে লাহোরে আর একবার দেখা হয়। আমি পঞ্জাবে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তিনি তখন সেখানে ছিলেন। সেই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।”

শোভনা। তার পর আর কিছু জানিতে পারেন নাই?

রমানাথ বাবু। তোমার পিতার ইতিহাস আর তোমার নিকট গোপন রাখিবার কোন কারণ নাই। এত কাল তুমি বালিকা ছিলে, সমুদায় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না ভয়ে বলি নাই। একদিন তুমি তোমার পিতা মাতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তোমার কৌতূহলের মুখে চাপা দেই। তুমি তখন বালিকা, শিশু বলিলেই হয়।

শোভনা। তখন আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম, কিন্তু সে কথা আজও আমার মনে আছে।

রমানাথ বাবু। তখন আমি তোমাকে তোমার পিতার কথা কিছুই বলি নাই, তাহাতে তোমার অনিষ্ট বই ইষ্ট হইত না।

শোভনা ভ্রূকুঞ্চিত করিল; কিন্তু কিছুই বলিল না।

রমানাথ বাবু তখন ক্রমে শোভনার পিতার ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। রমানাথ বাবুর কথায় দেবেন্দ্রনাথের ইতিহাস না বলিয়া, আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমাদের কথাতেই তাহা বিবৃত করিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

দেবেন্দ্রনাথ •রায় সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরিহরপুরের জমিদার; দেবেন্দ্রনাথ জমিদারের সন্তান, যেরূপ সৎশিক্ষা পাওয়া সম্ভব, পাইয়াছিলেন। হরিহরপুরের নিকটে একটা বড় নীলকুঠি ছিল। নীলকুঠির সাহেবদিগের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের চিরসংগ্রাম। দেবেন্দ্রনাথ আশৈশব এই সকল বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে শিক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে বুদ্ধি-বৃত্তি ফুটিতে আরম্ভ করিলে, নীলকরদিগের অত্যাচার কত, তাহাও, দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। আইন আদালতে নীলকরদিগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদিত। দেবেন্দ্রনাথ সৎশিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইংরাজি উদার শিক্ষায় তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত, মন উন্নত ও ভাব সুসংস্কৃত হইয়াছিল। ইংরাজি সাহিত্য তাঁহার কোমল প্রাণে নির্ম্মল দেশহিতৈষিতা সঞ্চার করিয়াছিল। চক্ষুর উপরে এই সকল অত্যাচার দেখিয়া, চক্ষুর উপরে দেশের লোকের এই ঘোর দুর্গতি দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ের প্রধূমিত দেশহিতৈষণা আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রনাথ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার একমাত্র সন্তান। পিতার মৃত্যুতে সংসারের সমুদায় ভার তাঁহার মস্তকে পড়িল। দেবেন্দ্রনাথ তখন পর্য্যন্ত সংসারের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, কিছুই জানিতেন না। দেবেন্দ্রনাথ ছলচাতুরী কাহাকে বলে তাহা

শিখেন নাই। ক্রমাগত আইন আদালতে পরাজয় ভোগ করিতে লাগিলেন। নীলকরেরা দেখিল, বালকের হাতে জমিদারী, ধার্ম্মিকের সঙ্গে কারবার, মোকদ্দমার পর মোকদ্দমা দায়ের পড়িতে লাগিল, গ্রামের পর গ্রাম দেবেন্দ্রনাথের হস্তান্তরিত হইতে আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রজাবর্গ দেবেন্দ্রনাথকে বড়ই ভাল বাসিত, নীলকরদিগের অধীনে গিয়া তাহাদের আর দুঃখের সীমা রহিল না। তাহারা সুযোগ পাইলেই দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া আপনাদের অসীম দুঃখ জানাইত। এই সকল দুঃখের কাহিনী শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের জমিদারীর অধিকাংশ নীলকরগণের হাতে গিয়া পড়িল। এদিকে আইন আদালতের ব্যয় সংকুলন করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথ এক প্রকার নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন।

হরিহরপুরের নিকটেই দেবেন্দ্রনাথের শ্বশুরদিগের জমিদারী ছিল। ভগিনীপতির অক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার শ্যালকেরা দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার জমিদারীর যাহা কিছু ছিল, তাহা বিক্রী করিতে পরামর্শ দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের পরামর্শ মতে জমিদারী বিক্রয় করাই সঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহার শ্যালকেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাহা কিনিয়া লইল। দেবেন্দ্রনাথ কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া কলিকাতায় আসিয়া বসতি করিতে লাগিলেন।

এই বৎসরই শোভনার জন্ম হয়। শোভনার মাতা সূতিকাগারেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান। শিশু শোভনার ভার দেবেন্দ্রনাথের উপরে পড়িল। কোন দিনই দেবেন্দ্রনাথের পরিবার খুব বড় ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের মাতা স্বামীর মৃত্যুর অল্প ক্ষণ পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখন হইতে দেবেন্দ্র

নাথের পরিবারে তাঁহার স্ত্রী ও দাসদাসী ভিন্ন আর লোক ছিল না। শোভনার মাতার মৃত্যুতে দেবেন্দ্রনাথ নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িলেন। কষ্টে স্পষ্টে তিনমাস কাল বালিকার লালন-পালন করিলেন, শেষে আর পারিলেন না। রমানাথ বাবু তাঁহার শৈশবের বন্ধু, তাঁহার হস্তে শোভনাকে অর্পণ করিলেন।

এত কাল স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার হৃদয়ের একটী উচ্চতম ও প্রিয়তম বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যে দিন দেশের দুর্দ্দশার প্রতি তাঁহার চক্ষু ফুটিয়াছে, সেই দিন হইতেই দেশের হিতার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়া ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশহিতৈষণা প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিবার উচ্চ অভিলাষ দেবেন্দ্রনাথের মনে জাগিয়াছে; কিন্তু এত দিন তাঁহার সে সাধ পূর্ণ করিবার বেশী সুবিধা ছিল না। শোভনার মাতা চিররোগিণী ছিলেন, তাঁহাকে অপরের নিকট রাখিয়া যাইতে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণে মানিল না। কাজেকাজেই এই সাধু ইচ্ছা এত কাল হৃদয়ে লুক্কায়িত ছিল। সহধর্ম্মিণীর অকাল মৃত্যুতে দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গভীর শোক কাহারও ভাল করে, কাহারও মন্দ করে। এই গভীর শোকে দেবেন্দ্রনাথের উপকার হইল। দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশহিতৈষণা-ব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগী হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া রমানাথ বাবু বলিলেন :—"দেবেন্দ্রনাথ দেশহিতৈষণা ব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগী হইলেন। তিনি অনেক ভাষা জানিতেন। ভারতে যত ভাষা আছে, প্রায় সকল ভাষাতেই তাঁহার অধিকার ছিল। ধনীর সন্তান, যৌবনে অর্থ চিন্তা ছিল না; সুখে বসিয়া কেবল নানা ভাষা পাঠ করিতেন। পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বেড়াইয়াছিলেন; সর্ব্বত্র যাতায়াত করিবারও তাঁহার বিশেষ সুবিধা ছিল। পঞ্জাবে যখন আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়, তখন তিনি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সে এক আশ্চর্য্য সন্ন্যাস!—গেরুয়া বসন পরিয়া, কমণ্ডলু হাতে লইয়া, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ভারতের দুঃখগীতি প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। পঞ্জাবের লোকেরা তাঁহাকে 'বাঙ্গালী বাবা' বলিয়া ডাকিত। বাঙ্গালী বাবার নাম শুনিলে সকলেরই প্রাণে ভক্তি ও স্নেহের উদয় হইত।"

রমানাথ বাবু নীরব হইলেন। শোভনা অনন্যমনে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রমানাথ বাবু আবার বলিতে লাগিলেন :—"লাহোর হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও খবর পাই নাই। সহসা এক দিন"—বলিতে বলিতে রমানাথ বাবুর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, অতি কষ্টে দুঃখবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন :—"লাহোর হইতে আসিয়া প্রায় আট নয় মাস পরে

একদিন খবরের কাগজে পড়িলাম, বোম্বাই সহরে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। একটী অতি রূপবতী কুলবধূকে এক ব্যক্তি তাহার স্বামীর অবর্ত্তমানে, সুযোগ পাইয়া বলপূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির করিয়া পথিপার্শ্বে বধ করিয়াছে। পুলিষের সাহেব সেই সময়ে পাহারা পরিদর্শন করিতে যাইতেছিলেন, পথিপার্শ্বে রমণীর মৃতকল্প দেহ তাঁহার চোখে পড়িল; চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী দৌড়িয়া পালাইতেছে, সাহেব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; সন্ন্যাসী নিকটস্থ গোরস্থানে প্রবেশ করিল। সাহেবও দৌড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী ধরা পড়িল, কিন্তু তাহার হস্তে সাহেব গুরুতর আঘাত পাইলেন; তাঁহার অঙ্গের দুই তিন স্থান ক্ষত বিক্ষত হইল; সন্ন্যাসী আবার পলায়ন করিল। অনেকক্ষণ পরে সাহেব চেতনা পাইয়া ধীরে ধীরে গোরস্থান ছাড়িয়া আসিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন। পথিপার্শ্বে যে দেহটী পড়িয়াছিল তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, রমণী মৃত। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে এই নরহন্তা 'বাঙ্গালী বাবা নামে একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী।"

শোভনার চোক কান দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। শোভনা উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তারপর ?"

রমানাথ বাবু। পুলিষ অনেক অনুসন্ধান করিয়া "বাঙ্গালী বাবা"কে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না; সেই দিন হইতে "বাঙ্গালী বাবা" নিরুদ্দেশ হন।

শোভনার প্রাণে ঝড় বহিতেছে। শোভনা উত্তেজিত ভাবে বলিল;—"অসম্ভব। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।"

রমানাথ বাবু উত্তর করিলেন না।

শোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এ সমুদায় বিশ্বাস করেন ?"

রমানাথ বাবু আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। একটী আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটী টীনের বাক্স বাহির করিয়া আনিলেন। বাক্সটী খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—"আমি এই সমুদায় কাগজ পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। তুমি নিজে তাহা পরীক্ষা করিয়া যে মীমাংসা করিতে হয়, কর।"

শোভনা ব্যগ্রভাবে কাগজ গুলি হাতে লইল।

পড়া শেষ হইলে শোভনা বলিল ;—"আমার পূর্ব্ব মীমাংসাই অবিচলিত। আমি তাঁহাকে দোষী স্থির করিতে পারি না।"

রমানাথ বাবু। সুখের কথা।

শোভনা। এই ঘটনার পর আর কোনও খবর পান নাই কি ?

রমানাথ বাবু। পাইয়াছি।

এই বলিয়া সেই ক্ষুদ্র টীন বাক্স হইতে এক খানা পুরাতন খবরের কাগজ বাহির করিয়া শোভনার হাতে দিলেন। শোভনা দেখিল একটী চিহ্নিত স্থানে ইংরাজিতে লেখা আছে ঃ—

"সন্ন্যাসী নরহন্তা ঃ—গত কল্য প্রাতে সাত ঘটিকার সময় চার্ণিরোড রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে সমুদ্রতীরে একটী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে মুখাকৃতি কিয়ৎ-পরিমাণে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুই জন পাহারাওয়ালা, একটী ইংরাজ ভদ্রলোক ও দুইজন বাঙ্গালী বাবু দ্বারা এই মৃতদেহ নরহন্তা সন্ন্যাসী "বাঙ্গালী বাবার" দেহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে। কিরূপে বাঙ্গালী বাবার মৃত্যু হইল তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই।”

আর শোভনা সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না। বিদ্যুতের মত সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া আপনার ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর পরিবারের সকলে আহারের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোভনা আজ আহার করিতে আসে নাই। লীলাবতী তাহাকে ডাকিবার জন্য দৌড়িয়া যাইতেছিল; রমানাথ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, “সে আজ এখানে খেতে আসিবে না। তাহার একটুকু অসুখ হইয়াছে।” সখীর অসুখের কথা শুনিয়া লীলাবতী তখনই একবার তাহাকে দেখিয়া আসিতে চাহিল। রমানাথ বাবু এবারও তাহাকে বাধা দিলেন,—“আজ তাহাকে কেহ বিরক্ত করিও না। একটুকু চুপ করিয়া থাকিলে অমনি সারিয়া যাইবে।” লীলাবতীর শোভনাকে দেখা হইল না। স্নেহশীলা বালিকা বিবণ্ণমুখে আহার করিতে বসিল।

আহারান্তে রমানাথ বাবু আপনার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। সাধারণতঃ তিনি অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়নাদিতে অতিবাহিত করেন। আজ মন ভাল নহে,- পড়িবার সাধ হইল না। লীলাবতীও পিতার সঙ্গে সঙ্গে আপনার শয়ন গৃহে গেল।

কিন্তু বিছানায় তাহার প্রাণ টিকিল না। শোভনার অসুখ, শোভনা হয়ত একাকী পড়িয়া কত কষ্ট পাইতেছে,—ভাবনায় লীলাবতীর স্নেহের হৃদয় অস্থির হইল। লীলাবতী মৃদু পাদবিক্ষেপে দালানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দালানের পর পারেই শোভনার ঘর। লীলাবতী ধীরে ধীরে গিয়া দ্বার ঠেলিল,—দ্বারে খিল। একবার ভাবিল শোভনাকে ডাকিবে। কিন্তু শোভনা যদি ঘুমাইয়া থাকে, অসুখের উপর তাহার ঘুম ভাঙ্গান ভাল হইবে না। ডাকিলে রমানাথ বাবু আবার টের পাইতে পারেন। সাত পাঁচ ভাবিয়া লীলাবতী শোভনার দ্বারে আঘাত করা ভাল বোধ করিল না। শোভনার গৃহের দক্ষিণ দিকে বারান্দা। লীলাবতী সে দিকে গেল। সে দিকেও দ্বার বন্ধ। কিন্তু জানালা খোলা। খোলা জানালার ভিতর দিয়া আলো গিয়া ঘরের ভিতরের অন্ধকার তাড়াইয়া দিয়াছে। জানালায় মুখ দিয়া লীলাবতী দেখিল, শোভনা শয়ানা। তাহার খাদ্য অস্পৃষ্ট,—শোভনার আহার হয় নাই। অমনি ধীরে ধীরে জানালার ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে, অতি সচকিত ভাবে, চোরের মত শোভনার পর্য্যঙ্কের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

শোভনা শয়ানা। মুক্ত বাতায়ন পথে জ্যোৎস্না আসিয়া তাহার মুখের উপর নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। জ্যোৎস্নারও যেন এই বিষাদ ভরা মুখ দেখিয়া চুম্বন করিয়া নাচিবার সাধ উড়িয়া গিয়াছে———চক্ষু দুটী মুদ্রিত; কিন্তু ঘুমন্ত নহে। চোখের কোণে এক ফোঁটা জল দাঁড়াইয়া আছে। যুবতীর ঘুমন্ত মুখে চোখের কোণে জল-বিন্দু মুক্তা বিন্দুর মত শোভা পায়; কিন্তু শোভনার নয়নপ্রান্তে

জলবিন্দুর সে শোভা নাই। জ্যোৎস্নাধৌত মুখখানি অন্ধকার। নিমীলিত চক্ষু দুটী ম্রিয়মাণ। সকলই মলিন। সকলই বিষাদমাখা। শোভনার মুখ দেখিয়া লীলাবতী বিস্মিত হইল। সে মনে করিয়াছিল শোভনার শারীরিক অসুখ; দেখিল ঐ বিষাদ, এ অন্ধকার শরীরের কষ্টে জন্মায় না। লীলাবতীর স্নেহশীল হৃদয় প্রিয়বন্ধুর কষ্ট দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। লীলাবতী ধীরে ধীরে শোভনার নিকটে বসিল। বিষাদমগ্না শোভনা তাহা টের পাইল না। ধীরে ধীরে প্রিয়সখীর মস্তকটী বুকে তুলিয়া ধরিল। শোভনা চমকিয়া উঠিল;—দেখিল লীলাবতী বুকে ধরিয়া স্নেহভরে তাহার মুখের দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া আছে।

দুঃখের সময় বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখিলে হৃদয়ের অবরুদ্ধ দুঃখবেগ চতুর্গুণ বলের সহিত বাহির হইয়া পড়ে। শোভনা লীলাবতীর স্নেহপূর্ণ বক্ষে মাথা লুকাইয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল। লীলাবতী সখীর চিবুক ধরিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, মৃদুভাবে চোখের জল মুছাইয়া দিয়া, নানা প্রকারে আদর করিয়া, বার বার তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু শোভনা উত্তর না দিয়া আরো কাঁদিতে লাগিল। লীলাবতীর কোমল প্রাণে আঘাত লাগিল। বিরক্ত হইয়া বলিল,—"আমাকে বলিবে কেন? তেমন ভালবাসিলে কি আর না বলিয়া থাকিতে পারিতে!" তবুও শোভনার ক্রন্দন থামিল না। আর লীলাবতীর সহ্য হইলনা। এক ফোঁটা দুফোঁটা করিয়া বালিকার কোমল হৃদয় গলিয়া চোক দিয়া যেন বাহির হইতে লাগিল। দু ফোঁটা শোভনার মুখের উপর পড়িল। শোভনা দেখিল লীলাবতী

কাঁদিতেছে। অমনি আপনার কষ্টবেগ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে মৃদুমধুর ভাবে সখীর চক্ষুজল মুছাইয়া দিল। আদর পাইলে অভিমান বাড়ে, লীলাবতীর অভিমান বাড়িল। শোভনা যত আদর করে, লীলাবতী তত কাঁদে। শোভনা যত তাহার চক্ষুজল মুছাইয়া দেয়, লীলাবতীর চক্ষু সেই স্নেহময়-কোমল-কর-সংস্পর্শ-সুখের জন্যই যেন তত আরো সাধ করিয়া জল ফেলিতে লাগিল। শোভনা মাথা তুলিয়া লীলাবতীর অশ্রুময় মুখ খানি চুম্বন করিল। লীলাবতীর কথা ফুটিল, "আমি তোমার কে, যে তুমি আমার নিকট তোমার প্রাণের দুঃখের কথা ভাঙ্গিয়া বলিবে? শৈল হইলে না বলিয়া থাকিতে পারিতে কি না, দেখিতাম?"

লীলাবতী আবার কাঁদিতে লাগিল।

শোভনা। তোমাকে কি ভালবাসি না? তোমাদিগকে ভাল না বেসে আর কাহাকে ভালবাসিব? সংসারে আমার আর কে আছে?

এই ভাবনায় শোভনার আবার ক্রন্দন আসিল। শোভনা মাথা হেঁট করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

লীলাবতীর অভিমান কমিয়াছে। আবার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল; "কি হয়েছে বল না? না বলিলে বড় কষ্ট পাইব।

শোভনা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর, ভগ্নস্বরে বলিল "আজ বাবার মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছি।"

গোপনীয় দুঃখের কথা মুখ ফুটিয়া বলিলে তাহার উচ্ছ্বাস

বাড়িয়া উঠে। শোভনা লীলাবতীর ক্রোড়ে মাথা লুকাইয়া বালিকার মত কাঁদিল।

লীলাবতী যদি শোভনাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল না বাসিত, লীলাবতী যদি প্রবীণা বুদ্ধিমতী হইত, সংসারের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহার অর্থশূন্য রীতিনীতির মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়টীকে হারাইয়া থাকিত, শোভনার পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া, সংসারের অনিত্যতা, শোকের নিষ্ফলতা প্রভৃতি বুঝাইয়া, কতই না সান্ত্বনা বাক্য বলিত। শুষ্ক প্রাণে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া, 'যে গিয়াছে তাহাকে ত আর পাইবে না' এই বলিয়া কত ধর্ম্মোপদেশ দিত। কিন্তু লীলাবতী বালিকা। সংসারে দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবার, শোকে সান্ত্বনা দিবার যে সকল রীতি নীতি প্রচলিত আছে, তাহা এখনও শিক্ষা করে নাই। শোভনার মুখে তাহার পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া লীলাবতী কিছুই বলিতে পারিল না। লীলাবতী তাহার আপনার পিতাকে বড়ই ভালবাসিত, পিতা কত আদরের বস্তু মাতৃহীনা লীলাবতী তাহা জানিত। শোভনার প্রাণে আজ কি যাতনা হইতেছে লীলাবতী তাহা উপলব্ধি করিল। তাহার মুখে আর কথা সরিল না। লীলাবতী সখীর গলা ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। গভীর দুঃখে সরল সহানুভূতির মত এমন অব্যর্থ ঔষধ আর কোথায়?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:-•-:—

কাল শোকার্ত্তের পরম বন্ধু। নূতন শোকের তীব্র যাতনা বহুকাল সমভাবে থাকিলে কে এই সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত? যত দিন যায়, শোকবেগ তত কমে। শোভনার শোকবেগ ক্রমে কমিয়া আসিল।

শোভনা তাহার পিতার ইতিহাসের মন্দভাগ কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারিল না। দিবারাত্রি সে বিষয়ে মনে মনে কত আলোচনা করিল, এদিক ওদিক কত ওজন করিয়া দেখিল কিন্তু কিছুতেই তাহার পূর্ব্বমত বিচলিত হইল না। তাহার ধারণা হইল, দুষ্ট-বুদ্ধি লোক চক্রান্ত করিয়া দেবেন্দ্র নাথের চরিত্রে এই কলঙ্ক আনিয়াছে। ইংরাজ বিচারপতি অলীক অভিযোগে তাহার পিতার নির্ম্মল চরিত্রে কালিমা দিয়াছেন বলিয়া ইংরাজ-বিচারের প্রতি তাহার অনাস্থা জন্মিল।

যাহাকে মানুষ ঘৃণা করে, তাহার দোষ খুঁজিতে সুখ পায়; যত সেই ঘৃণার কারণ দেখে ততই প্রাণে আনন্দ হয়। যেই ইংরাজ বিচারের প্রতি ঘৃণা জন্মিল, অমনি সর্ব্বত্র শোভনা সেই বিচারের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই শোভনা সংবাদ পত্র পড়িতে ভাল বাসিত; এখন সংবাদ পত্র পাঠের এক নূতন আকর্ষণের সৃষ্টি হইল। কোথায় কি অবিচার হইয়াছে, কোথায় কোন্ ইংরাজ নীলকর বা চা-কর কোন্ কুলিকে মারিয়া বিচারে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, আর কোথায় কোন্

দেশীয় ভদ্রলোক কোন্ সাহেবকে একটি রূঢ় কথা বলিয়া গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, কোথায় বাঙ্গালী মারিয়া সাহেব-নরহন্তা বিচারে ত্রিংশ মুদ্রা দণ্ড দিয়া বিচারান্তে বিচারকের গৃহে, তাঁহার স্ত্রীকন্যাগণের সঙ্গে "ডিনার" খাইয়াছে, আর কোথায় বা বাঙ্গালী জমীদার সাহেব বাজাওয়ালাকে একটি মাত্র বেত্রাঘাত করিয়া, ইংরাজ বিচারকের সুবিচারে, তিনমাস কারাবাস করিয়াছেন; এখন হইতে শোভনা তাহা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুকুর মারিয়া বাঙ্গালী বালক সাতদিন কারাবাস করিল, আর সাহেব বাঙ্গালী বালকের মস্তক ভাঙ্গিয়াও কোনরূপে দণ্ডিত হইলেন না, এই দৃষ্টান্তটী শোভনার প্রাণের অস্থিতে অস্থিতে গাঁথিয়া গেল।

একশ্রেণীর কবি আছেন যাহাদিগকে কেহ কেহ শাব্দিক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাদের ভাবের গভীরতা নাই, কল্পনার উজ্জ্বলতা নাই, আছে কেবল শব্দযোজনার চাতুর্য্য। ইহারা ভাবের কবি নহেন, কিন্তু ভাষার কবি। সেইরূপ এক শ্রেণীর দেশহিতৈষীও আছে, যাহাদিগকে শাব্দিক দেশহিতৈষী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে শাব্দিক দেশহিতৈষীরই সংখ্যা অধিক। শোভনার প্রাণের দেশহিতৈষণাও এতকাল এইরূপই ছিল। দেবেন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া শোভনা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার মূল কারণ দেশের জন্য গভীর ভালবাসা নহে, কিন্তু পিতার প্রতি গভীর ভালবাসা; পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা। কিন্তু এই সপ্তাহকাল মধ্যে তাহার প্রাণে যুগান্তর উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্রনাথের পত্রে শোভনার হৃদয়ে ও জীবনে যে পরিবর্ত্তনের

সূত্রপাত হইয়াছিল, তাঁহার অকাল মৃত্যু এবং অন্যায় অপবাদের বিবরণে তাহা বর্দ্ধিত ও দৃঢ় হইতে লাগিল।

ভাবনায় শোভনার বড় জ্বর হইল। হইবারই কথা, তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া এই ক দিন যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, শরীরে তাহার চিহ্ন প্রকাশিত না হওয়া অসম্ভব।' এত চিন্তা, এত ভাবনা ও এত যাতনায় মানুষের শরীর আর ক দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? ক্রমে রোগ সঞ্চার, ক্রমে রোগ বৃদ্ধি, তিন দিন শোভনা অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। রমানাথ বাবুর যত্নের ক্রটী নাই। লীলাবতী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিন রাত্রি শোভনার শয্যাপার্শ্বে অতিবাহিত করিতে লাগিল। তাহার মুখে বিষাদ, প্রাণে দুর্ভাবনা, হাত দুইখানি সর্ব্বদা ব্যস্ত;—কখন বা ঔষধ দিতেছে, কখন বা অঞ্চলদিয়া সখীর ললাটের ঘর্ম্ম বিন্দু মুছাইয়া দিতেছে, আর কখন বা পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে। রমানাথ বাবু সম্পন্ন লোক, দাসদাসীর অভাব নাই; আত্মীয় স্বজনও পাঁচ জন বাড়ীতে আছেন। ইঁহারা সকলেই শোভনাকে বড় ভালবাসেন, সকলেই শোভনার সেবা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু লীলাবতী আর কাহাকেও কোনও কাজ করিতে দিবেনা; সখীর সেবা করিবার অধিকার লীলাবতী কোনও মতেই ছাড়িল না।

শোভনা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। লীলাবতী তাহার রুগ্ন মুখখানির দিকে চাহিয়া আছে। বাড়ীর আর সকলে আহার করিতে গিয়াছেন। কেবল রমানাথ বাবু পাশের ঘরে বসিয়া একখানা ডাক্তারি বহি দেখিয়া শোভনার রোগের সঙ্গে

পুস্তকবর্ণিত লক্ষণগুলির তুলনা করিতেছেন। সহসা শোভনা চক্ষু খুলিল। লীলাবতী ভাবিল শোভনার বুঝি চেতনা হইতেছে। স্নেহশীলা বালিকার বিষন্ন মুখ একটুকু প্রফুল্ল হইল। কিন্তু একি? সে স্বাভাবিক চাউনি নাই কেন? লীলাবতীর মুখ গাঢ়তর বিষন্নতায় ঢাকিল। লীলাবতী ভয় পাইয়া রমানাথ বাবুকে ডাকিল। রমানাথ বাবু আসিতে না আসিতে শোভনা প্রলাপ বকিতে লাগিল।

প্রাতে ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন, মোহের পর প্রলাপ আরম্ভ হইলে রোগ শঙ্কট হইয়া দাঁড়াইবে। তাহাই ঘটিয়াছে। ডাক্তারের জন্য লোক ছুটিল। অল্পক্ষণ মধ্যে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোভনার প্রলাপ তখন থামিয়াছে। শোভনা অচেতনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছে। নাড়ী পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তার হাত ধরিলেন, আবার প্রলাপ আরম্ভ হইল। ডাক্তারকে দেখিয়া রোগী ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল।

শঙ্কটাবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বাবু নিকটে থাকিয়া চিকিৎসা করিবেন স্থির করিলেন। রীতিমত শোভনার চিকিৎসা হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শোভনা এক রকম সারিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রায় এক মাস পরে আজ শোভনা লীলাবতীকে সঙ্গে করিয়া ছাদে বেড়াইতে

গিয়াছে। রমানাথ বাবুর বাগান করিবার বড় সখ ছিল। ছাদের উপরেও ফুলের টব বসাইয়া ছোট একটী ফুল বাগান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ফুলগাছগুলিকে যত্ন করিবার ভার শোভনা ও লীলাবতীর উপর। এক মাস কাল গাছের যত্ন হয় নাই। গাছগুলি কেমন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। গাছগুলিকে দেখিয়া লীলাবতীর বড় দয়া হইল। লীলাবতী গাছে জল দিতে গেল শোভনা এক পাশে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। জল দেওয়া শেষ হইল। লীলাবতী ফিরিয়া আসিল। শোভনাকে আসিয়া বলিল;—"শুনেছ বোন্ বিনোদ দাদারা শীঘ্রই নাকি দেশে ফিরিবেন। বাবা আজ সকালে তাই বল্‌ছিলেন।"

শোভনার রক্তশূন্য মুখ ঈষদ্ রক্তিম হইয়া উঠিল।

শোভনা বলিল,—"কাকাবাবু চিঠি পেয়েছেন না কি ?"

লীলাবতী। না তিনি নিজে কোনও চিঠি পান নাই। তাঁহাদের বাড়ীর সরকার বাবাকে বলেছে। তাঁহাদের বাড়ীতে যে ভাড়াটেরা ছিল তাহারা কাল উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ী মেরামত হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা হয়ত আমাদিগকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

শোভনা। ভুলিবারই কথা। এত আর অল্প দিনের কথা নয়!

লীলাবতী। এবার কি তাঁহারা আমাদের সঙ্গে তেমন ভাবে মিশিবেন ?

শোভনা। তা কি করে বলি ? আট বৎসর ত কম দিন নহে! আট বৎসরে মানুষের স্বভাবে যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারে।

লীলা। কিন্তু ভাই, বিনোদ দাদার সঙ্গে আমাদের এত ভাব ছিল, এক সঙ্গে ছেলে বেলা হইতে বেড়ে উঠেছি; কত খেলেছি তার ঠিকানা নাই। আর তিনি আমাদিগকে ছেড়ে গিয়ে আর একবারও মনে করিলেন না। এটা ভাই আমার নিকট কেমন কেমন লাগে।

শোভনা। প্রথম প্রথম ত চিঠি পত্র লিখিতেন। কিন্তু বয়স বাড়িলে বেটাছেলেদের ছেলেবেলাকার কথা প্রায়ই মনে থাকে না। সেখানে গিয়ে যেন এক নূতন পৃথিবীতে গেলেন, পুরাতন লোকদিগকে কি আর তত মনে থাকে?

লীলা। দেখ বোন, এতদিন পরে বিনোদ দাদা বলে ডাকিতে কেমন লজ্জা হবে।

শোভনা। তোমার বোন্, আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই। আমাদের বাড়ী আসেন কি না তারই ঠিকানা নাই; এলেও আমাদের সঙ্গে দেখা হবে কি না কে জানে? এবার যদি আবার আমাদের সঙ্গে মিশেন, তখন সে সব কথা ভাবিবার সময় হবে। কবে আসিবেন শুনেছ কি?

লীলাবতী। না তা ঠিক শুনি নাই। শীঘ্রই আস্‌বেন এই জানি। আচ্ছা বোন্, বিনোদ দাদার মা এখনও বেঁচে আছেন কি?

শোভনা। শুনেছি বেঁচে আছেন।

লীলাবতী। বিনোদ দাদার নাকি খুব বড় চাকরি হয়েছে?

শোভনা। না হবে কেন? লেখা পড়া ত আর কম শিখেন নাই।

লীলাবতী। তাঁর দাদা বেঁচে আছেন কি? তিনিই ত তাঁদের আশ্রয় নিয়ে যান।

শোভনা। শুনেছি প্রায় বছর খানিক তাঁর কাল হয়েছে।

লীলাবতী। তবে এখন বিনোদ দাদাই বাড়ীর কর্ত্তা।

সন্ধ্যা আগত দেখিয়া লীলাবতী ও শোভনা নীচে নামিয়া গেল।

শোভনার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের জন্য জলবায়ু পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রমানাথ বাবু শোভনা ও লীলাবতীকে লইয়া অল্পদিন মধ্যেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গভীর নিশা। মধুপুর গ্রাম নীরব, নিস্তব্ধ। পথে ঘাটে আর লোক নাই; পাড়ায় পাড়ায় আর আমোদ কোলাহল নাই; ঘরে ঘরে আর আলোক নাই। জনপ্রাণী সকলে নিদ্রিত। গাছ গুলিও যেন সমস্ত দিন ফুস্‌ফাস্‌ করিয়া হেলিয়া শ্রান্ত শরীরে নিশা-সমাগমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরগুলি যেন শ্রান্ত কৃষক দিগের ঘুম ভাঙ্গাইবার ভয়ে অতি জড়সড় হইয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া আছে। জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, সেও আজ নিস্তব্ধ। সেও যেন ঘুমন্ত প্রকৃতির ঘুম ভাঙ্গাইবার ভয়ে অতি ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া ধীরে ধীরে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বাঁশ ঝাড়ে কাক জ্যোৎস্না দেখিয়া এক একবার 'কা' 'কা' করিয়া উঠিতেছে, আবার তখনই নিস্তব্ধ রজনীতে আপনার ডাকে আপনি ভয় খাইয়া চুপ করিয়া যাইতেছে। জনপ্রাণী নিদ্রিত। প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ। কেবল মাঝে মাঝে গ্রাম্য কুকুর ও গ্রাম্য প্রহরী বিকট চীৎকার করিয়া ঘুমন্ত গ্রামের এই ঘোরনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে, গঙ্গার উপরে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর একটী নিভৃত কক্ষে একখানি বিষাদমাখা মুখ একখানি কৃশ

হস্তের উপর নির্ভর করিয়া আছে। গৃহটী সুসজ্জিত। সুন্দর পর্য্যঙ্কে সুন্দর শয্যা বিস্তৃত। প্রস্তর নির্ম্মিত দীপাধার হইতে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক বাহির হইয়া সমস্ত ঘরটী ধুইয়া মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাগানে গিয়া গড়িয়াছে। দেয়ালে নানাবিধ অতি সুন্দর দেশীয় ও বিদেশীয় ছবি। এক পাশে একটী বড় সেগুন কাষ্ঠের দেরাজ, আর এক দিকে একটী প্রকাণ্ড আয়নার টেবিল। তাহার নিকটেই হাত মুখ ধুইবার একখানি টেবিল। তাহার বিপরীত দিকে একখানা শ্বেত পাথরের মেজ। শয্যাগৃহে যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই আছে। ধনীলোকের শয্যাগৃহে যাহা কিছু থাকে, সকলই এই গৃহে সাজান রহিয়াছে।

পর্য্যঙ্কের এক কোণে বসিয়া একটী যুবতী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যরাশি অযত্নে ম্রিয়মাণ। মুখখানি বিষাদমাখা। মুখের বিষণ্ণতার ছায়া সমুদায় গৃহের উপর পড়িয়াছে। সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কের সাজগুলি যেন মলিন। হাস্তমুখ ছবি গুলির হাসি যেন শুষ্ক। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দীপালোকও যেন বিষাদমাখা আলোক-রাশিতে ঘরখানি ধুইয়া দিতেছে। রমণী কাঁদিতেছেন। নীরবে, মাথা হেঁট করিয়া কাঁদিতেছেন, আর এক এক বার ঈষন্মুক্ত দ্বারের দিকে চোক তুলিয়া সশঙ্কিত-ভাবে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। একবার দুরন্ত হাওয়া আসিয়া দ্বারের ভিতর দিয়া উঁকি মারিল। রমণী চমকিয়া উঠিলেন। বিদ্যুৎরেখার মত একটী অতি সূক্ষ্ম আনন্দরেখা তাঁহার মুখে দেখা দিয়া আবার তখনই বিষাদ রাশির মধ্যে ডুবিয়া গেল। যুবতী একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন,—প্রাণের লুক্কায়িত অগ্নির একটী শিখা বাহির হইয়া গেল।

গভীর রাত্রি ক্রমশঃ আরো গভীর হইল। নিস্তব্ধ গ্রাম আরো নিস্তব্ধ হইল। চন্দ্রমা ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। কিন্তু বিষাদমগ্না রমণীমূর্ত্তি সমভাবে সেই পর্য্যঙ্কের কোণে বসিয়া নিশীথের শ্বাসের সঙ্গে আপনার দুঃখের শ্বাস মিশাইতেছেন। রাত্রি আরো গভীর হইল, চন্দ্রমা আকাশের কোণে একেবারে ডুবিয়া পড়িল, প্রভাতের শীতল শ্বাস বহিতে লাগিল, যুবতী ধীরে ধীরে স্বভাবের গতি রোধ করিতে না পারিয়া শয্যাপার্শ্বে নিদাঘ-পীড়িত পদ্মলতার মত হেলিয়া পড়িলেন।

রজনীর ঘোর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা ঈষন্মুক্ত দ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল। টলিতে টলিতে একটী যুবক সেই নীরব কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; যুবক তাঁহাকে ধরিতে গিয়া ভূশায়ী হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। যুবতী সযত্নে তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন। সস্নেহভাবে আঘাত লাগিয়াছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যুবকের মুখে কেবল গালাগালি। যুবতী যত তাহাকে আদর করেন, দুর্ব্বৃত্ত যুবক ততই তাঁহাকে গালি দেয়। তাহার বিকট চীৎকারে বাড়ীর লোকদিগের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু এই বাড়ীতে এইরূপ নৈশচীৎকার দৈনন্দিন ঘটনা, কেহ তাহা গ্রাহ্য করিল না। সকলেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল—সমস্ত রাত্রি যাহারা সুখের নিদ্রায় কাটাইয়াছে, তাহারা আবার ঘুমাইয়া পড়িল। যুবকের গালাগালি দিয়া তৃপ্তি হইল না, টলিতে টলিতে যুবতীকে প্রহার করিতে গেল। স্থির পাদ-ক্ষেপ করে তাহার সে ক্ষমতা নাই। যুবতী প্রস্তর মুর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সরিয়া

গেলে হতভাগ্য যুবকের মস্তক প্রস্তর-নির্ম্মিত ভিত্তিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে ভয়ে অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুবক তাঁহাকে পদাঘাত করিল। যুবতী পড়িতে পড়িতে যুবকের পড়ন্ত মস্তকটী বুকে ধরিয়া ভূশায়িনী হইলেন। যুবক আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার সেই স্নেহের প্রতিমাখানিকে পদাঘাত করিল। অবশেষে গালি দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া শয্যাপার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িল। যুবতী নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে ভূশয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে যুবকের শিয়রে গিয়া বসিলেন; বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার স্বেদসিক্ত ঘুমন্ত মুখে বাতাস করিতে লাগিলেন।

যুবতী,—প্রেমবালা। যুবক,—তাঁহার স্বামী ইন্দুভূষণ,—মধুপুরের জমিদার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০-:-*-:-০—

ইন্দুভূষণের অন্তঃপুরে দরবার বসিয়াছে। দ্বিপ্রহর কাল। পাড়ার রমণীগণ প্রত্যুষ হইতে গৃহ কর্ম্মে খাটিতে খাটিতে এতক্ষণে একটুকু অবসর পাইয়াছেন। যাঁহাদের ঘুমাইবার সখ হইয়াছে, তাঁহারা ঘুমাইয়াছেন; যাঁহাদের ঘুম পাড়াইবার কচি ছেলে আছে, তাঁহারা ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে গিয়া নিজেরাও অনিচ্ছায় নিদ্রিত হইয়াছেন। আর যাঁহাদের এ সকল ভাবনা চিন্তা নাই, তাঁহারা ইন্দুভূষণের অন্তঃপুরে আসিয়া জুটিয়াছেন। জমীদারের

বাড়ী; দাস দাসীর অভাব নাই। ঝিরা কাজ কর্ম্ম করে, রাঁধুনী ব্রাহ্মণীরা রাঁধিয়া দেয়, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা পায়ের উপর পা গুটাইয়া সমস্ত দিন পরনিন্দা করেন। ইন্দুভূষণের অন্তঃপুরে দিন ভোরই আঁসর জমকিয়া আছে; তবে দ্বিপ্রহরের সময় পাড়ার রূপসীগণের আশীর্ব্বাদে আসরটা একটুকু বেশী জমাট বাঁধে। ইন্দুভূষণের মাতা নাই। বিমাতা তাঁহার গৃহের কর্ত্রী। পিতার বৃদ্ধ বয়সের স্ত্রী, বিমাতার বয়স অল্প,—ইন্দুভূষণের মাতৃস্থানীয়ার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প। একটী বিধবা ভগিনী তাঁহার এক বৎসরের কনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নী—ইহারাই পরিবারের প্রধান স্ত্রীলোক। এতদ্ভিন্ন দূরস্থা ও নিকটস্থা আত্মীয়া ও অসহায়া কুটুম্বিনীবর্গ, সাধারণতঃ সম্পন্ন পরিবারের আশ্রয়ে যেরূপ থাকেন, ইন্দুভূষণের পরিবারেও অনেকেই সেইরূপ ছিলেন। শ্বশ্রূ ননন্দা ও জায়ে অপরাপর রমণীগণকে লইয়া দরবার খুলিয়াছেন;—নানা কথা হইতেছে;—নির্দ্দোষ রসিকতা, দোষাবহ পরগ্লানি, কত রকমের কথা হইতেছে। কিন্তু প্রেমমালার তাহাতে মন নাই। প্রেমমালা নীরবে গৃহের এক কোণে বসিয়া উলের মোজা বুনিতেছেন। যে স্বামী নিশা-শেষে আসিয়া তাঁহার যত্ন, আদর, ও ভালবাসার এইরূপ প্রতিদান করিয়াছে, সেই স্বামীর জন্য যত্ন করিয়া উলের মোজা বুনিতেছেন!

ক্রমে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে পাড়ার অনেক রমণী আসিয়া জুটিলেন। ক্রমে কথার স্রোত বাড়িতে লাগিল। বেলওয়ারী চুড়ি বিক্রেতা মুসলমানের হাতের কোমলতা হইতে, ওপাড়ার চাটুর্য্যে মহাশয়ের পুত্রবধূর নির্লজ্জতা পর্য্যন্ত, কত কথা হইল। অবশেষে একটী রমণী আসিয়া এক নূতন সংবাদ

দিলেন,—তিন দিন হইল বসুবাবুরা তাঁহাদের বাগান বাড়ীতে কিছু কাল থাকিবেন বলিয়া আসিয়াছেন।

সংবাদ দাত্রী বলিলেন, "কাল সন্ধ্যার সময় তাঁহাদের বাড়ীতে লোক দেখিয়া আসিয়াছিলাম। শেষে শুনিলাম বসু বাবুরা কিছু দিন এখানে থাকিতে আসিয়াছেন।"

একটী রমণী বলিলেন, 'বটে? আমি ত কখনও তাঁহাদিগকে এ গ্রামে আসিতে দেখি নাই।

দ্বিতীয় রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বসু বাবুরা কে গা?'

সংবাদ দাত্রী বলিলেন, ঐ গঙ্গার ধারে যে খুব বড় বাগান বাড়ী ঐ টাই বসু বাবুদের বাড়ী।

তৃতীয় রমণী। গৃহিণী দেখিতে শুনিতে কেমন?

সংবাদ দাত্রী। গৃহিণী নাই।

তৃতীয় রমণী। তবে কি ওবাড়ীতে মেয়েমানুষ কেহ নাই?

সংবাদ দাত্রী। মেয়ে মানুষ আছে। তাঁহাদের একটা ঝির সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, সেই বল্লে, বাবুর মেয়ে ও ভাইঝি, দুইটী সোমত্ত মেয়ে আছে।

ইন্দুভূষণের ভগিনী শ্যামা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়ে গুলোকে কি বাড়ীতে রাখিয়া বিয়ে দিয়েছে?

সংবাদদাত্রী বলিলেন, 'না এখনও তাদের বিয়ে হয় নাই।'

রমণীগণ বিস্ময়ে চক্ষু বিস্তৃত করিয়া মুখ ব্যাদান করিলেন।

ইন্দুভূষণের বিমাতা বলিলেন, তবে সোমত্ত মেয়ে বল কেন?

সংবাদ দাত্রী। সোমত্ত বই কি? আমি তাহাদিগকে বাগানে বেড়াতে দেখেছি।

একটী রমণী ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথা হচ্ছে গা ?

সংবাদ দাত্রী। বসু বাবুরা তাঁদের বাগানবাড়ীতে কিছু দিন থাকিতে এসেছেন, তারই কথা হচ্ছিল।

নবাগতা একটুকু নিরাশ হইলেন। উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কি তাদের বাড়া গিয়েছিলি নাকি ?

সংবাদ দাত্রী। না, আমি যাই নাই। তাদের ঝিকে দেখেছি।

নবাগতা। তবে আমি এই সেখান হইতে আসিতেছি।

সকলে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন। নবাগতার মুখে একটী ক্ষুদ্র জয় চিহ্ন লক্ষিত হইল। তিনি হাত নাড়িয়া বলিলেন, 'এমন সোমত্ত মেয়ে আর বিয়ে হয় নি ?'

অনেকে এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত বড় মেয়ে গা ?'

নবাগতা। আঠার, উনিশ বছরের।

অনেক বিধবা যুবতী এক সঙ্গে বলিলেন, 'সে কি কথা ?'

নবাগতা। আঠার, উনিশ বছরের মেয়ে, এখনও বিয়ে হয় নি ; এমন ত কোথাও শুনিনি।

বিধবাগণ। তাইত এযে সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড।

নবাগতা। আমি দেখে শুনে অবাক হইয়াছি। মেয়ে গুলো জামা গায় দেয়, জুতো পায় দেয়, কেমন এক রকম করে কাপড় পরে। দেখে আমার হরিভক্তি উড়ে গেছে।

রমণীগণ ঘৃণায় নাক তুলিলেন।

একটী বুদ্ধিমতী বলিলেন,—"ওগো, তোমরা জাননা, এরা যে খ্রীষ্টান।"

আবার রূপসীগণের নাসিকা আকাশের দিকে উঠিল।

শ্যামা বলিলেন,—"ওমা তাইত, খ্রীষ্টান না হলে কি আর আঠার বছরের মেয়ের বিয়ে হয় নি ?"

নবাগতা বলিলেন,—"না, না, তারা খ্রীষ্টান নয়। আমি তাহাদের ভাব স্বভাব দেখে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তোমরা" কি খৃষ্টান ? তাহারা বল্লে 'না।"

শ্যামা। ছুঁড়ী-গুলো মিথ্যা কথা বলেছে। খৃষ্টান না হলে কি আঠার বছরের মেয়ের বিয়ে হয় নি ? ভদ্রলোকের মেয়ে খৃষ্টান না হলে জামা জোড়া পরে কোন্ দেশে গা ?'

প্রেমমালা এই সকল কথায় যোগ দেন নি ; চুপটী করিয়া একপাশে বসিয়া সব শুনিতেছিলেন, এবার তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—'ওগো, কলিকাতায় বড় ঘরের মেয়েরা আজ কাল জামা জুতা পরে।'

শ্যামার রাগ হইল। হাত নাড়িয়া, গলা ঝাড়িয়া বলিলেন,—"সহরের মেয়ে গুলোর মত এমন বেহায়া মেয়ে আর কোথাও দেখি নাই। তোমার বাপের বাড়ীতেও ত শুনেছি মেয়েরা জামা জুতো পরে। তারা কি খৃষ্টান চাইতে কম নাকি ? ভাগ্যিস্ দাদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, না হইলে কি দশা হতো দেখা যেতো।'

প্রেমমালা ননন্দার ভাব বুঝিতে পারিয়া আর কথা বলিলেন না। কিন্তু ননন্দা ছাড়িবার লোক নন্। বধূকে নীরব দেখিয়া তাহার আরো রাগ বাড়িল ;—আরো গলা ঝাড়িয়া বলিলেন,-"কলিকাতায় জামা জুতা পরে, তোমারও বুঝি সে সাধ গিয়াছে। সাত বছর বিয়ে হয়েছে আজও ঘরে একটী

ছেলের মুখ এলো না, আবার রং দেখ। জামা পরবেন, জুতো পরবেন, মেম সাজবেন। কোন্ পূর্ব্বজন্মের ফলে এমন ঘরে পড়েছিলেন না হইলে অন্ন জুটিত কি না কে জানে?"

প্রেমমালার মুখে কথাটী পর্য্যন্ত নাই। সুশীলা রমণী মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। চোখ দিয়া বিন্দু বিন্দু তরল হৃদয়াগ্নি বাহির হইতে লাগিল। ননন্দার কুকথায় প্রেমমালা প্রায় কাঁদিতেন না, কিন্তু আজ তাঁহার প্রাণে বড় লাগিয়াছে। কোন্ রমণীকে বন্ধ্যা বলিয়া গালি দিলে তাহার প্রাণে বিষম না বাজে?

প্রেমমালাকে এবারও নীরব দেখিয়া ননন্দা মনে মনে গর্ গর্ করিয়া বকিতে লাগিলেন।

রমণীগণ আবার বসুবাবুদের কথা তুলিলেন। নূতন কথা পড়িয়াছে, কথিকাগণের জিহ্বার আর বিশ্রাম নাই। বহুক্ষণ পরে বসু বাবুদিগকে অধঃপাতে পাঠাইয়া, পড়ন্ত রৌদ্র দেখিয়া রমণীগণ সভা ভঙ্গ করিতে লাগিলেন।

বসুবাবুরা পাঁচ ছয় দিন গ্রামে আসিয়াছেন। কিন্তু এই ক দিনে গ্রামের লোকেরা তাঁহাদের বিষয় কিছুই বিশেষ জানিতে পারে নাই। আজ সন্ধ্যা হইতে না হইতে তাঁহাদের বিষয় সত্য মিথ্যা শত কথা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না মধুপুরে নবাগত বসুবাবুরা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত রমানাথ বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ। রমানাথ বাবুর পৈত্রিক নিবাস মধুপুরেই ছিল। তাঁহার পিতা মধুপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়া বাড়ী করেন। তদবধি বসুবাবুদের মধুপুরের ভদ্রাসন শূন্য পড়ে। মধুপুরে ও তাহার নিকটে গঙ্গার পরপারে রমানাথ বাবুদের একটুকু জমিদারী ছিল। কিন্তু রমানাথ বাবু ইতিপূর্ব্বে কখনও মধুপুরে আসেন নাই। সামান্য জমিদারী, তাঁহার একজন আত্মীয় মধুপুরের বাড়ীতে থাকিয়া জমিদারী চালাইতেন।

রমানাথ বাবুর পিতা কলিকাতায় বাড়ী করিয়া মধুপুরের বাড়ীটী বাগানবাড়ীতে পরিণত করেন। এখন ইহা একটী প্রকাণ্ড, সুন্দর, সুসজ্জিত বাগানবাড়ী। বাড়ীটী ঠিক গঙ্গার উপরে। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে সুবিস্তীর্ণ বাগান, ফল, ফুল, ও নানাবিধ ব্যবহার্য্য বৃক্ষাদিতে পূর্ণ। গৃহটী দ্বিতল, নীচের তলার পূর্ব্বের বারান্দা হইতে সিঁড়ি একেবারে নদী পর্য্যন্ত নামিয়াছে। নিচে উপরে আটটী ঘর ও দুটী দালান, তাহা ছাড়া পূর্ব্বের বারান্দায়, উপরে আরো দুটী ছোট ছোট ঘর আছে। বাবুরা এ বাড়ীতে বাস করিতেন না; তথাপি গৃহ সজ্জার অভাব নাই। সাহেবি ধরণের বাড়ী। সাহেবি সাজে সাজান। চেয়ার, টেবিল, কোচ, সকলেই যথাস্থানে সুসজ্জিত।

শোভনা ও লীলাবতী বাগানে বেড়াইতে গিয়াছে। রমানাথ বাবু একাকী একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়া গঙ্গা-স্রোত দেখিতেছেন। একজন যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমানাথ বাবু তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে যুবকটী আপনিই বলিলেন, "মহাশয়, এখানে আজ ছয় সাত দিন আসিয়াছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসি নাই; বড়ই অন্যায় হইয়াছে। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি মধুপুর স্কুলে শিক্ষকতা করি। আমার নাম শ্রীশশীভূষণ সেন।"

রমানাথ। অপরাধ আমারই। আমি নূতন লোক, আমারই গ্রামের সকলের সঙ্গে গিয়া দেখা করা উচিত ছিল।

শশী। এটী মহাশয়ের সৌজন্য। আপনি আমাদের অতিথি, অতিথিসৎকার আমাদেরই কাজ।

রমানাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'মধুপুরে আমি অতিথি নই। আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার সুবিধা হয় নাই। এবার বোধ হয় সে সুখ ঘটিবে।'

যুবক। সৌভাগ্য আমাদের। গ্রাম্য জীবনে প্রকৃত শিক্ষিত লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আমাদের পর্ব্বাহ।

রমানাথ। 'মধুপুর গ্রাম হইলেও ইহাতে শিক্ষিত লোকের অভাব কি?

শশী। সাধারণতঃ যাহাদিগকে শিক্ষিত বলা যায়, সেরূপ লোক আছে বটে; কিন্তু উদার শিক্ষায় শিক্ষিত, মন, হৃদয় ও ভাব, সকল বিষয়ে পরিমার্জ্জিত লোক সহরেই অল্প, গ্রামের ত কথাই নাই।

রমানাথ। সে শিক্ষা আমাদের দেশে এখনও বেশী লোকে পায় নাই।

শশী। তার কি আর কথা আছে? প্রকৃত শিক্ষাই যদি আমরা পাইতাম, তবে দেশের আর এ দুর্দ্দশা থাকিবে কেন? এই গ্রামে বলিতে গেলে শিক্ষিত লোকের একরূপ অভাব নাই; কিন্তু আজ পাঁচ বৎসর চেষ্টা করিয়াও আমরা একটী সামান্য বালিকা-বিদ্যালয় খুলিতে পারি নাই।

রমানাথ। মধুপুরের মত গ্রামে কি একটীও বালিকা-বিদ্যালয় নাই?

শশী। অনেক চেষ্টার পর অল্প দিন হইল একটী খোলা হইয়াছে। কিন্তু সে বড় দুর্দ্দশার খোলা। টাকা উঠে না যে নিয়মিত মত বেতন দিয়া শিক্ষক রাখা যাইবে। আমিই প্রাতে দুই ঘণ্টা কাল পড়াইয়া থাকি।

রমানাথ। কয়টী বালিকা আছে?

শশী। খুব বেশী নয়। কুড়ি পঁচিশটী।

রমানাথ। আপনাদের স্কুলে ছেলে কত?

শশী। প্রায় এক শত হইবে।

রমানাথ। শিক্ষক কয় জন?

শশী। তিন জন। আমি, দ্বিতীয় শিক্ষক, ও একজন পণ্ডিত।

রমানাথ। এ গ্রামের ভদ্র লোকদিগের সঙ্গে এখনও আমি দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, বড়ই দুঃখের কথা।

শশী। তা বড় নয়। এ গ্রামে এমন শিক্ষিত লোক নাই যে, আপনি তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার সদ্ভাব

বা সহানুভূতি পাইবেন। শিক্ষার প্রকৃত ব্যবহার যাহারা শিখে নাই, লেখা পড়া শিখিয়া যাহারা কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, বিদ্যালাভ করিয়াও যাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান হয় নাই, তাহাদিগকে শিক্ষিত বলাই ভ্রম। গ্রামের যে দুর্দ্দশা তাহাতে আপনার মত লোকের যত্ন ও আদর করিতে জানে এমন একটি লোকও নাই।

রমানাথ। আমি কিইবা লোক, আমার আবার যত্ন আদর।

শশী। তা আপনি বলিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আপনার মত ও চরিত্রের গুণ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

রমানাথ বাবু চুপ করিয়া রহিলেন। এত প্রশংসার আর উত্তর কি দিবেন?

শশীভূষণ বলিলেন, 'মহাশয় এখানে আসিয়াছেন আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আপনার সদ্দৃষ্টান্তে যদি এ গ্রামের লোকদিগের মত একটুকু উন্নত হয়। এমন অন্ধকার গ্রাম আর বোধ হয় বাঙ্গালায় নাই। যে আসে সেই অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া মারা যায়। এ হাওয়াতে আমার একেবারে সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে। মত টত গুলি ডুবু ডুবু, একাকী গ্রামের বিরুদ্ধে কি করেই বা দাঁড়াই? মহাশয় এসেছেন শুনে অবধি আমার প্রাণে একটুকু সাহস বেড়েছে। আপনার এখানে বেশী দিন থাকা হবে ত?

রমানাথ। কিছু দিন থাকিব মনে করিয়াই আসিয়াছি।

শশীভূষণ। তবে আমার বহুদিনের একটি সাধ এবার যদি পূর্ণ হয়।

রমানাথ বাবু শশীভূষণের মুখের দিকে চাহিলেন।

শশীভূষণ। আমার বহু দিনের সাধ এ গ্রামে একটা সভা-সমিতি করি। আজ পর্য্যন্ত তাহা হয়ে উঠে নাই। এবার আপনার আশীর্ব্বাদে যদি সেই সাধ পূর্ণ হয়।

রমানাথ। আমার সাহায্যে যদি তাহার বিন্দু মাত্র উপকার হয় আমি কৃতার্থ হইব।

শশী। তা আপনার নামেই অনেক হইবে।

রমানাথ। চৌধুরী বাবু ত শুনেছি খুব শিক্ষিত লোক, তিনি ইচ্ছা করিলে ত এ গ্রামে খুব কাজ করিতে পারেন।

শশীভূষণ চৌধুরী বাবুর নাম শুনিয়া নাক তুলিলেন। ঘৃণা ব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন, 'চৌধুরী বাবু আপনার মত শিক্ষিত বা সচ্চরিত্র হইলে আমাদের আর ভাবনা ছিল কি? চৌধুরী বাবুর শিক্ষার মধ্যে মদ্যপান আর সর্ব্ব প্রকারের স্বৈরাচার। এই শিক্ষায় আর দেশের কি হইতে পারে? লাভ যা হইতেছে কেবল শুঁড়ি ও বারবণিতাদিগের।

রমানাথ। বড়ই দুঃখের বিষয়।

শশী। এইরূপ শিক্ষাই দেশের অনেকে পায়।

রমানাথ। চৌধুরী বাবুর বয়স কত?

শশী। বেশী নয়; এই বুঝি পঁচিশ বছর চলিতেছে। কিন্তু এই বয়সেই এত বিদ্যা! সে দুঃখের কথা আর কি বলিব? চৌধুরী বাবুর শিক্ষার খুব প্রশংসা শুনিয়াই তাঁহার স্কুলে কাজ করিতে আসি। তাঁহার সহবাস বেশী ভোগ করিবার আশাতেই তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি; কিন্তু সকল আশাই পূর্ণ হয়েছে। বেশীক্ষণ তাঁহার সহবাসে থাকিলে যা কিছু ভাল ভাব

আছে তাহাও লোপ পাইত। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার পরিবারের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার সঙ্গে দিনান্তে একবারও দেখা হয় না।

রমানাথ। চৌধুরী বাবু এত ছেলে মানুষ তাঁহাকে একটুকু ভাল দিকে টানিলে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন নহে।

শশী। সে কি মানুষের কাজ? ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ভিন্ন তাহা হইবার নহে।

শশীভূষণ সন্ধ্যা আগত দেখিয়া রমানাথ বাবুকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন। পথে যাইতে যাইতে শোভনা ও লীলাবতীকে বাগানে বেড়াইতে দেখিয়া আড় চক্ষে চাহিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শশীভূষণ আপনার ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িলেন। মুখ বড় প্রফুল্ল, চক্ষু চঞ্চল, যেন কাহারও অন্বেষণ করিতেছে। শশীভূষণ ইন্দুভূষণের বাড়ীতেই থাকিতেন। ইন্দুভূষণ তাঁহাকে স্কুলের শিক্ষকতা দিয়া আপনার বাড়ীতেই বাসা দিয়াছিলেন। তিন বৎসর কাল বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার পরিবারের অনেকের সঙ্গেই শশীভূষণের বেশ আলাপ আত্মীয়তা হইয়াছে। মেয়েরাও তাঁহার সঙ্গে অবাধে কথা বার্ত্তা বলেন। কেবল প্রেমমালা তাঁহার চাউনি দেখিলে মাথায় ঘোমটা টানিয়া জড়সড় হইয়া চলিয়া যান।

শশীভূষণ কাপড় ছাড়িয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পাখা লইয়া আপনার গায় বাতাস করিতে লাগিলেন। গৃহদ্বার

ঈষন্মুক্ত। এক একবার সে দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি ফেলিতেছেন। ধীরে ধীরে দ্বারখানা খুলিয়া গেল, ধীরে ধীরে শ্যামা ঘরে প্রবেশ করিলেন। শশীভূষণ হাস্যমুখে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। শ্যামা হেলিতে দুলিতে, হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। গ্রীবা বাঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি দেখিলে ?'

শশী। বেশ দেখিলাম।

শ্যামা। কেমন লোক ?

শশী। লোক ভাল।

শ্যামা। তাত জানিই, তুমি যাকে দেখ সেই ভাল।

শশী। তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন ?

শ্যামা হাসিয়া বলিলেন, 'ও মধুরকণ্ঠ শুনিবার জন্য।'

শশী। তবে আর শুনাইব না।

শ্যামা। এইত শুনাইলে। তা ঠাট্টা তামাসা যাক্। কেমন দেখিলে ?

শশী। বেশ দেখিলাম।

শ্যামা। আবার ঠাট্টা ?

শশী। একি ঠাট্টা ?

শ্যামা। তবে কি ?

শশী। ঠিক কথা।

শ্যামা। মেয়ে দুটোকে দেখেছ ?

শশী। দেখেছি।

শ্যামা। দেখিতে কেমন ?

শশী। তোমার মতন।

শ্যামা। দুটীই ?

শশী। দুটাই।

শ্যামা। দুটাই আমার মতন ?

শশী। "দুটাই তোমার মতন ;—দুটাই সুন্দরী।

শ্যামা হাসিয়া বলিলেন,—'তামাসা রাখ। ঠিক কথা বল না ?'

শশী। তবে তোমার চাইতে কম সুন্দরী।

শ্যামা হাত তুলিয়া বলিলেন, 'আবার তামাসা ? মার খাবে কিন্তু।'

শশী। তাহা হইলেই এ পরিশ্রমের পুরস্কার হয়।

শ্যামা। তবে এই লও।

শ্যামা ধীরে ধীরে শশীভূষণের গালে হাত লাগাইলেন। শশী-ভূষণ অপর গণ্ড ফিরাইয়া বলিলেন, 'বাম গালে চড় মারিলে, দক্ষিণ গাল পাতিয়া দিও'—ইহাই ধর্ম্মের উপদেশ।

শ্যামা হাসিয়া বলিলেন, 'ঠিক কথা বল না।'

শশী। কি জানিতে চাও বল, একে একে জিজ্ঞাসা কর উত্তর দিব।

শ্যামা। মেয়ে দুটোকে কোথায় দেখিলে ?

শশী। বাগানে।

শ্যামা। কি কচ্ছিল ?

শশী। বেড়াচ্ছিল।

শ্যামা। তোমাকে দেখে পালালে না ?

শশী। পালাবে কেন ? আমি বাঘ না মহিষ ?

শ্যামা। কথা কহিলে ?

শশী। আমি কহিলেত।

শ্যামা। তুমি কথা কহিলে না যে?

শশী। তোমার ভয়ে।

শ্যামা। আবার ঠাট্টা? ঠিক্ করে বল না, কি হইল?

শশী। আর কি শুনিতে চাও বল?

শ্যামা। বুড়োর সঙ্গে কথা হইল?

শশী। সেখানে বুড়ো কেহ নাই।

শ্যামা। মেয়ে গুলোর বাবা?

শশী। তাঁর সঙ্গে কথা হলো।

শ্যামা। কি কথা।

শশী। ধর্ম্ম কথা।

শ্যামা। তোমার সঙ্গে ধর্ম্ম কথা?

শশী। কেন, আমার কি ধর্ম্ম নাই?

শ্যামা। কোনও দিন ছিল বলে ত জানি না।

শশী। নিজের না থাকিলে আর ধর্ম্ম হয় না?

শ্যামা। কি করে?

শশী। পরের নিয়ে।

শ্যামা। তামাসা রাখ। বলনা লোক কেমন?

শশী। লোক অতি ভাল। অনেক কথা হইল। আর দুদিন গেলেই হাত করিতে পারিব।

শ্যামা। দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

শশী। না কেন বল দেখি?

শ্যামা। তোমায় খুঁজেছিলেন।

শশী। কিছু লেখা পড়ার কাজ আছে বুঝি।

শ্যামা। মাকে গিয়ে বন্ধু বাবুদের খবর দেই।

শশীভূষণ ইন্দুভূষণের খোঁজে চলিলেন। শ্যামা বিমাতার দরবার জাঁকাইতে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:০:—

ইন্দুভূষণের শয়নকক্ষে প্রেমমালা শয়ানা। পশ্চিমদিকের জানালার ফাঁক দিয়া দু একটী রৌদ্র-রেখা আসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখখানির উপর খেলা করিতেছে। প্রেমমালা ঘোর নিদ্রাভিভূতা। রাত্রে যাহার চক্ষু মুদ্রিত করিবার সময় ও সাধ হয় না, দিবাভাগে শ্রান্ত শরীরে তাহাকে ঘুমাইতেই হয়। প্রেমমালার ঘুমন্ত রূপরাশিতে ঘরখানি ফুট ফুট করিতেছে। পটল কালির মত চক্ষু দুটী নিমীলিত। ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি উপাধান অতিক্রম করিয়া পর্য্যঙ্কের পাশ দিয়া মেজোয় ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুটী বিরল কেশগুচ্ছ ললাট হইতে আসিয়া বামগণ্ড ঈষদাবৃত করিয়া বক্ষস্থলে হেলিয়া পড়িয়াছে। সুগোল বামহস্ত শয্যার উপর লতাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার চম্পকদাম সদৃশ অঙ্গুলিগুলি উপাধান পার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া শুভ্র উপাধানের আশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিতেছে। দক্ষিণ হস্ত কপোলনিম্নে বিন্যস্ত। শুভ্র ললাট ও উন্নত নাসিকার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু মুক্তাবিন্দুর মত ঝল মল করিতেছে। স্বপ্নাবেশে ঈষৎ হাস্যে সুগোল ওষ্ঠ দুখানি ঈষৎ বিভিন্ন হইয়া মুখভাবের আশ্চর্য্য মধুরিমার সৃষ্টি করিয়াছে। সুসজ্জিত গৃহে,

সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কে এই অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি শয়ানা ;—দেখিয়া মনে হয় যেন এই পবিত্র মুখখানি, এই সুকোমল অঙ্গলতিকা নন্দন-কানন হইতে অবতরণ করিয়াছে। এ পাপ পৃথিবীতে অমিশ্র পবিত্রতা ও অলৌকিক রূপরাশির এমন মধুর সমাবেশ কদাচিৎ দেখা গিয়া থাকে।

ইন্দুভূষণ দিবাভাগে প্রায় শয়ন কক্ষে যাইতেন না। দিবা-ভাগে আজ পর্য্যন্ত কখনও স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। ইন্দুভূষণ জমিদারের সন্তান। শৈশবে পিতৃহীন। তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ ভুক্ত হয়। কোর্টের তত্ত্বাবধানে, প্রাতে বেশভূষা করিয়া, দ্বিপ্রহরে স্কুলের পশ্চাতে ইয়ারকি দিয়া, আর রাত্রে নাট্যশালায় অথবা আপনার ঘরে পাঁচ ইয়ারে মিলিয়া আমোদ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। তত্ত্বাবধায়ক মহা-শয়ের আর গৌরবের সীমা নাই। নিজের হাতে প্রবন্ধ লিখিয়া খবরের কাগজে আপনার তত্ত্বাবধানের ও কোর্টের মাহাত্ম্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে না হইতে ইন্দু-ভূষণের শিক্ষা সমাপ্ত হইল। ইন্দুভূষণ ভাঙ্গা ইংরাজি বলিতে ও অশুদ্ধ ইংরাজি লিখিতে শিখিয়া এবং পাকা মাতাল হইয়া জমি-দারীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

ইন্দুভূষণ স্বভাবতঃই আমোদপ্রিয় ছিলেন। সুশিক্ষায় এই আমোদ-প্রিয়তা পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইল। হিন্দুর ঘরে আর সে আমোদ কোথায়? আমোদের অন্বেষণে ইন্দুভূষণ গৃহ ছাড়িয়া, কুসংসর্গে পড়িয়া নরকে গিয়া ডুবিলেন।

প্রেমমালার সঙ্গে ইন্দুভূষণের দিনে একবারও দেখা হইত না। কোনও কোনও দিন নিশাশেষে দেখা হইত;

সে কি দেখা, পাঠক তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছ। কোনও দিন বা একেবারেই দেখা সাক্ষাৎ হইত না।

আজ কি জানি কি কারণে ইন্দুভূষণ অন্যমনে ধীরে ধীরে আপনার শয়ন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দুভূষণ অবাক হইয়া,—প্রেমমালার ঘুমন্ত রূপরাশি দেখিয়া বিভোর হইয়া,—দাঁড়াইয়া রহিলেন। এতরূপ তাঁহার ঘরে আছে তিনি জানিতেন না। এ স্বপ্নের অতীত দৃশ্য দেখিয়া ইন্দুভূষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে রূপের অন্বেষণে তিনি পাগল হইয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া নরকে বেড়াইয়াছেন,—ধন, মান, ধর্ম্ম, সমুদায় বিক্রী করিয়াও যে রূপ তিনি পান নাই, তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর, পবিত্রতর, মধুরতর রূপরাশি তাঁহার আপনার ঘরে! ইন্দুভূষণ ভাবিলেন, এ অসম্ভব কথা;—এ স্বপ্ন। চক্ষু-বিস্তৃত করিয়া চাহিলেন, ঘুমন্তরূপের জ্যোতিতে তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। এ স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। এ মধুর প্রতিমাকে তিনি কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা দিয়াছেন, তাহা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। ইন্দুভূষণের প্রাণে ঝড় বহিতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত জীবনের স্মৃতি উজ্জ্বল বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া মানস চক্ষের নিকটে উপস্থিত হইল। ইন্দুভূষণ আপনাহারা হইয়া কাঁদিলেন। প্রেমমালার মুখের দিকে তাকাইতে তাঁহার আর সাহস হইল না। চক্ষু ফিরাইলেন। কিন্তু পোড়া চোখ আজ আর কিছুই দেখিবে না। এ দিক ওদিক শূন্য দৃষ্টি ফেলিয়া আবার সেই ঘুমন্ত মুখখানির উপর বসিল। ইন্দুভূষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘোর ইন্দ্রজাল প্রভাবে যেন ধীরে ধীরে প্রেমমালার নিকট গিয়া মৃদুভাবে তাঁহার ঘুমন্ত মুখে চুম্বন করিলেন।

প্রেমমালা ভীত চকিত ভাবে জাগিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—স্বামী। প্রেমমালার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। প্রেমমালা ভাবিলেন, 'আজ নারী জন্ম সার্থক হইল।'

প্রেমমালা সাত বৎসর বিবাহিতা হইয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত স্বামীর স্নেহচুম্বন লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। আজ এই প্রথম, স্বামীর আদর পাইলেন। প্রেমমালা বালিকার মত কাঁদিলেন। এ ক্রন্দন সুখের কি দুঃখের কে বলিবে?

ইন্দুভূষণের প্রাণে আজ সু-হাওয়া বহিতেছে। আর দিন প্রেমমালা তাঁহার সাক্ষাতে কাঁদিলে, তাঁহাকে প্রহার করিতেন, আজ বুকে ধরিয়া, আদর করিয়া, মৃদুভাবে চক্ষুজল মুছাইয়া দিলেন। প্রেমমালা ভাবিলেন, 'এই মুহূর্ত্তে এই ভাবে যদি এ পাপ জীবন শেষ হয়, তবে আমার মত জগতে সুখী কে?'

প্রাণের আবেগ বেশী হইলে বাক্‌শক্তি পলায়ন করে। ইন্দুভূষণ মৃদুভাবে পত্নীর দগ্ধমস্তক বুকে ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। চক্ষু হইতে ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল।

ইন্দুভূষণ আজ কি মাহেন্দ্র ক্ষণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন! ভগবানের কৃপায় আর প্রেমমালার ভাগ্যে আজ পাষাণ গলিল!

কে বলে মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে ভগবানের হাত নাই?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ-(ঃ)ঃ-০—

রমানাথ বাবু বারান্দায় বসিয়া শোভনা ও লীলাবতীর সঙ্গে গল্প করিতেছেন। গঙ্গার স্রোতে নৌকার বহর চলিয়াছে, তাঁহা লইয়া গল্প করিতেছেন। এমন সময় শশীভূষণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমানাথ বাবু উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শোভনা ও লীলাবতী সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল।

শশীভূষণ নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

রমানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয় ভাল আছেন ত? কোনও রূপ অসুখ অসুবিধা হচ্ছে না ত?'

রমা। বেশ আছি।

শশী। ভগিনীদেরও স্বাস্থ্য বেশ আছে?

রমানাথ বাবু প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শশীভূষণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন; 'হাঁ তাঁহাদেরও স্বাস্থ্য বেশ আছে। না থাকার কোনও কারণ নাই। কলিকাতায় এখানকার মত এমন সুন্দর বেড়াইবার স্থান নাই। বিশেষতঃ মেয়েদের ত পা ফেলিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই।'

শশী। ইডেন্ বাগানে ত বেশ বেড়াইবার স্থান আছে।

রমা। সে শ্বেতপুরুষদিগের জন্য। আমাদের সেখানে গেলে লাভের ভাগ অপমান।

শশী। তবে কি সেখানে মেয়েদের বেড়াইবার স্থান নাই?

রমা। আছে সাহেব মহিলাদের। আমাদের নাই বল্লেই হয়।

শশী। আমাদের মহিলারা আবার বেড়াইবেন! যে দেশের স্ত্রীলোকেরা পিঞ্জরের পাখী, সে দেশে আবার স্ত্রীলোক-দিগের বেড়াইবার স্থান!

রমা। তা ত ঠিকই।

শশী। কিন্তু এ দুর্দ্দশা না গেলে দেশের কিছুই হইবে না। যত দিন না মেয়েরা স্বাধীনভাবে সমাজে পুরুষদিগের সঙ্গে মিশিতে পারিবেন, ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নতি কিছুই হইবে না।

রমা। তার কি আর ভুল আছে?

শশী। কিন্তু এ পোড়া কুপ্রথা কেবল আমাদের দেশেই, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এ জঘন্য প্রথা নাই।

রমা। বোম্বাই মান্দ্রাজে একেবারেই নাই, পঞ্জাবে যদিও একটুকু আছে।

শশী। প্রাচীনকালে এ কুপ্রথা এ দেশে ছিল না। রামায়ণে প্রমোদ কাননের কথা লিখিত আছে। এই প্রমোদ কাননে, বাল্মীকি লিখিয়াছেন, রাম বনে গেলে আর যুবক ও যুবতীরা ভ্রমণ করিতে যাইতেন না। মহাভারতেরও স্বয়ম্বর-সভা প্রভৃতির বিবরণে বোধ হয় এ কুপ্রথা প্রাচীন ভারতে ছিল না।

রমা। এইটী সম্পূর্ণ মুসলমান প্রথা। সম্রাট আকবরের সময় শুনিয়াছি এই বিষয়ে আইন হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে অবরোধ প্রথা প্রচলিত হয়।

শশী। কিন্তু যতদিন না এই কুপ্রথা একেবারে দেশ হইতে দূর হইয়াছে, তত দিন এ দেশে প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষা কখনই প্রচার হইবে না।

রমা। তা ত ঠিকই। আমরা যাহা এক আধটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছি, তাহা হইতে দশ জনের সঙ্গে মিশে, দশ জায়গায় গিয়ে, দশ জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে, দশটা দেখে শুনে যা শিখিয়াছি তাহা যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে যা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা অতি সামান্য।

শশী। ইন্দু-বাবুদের বাড়ীতে এই বিষয় কিন্তু বড় একটুকু উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবারের মেয়েরা পাঁচ জনের সাক্ষাতে যেতে তত ভয় পান না। চৌধুরী বাবুর পরিবার, তাঁহার ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ এঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে যেরূপ আপনার মত ব্যবহার করেন, গ্রাম্য পরিবারে সেরূপ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁদের বাড়ী এসে দু তিন দিন থাকার পরেই তাঁরা ঠিক আপনার লোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তবে আমার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে ইন্দুবাবু খুব ভাল জানিতেন।”

রমা। তাঁহার সঙ্গে কখন দেখা হয়?

শশী। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখা করিতে আপনাকে বলিতে পারি না। ভগিনীরা বাগানে বেড়াতে যান দেখে গ্রামশুদ্ধ লোক আপনাকে খ্রীষ্টান ভাবিয়াছে। তাঁহারা দলাদলি বাঁধাইবার চেষ্টায় আছে। তাই কেহ আপনার সঙ্গে দেখা শুনা করিতে আসে না। আমি বড় ভয় করি না। না হয় জাত্যন্তর হব। আপনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাক্ষাতে থাকিতে আর ভয় কি? সত্যের জন্য প্রাণ দিতে ভয় করিলে লেখা পড়া শিখিয়াছি কেন? কিন্তু আপনি চৌধুরী বাবুর বাড়ী গেলে অপমানিত হইতে পারেন। তাই আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি সেখানে যাইবেন না।

রমানাথ। আমাকে তাঁহারা মারিবেন নাকি?

শশী। অত সাহস করিবে কে? কিন্তু মারা চাইতে অপমান বেশী।

রমানাথ। এ অপমান ভয় করি না।

শশী। তাত বটে, আমাদের তাহাতে যদিও কষ্ট হয়, কিন্তু বোধ হয় চারি দিক ভাবিলে আপনার যাওয়াই ভাল। কিন্তু চৌধুরী বাবুকে কথন যে পাওয়া যায় তা বলা অসাধ্য।

রমামাথ। একটু সুযোগ দেখে একদিন যেতে হবে।

শশী। আমাদের স্কুল দেখিতে একদিন যাবেন কি?

রমানাথ। গেলে হয় বটে। এখানে ত বেশী কাজ কর্ম্ম নাই; যা কিছু কাজ কর্ম্ম জুটিয়ে নিতে পারা যায় তাই ভাল।

শশী। ভগিনীরা যদি এক দিন বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে যান, মেয়েদের বেশ উৎসাহ হইবে।

রমানাথ। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব।

শশী। কাল প্রাতে আসিলে জানিতে পারিব কি? আমাদের আবার শীঘ্রই গ্রীষ্মের ছুটী হইবে।

রমানাথ। এখনি বলে দিচ্ছি।

রমানাথ বাবু শোভনাকে ডাকিয়া দিতে ভৃত্যকে বলিলেন। শোভনা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।

রমানাথ। এখানকার বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে যাবে কি?

শোভনা। বেশ ত। কবে যেতে হবে?

শশী। দু তিন দিনের ভিতর, যে দিনই আপনাদের সুবিধা হয়।

শোভনা রমানাথ বাবুর দিকে চাহিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন

করিয়াই যেন বলিল, "যে দিন হয় আপনি নিয়ে যাবেন। লীলাকে বলি গিয়ে।"

শোভনা বিদ্যুতের মত সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইল।

রমানাথ। আপনার যে দিন সুবিধা হয় বলিবেন; আমরা ত সর্ব্বদাই অবসর আছি।

শশী। আপনার সুবিধাতেই আমার সুবিধা হবে। যে দিন ইচ্ছা হয় আদেশ করিবেন।

রমানাথ বাবু আর কথা পাড়িলেন না। শশীভূষণ সঙ্কেত পাইয়া বিদায় লইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইন্দুভূষণ তিন দিন অন্তঃপুর পরিত্যাগ করেন নাই। তিন দিন প্রেমমালার মুখের হাসি শুকাইয়া যায় নাই। প্রেমমালা রূপসী। প্রাণের আহ্লাদে তাঁহার অলৌকিক রূপরাশি যেন ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। প্রাণের সঙ্গে চক্ষুর নিগূঢ় সহানুভূতি। প্রাণ না হাসিলে চোখ হাসে না। এত দিন প্রেমমালার চোখের কোণে কেহ মধুর হাসি ফুটিতে দেখে নাই। আজ তিন দিন সুবিস্তীর্ণ চক্ষু দুটীর কোণে হাসি লাগিয়াই আছে। বিবাহের জল পড়িলে রমণী-সৌন্দর্য্য বিকাশ হয়। ছয় বৎসর প্রেমমালার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু কেবল তিন দিন হইল প্রকৃত বিবাহের জল,—পতিপ্রেমের স্বর্গীয় বারি প্রেমমালার

হৃদয়ে পড়িয়াছে। এত দিনে প্রেমমালার রূপের নদীতে জোয়ার ছুটিয়াছে। যে দেখে সেই চমকিয়া দাঁড়ায়—'প্রেমমালার রূপ ছিল, এত রূপ ছিল তা জানিতাম না!' এই ফুটন্ত রূপরাশি দেখিয়া ইন্দুভূষণের প্রাণ তিন দিন তাহার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কু-অভ্যাস আর তুঁষের আগুন, নিবিয়াও নিবে না। চতুর্থ দিনে ইন্দুভূষণের কু-প্রবৃত্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

তিন দিন প্রেমমালা স্বামীর কাছ ছাড়া হন নাই। পত্নীর পবিত্রতার গুণে তিন দিন ইন্দুভূষণ পাপচিন্তার হাত হইতে বাঁচিয়া ছিলেন। ইন্দুভূষণের ধর্ম্মের জাহাজ বহুকাল ডুবিয়াছে। কোর্ট অব গুয়ার্ডস্‌এর উৎকৃষ্ট তত্ত্বাবধানের গুণে সে জাহাজ বহুদিন অতল জলে ডুবিয়াছে। তিন দিন প্রেমমালা নিকটে থাকিয়া আপনার ধর্ম্মের বলে স্বামীর মন ও হৃদয়কে পাপের হাত হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, আজ কি প্রয়োজন বশতঃ প্রেমমালাকে শাশুড়ী ডাকিয়া নিয়াছেন।

একেলা ঘরে ছেলে রাখিয়া গেলে, লোকে বলে ছেলেকে ভূতে পায়। একথা সত্য কি মিথ্যা জানি না। একেলা ঘরে পাপীকে রাখিয়া গেলে তাহাকে পাপ চিন্তা পায় জানি। একেলা পাইয়া ইন্দুভূষণকে পাপ আসিয়া ধরিল। সন্ধ্যা আগত-প্রায়; এ সন্ধ্যাকালে তিনি কি করিয়া একাকী এই নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া থাকিবেন? চিন্তায় অসহ্য যাতনা হইতে লাগিল। নবরুদ্ধ বিহঙ্গের মত ইন্দুভূষণের প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। একবার ভাবিলেন; 'একটুকু বাহিরে যাই।' তখনি প্রেমমালার কথা মনে পড়িল। তাঁহার পবিত্র মুখ খানি চক্ষুর উপর ভাসিতে লাগিল। প্রাণের কোণে ঐ মুখ খানি উঁকি মারিয়া যেন তাঁহার

পাপ চিন্তা দেখিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ইন্দুভূষণ হৃদয়ের পাপকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন। দেরাজ হইতে এক খানা বই খুলিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেন। পড়া হইল না। প্রলোভনের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইন্দুভূষণ ভাবিলেন, 'একটুকু বাহিরে যাই। তিন দিন ঘরে বসিয়া পা ধরিয়া গিয়াছে! একবার গঙ্গার ধারে বেড়াইয়া আসি। আর কোথাও যাইব না। প্রেমমালা কাজ সারিয়া আসিতে না আসিতে আবার ফিরিয়া আসিব।' ইন্দুভূষণ চোরের মত ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, ধীরে ধীরে অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। সেখানে এক জন ইয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দুই ইয়ারে হাত ধরাধরি করিয়া নদীর ধারে গিয়া উপস্থিত হই-লেন। তখনও ইন্দুভূষণের মনে সন্ধ্যা সময়ে গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা বলবতী। তখনও মনে শত বার বলিতেছেন, 'এখনই ফিরিয়া যাইব। আর একটুকু বেড়াইয়া আসি।' দুই ইয়ারে ধীরে ধীরে বেড়াইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইল, তবুও দুই ইয়ারে বেড়াইতে লাগিলেন। ইন্দুভূষণ ভাবিলেন, 'এবার ফিরি। সহসা গঙ্গারদিকে দৃষ্টি পড়িল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। সাক্ষাতে কলনাদিনী গঙ্গা। জ্যোৎস্না-ধৌত ছোট ছোট ঢেউ গুলি নাচিতে নাচিতে যাইতেছে। নিকটে তাঁহার সখের পান্‌সী। আমোদ-প্রিয় ইন্দুভূষণ এ প্রলোভন জয় করিতে পারিলেন না, এক লাফে নৌকায় চড়িয়া দাঁড়ি মাঝিদিগকে হুকুম দিলেন,—'দাঁড় ফেল।'

গঙ্গার স্রোতে পানসী ভাসিল। প্রলোভনের স্রোতে পাপের স্রোতে, ইন্দুভূষণের প্রতিজ্ঞা, প্রেমমালার সুখাশা ভাসিয়া চলিল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রমানাথ বাবু, শোভনা ও লীলাবতীকে লইয়া গঙ্গায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। অতি সুন্দর এক খানি পান্‌সী ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। মধুপুরের পরপারে রমানাথ বাবুর জমিদারী; সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। রমানাথ বাবু ও তাঁহার মধুপুরের জমিদারীর বৃদ্ধ নায়েব গ্রাম পরিদর্শন করিতে গেলেন। লীলাবতী ও শোভনা নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল।

লীলাবতী। দেখ বোন্, এ গ্রামের লোকদিগের সঙ্গে আজও আমাদের ভাল আলাপ পরিচয় হলো না, কি আশ্চর্য্য!

শোভনা। তাহারা আমাদিগকে খৃষ্টান ভাবিয়াছে, নতুবা এত দিন খুব আলাপ পরিচয় হইত।

লীলাবতী। তা না হওয়াতে এক রকম ভালই হইয়াছে। আমরা দুজন একেলা বসিয়া গল্প করি। পাড়ার মেয়েরা একবার আসিতে আরম্ভ করিলে আমাদের এ সুখ হইত না।

শোভনা। কিন্তু তাহাতে বেশী উপকার হইত। পাড়া গেঁয়ে মেয়েরা কেমন তা বেশ জানিতে পারিতাম। সহরে থেকে আমরা পাড়া গাঁয়ের অবস্থা কিছুই জানি না বলিলেই হয়। গ্রামের লোকদিগের সঙ্গে বেশী আলাপ পরিচয় হইলে কত শিখিতে পারিতাম।

লীলাবতী। সে দিন একটা মাগী এসে যে নাক তুলে কথা কহিল, তাতে তাদের সঙ্গে মিশিবার সাধ উড়িয়া গিয়াছে।

শোভনা। কিন্তু সকলেইত এরূপ ভাবে কথা কহিবে না। গ্রামশুদ্ধ স্ত্রীলোকেরা কর্কশভাষী, এ কথা কি হতে পারে?

লীলাবতী। তারা যে আমাদিগকে ঘৃণা করে তার ত কোন কথাই নাই।

শোভনা। আমাদিগকে ভাল করে জানে না বলেই ঘৃণা করে। প্রথম প্রথম আমাদিগকে দেখে ঘৃণা ত হতেই পারে। কেন, কলিকাতায় আমাদের বাড়ীর পাশে এক ঘর ভাড়াটে এসেছিল, তাদের বাড়ীর বউ গুলি সারা দিন ঘোমটা টানিয়া থাকিত। প্রথম প্রথম আমাদিগকে দেখে কত নাক তুলিত। তার পর বেশী আলাপ পরিচয় যখন হলো, তখন তারা আমাদিগকে কতই না আদর করিত। সে বাড়ী থেকে উঠে যাবার সময় বউ গুলো তোমার আমার গলা ধরে কত কেঁদেছিল! এ গ্রামের লোকেরাও যত আমাদিগকে জানিবে, ততই হয় ত আর ঘৃণা করিবে না।

লীলাবতী। যাই বল বোন্, আমার ঐ নাক তোলা দেখে আর মিশিতে ইচ্ছা হয় না, তারা যে আমাদের সঙ্গে মিশে না, এক রকম ভালই।

শোভনা। আমার কিন্তু তাদের সঙ্গে খুব মিশিতে ইচ্ছা হয়।

লীলাবতী নীরব হইল। তাঁহার ইচ্ছা শোভনা দিন রাত তাঁহার সঙ্গেই থাকে, তাঁহার সঙ্গেই বেড়ায়, তাঁহার সঙ্গেই গল্প করে, আর তাঁহার ভাবনাই ভাবে। শোভনা তাহাতে সুখী হয় না দেখিয়া লীলাবতীর প্রাণে ক্লেশ হইল। লীলাবতী মুখ ভার করিয়া রহিল।

লীলাবতী শোভনাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিত। শোভনা তাহাকে ঠিক তেমনি করে ঠিক ততটুকু ভাল বাসিবে না কেন? এই বিষয় শোভনার বিন্দু মাত্র ক্রুটী দেখিলে লীলাবতী ক্রুদ্ধ হইত। আপনার প্রয়োজন মত খাতকের নিকট হইতে টাকা না পাইলে মহাজন যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়, শোভনার ভালবাসার বিন্দু-মাত্র ক্রুটী দেখিলে লীলাবতী সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইত। লীলাবতী রাগ করিয়া মুখ ভার করিল। শোভনা একটুকু আদর করিল। লীলাবতী তাহাকে প্রহার করিয়া আদরের প্রতিদান করিল। শোভনা হাসিল, লীলাবতী আবার তাহাকে প্রহার করিল। আর রাগান ভাল নয় ভাবিয়া শোভনা চুপ্ করিয়া গেল।

লীলাবতীর রাগ সহজে হইত, সহজে যাইত। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার রাগ থামিয়া গেল। লীলাবতী প্রথমে কথা বলিল।

লীলাবতী। দেখ বোন্, বিনোদ দাদা হয় ত এত দিন কলিকাতায় আসিয়াছেন।

শোভনা। শীঘ্রইত আসিবার কথা ছিল।

লীলাবতী। তোমার মনে আছে কি, এক দিন গঙ্গায় আমাদিগের নৌকা ডুবু ডুবু হয়েছিল। বাবা, মা, আমি, তুমি, বিনোদ দাদা, আমরা সকলে কোম্পানীর বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে গঙ্গায় বড় ঢেউ উঠেছিল। আমরা কাঁদিতে লাগিলাম। বিনোদ দাদা কোমরে কাপড় বাঁধিয়া বলিয়াছিল, 'নৌকা ডুবিলে ভয় কি?—আমি এক হাতে শোভনা, আর এক হাতে লীলাকে লইয়া সাঁতার কাটিয়া ডাঙ্গায় উঠিব। ভয় কি?' বাবা ও মা একথা শুনিয়া কত হাসিলেন।

এই নদী দেখে আমার ঐ দিনকার কথা মনে পড়িল। তোমার মনে আছে কি ?

শোভনা। আছে।

শোভনার প্রাণে চিন্তা উঠিয়াছে; শোভনা মিত-ভাষিণী, রমানাথ বাবু নৌকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। লীলাবতীর কথা তাহার কাণে গিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কার কথা হচ্ছে ?'

লীলাবতী। বিনোদ দাদার।

রমানাথ। বিনোদ হয় ত এত দিন কলিকাতায় আসিয়াছেন।

লীলাবতী। আমরাও তাই বলিতেছিলাম।

রমানাথ। কিন্তু যেরূপ শুনেছি, বোধ হয় তাঁর ঘোর পরিবর্ত্তন হয়েছে।

লীলাবতী। কি হয়েছে ?

রমানাথ। আমাদের সঙ্গে বিনোদ আর তত মিশিবেন না।

লীলাবতী। কেন ?

রমানাথ। শুনেছি রায় বাহাদুর লম্বোদর চন্দ্রের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে।

লীলাবতী। সে মেয়েকে ত কখনও দেখি নাই। সে ত আমাদের স্কুলে পড়েনি !

রমানাথ। লম্বোদর চন্দ্রের বংশের সঙ্গে সরস্বতীর বড় সদ্ভাব নাই।

লীলাবতী। তবে বিনোদ দাদা এত লেখা পড়া শিখে কি একটা মূর্খ মেয়েকে বিয়ে করবেন ?

রমানাথ। তাহার শিখিবার বয়স এখনও যায় নাই; এই সবে নয় বছর।

লীলাবতী। তবে কি বিনোদ দাদা একটা ন বছরের মেয়েকে বিয়ে করবেন?

রমানাথ। যাহা শুনেছি, তাহা সত্য হইলে করিবেন বই কি?

লীলাবতী। এত লেখা পড়া শিখে এই কাজ?

রমানাথ। যাহারা লেখা পড়া শিখেছে, সকলেরই এই কাজ; বিনোদের আর অপরাধ কি?

লীলা। এরূপ বিবাহে আকর্ষণ কি?

রমানাথ। বিনোদের বিবাহে আকর্ষণ টাকা।

লীলাবতী। লেখা পড়া শিখে টাকার লোভে বিবাহ করা কি ঘৃণার কথা!

রমানাথ। যে লেখা পড়া শিখিলে মানুষ এ প্রকার ঘৃণার কাজ করে না, সে লেখা পড়া এদেশের অল্প লোকেই শিখিয়াছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেরা যে লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহাতে মনুষ্যত্ব জন্মায় না।

শোভনা বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রমানাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শোভনা চুপ্‌টী করে বসে আছে যে?'

শোভনা ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার কেমন অসুখ বোধ হইতেছে। হাওয়ায় বসিলে হয়ত এখনি সেরে যাবে।"

শোভনা ধীরে ধীরে বাহিরে গিয়া হাওয়ায় বসিল। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। তালে তালে নাচিতে নাচিতে সুন্দর পান্‌সী গঙ্গার বুকে ভাসিয়া চলিল।

লীলাবতী পিতার আদেশে গলা ছাড়িয়া গান ধরিল :—

"নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী, সুন্দর, যমুনে ও।"—

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রেমমালা শাশুড়ীর ঘর হইতে আসিয়া দেখিলেন, পাখী উড়িয়াছে। প্রেমমালার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। যে যত্ন ও সতর্কতার সহিত প্রেমমালা এই তিন দিন অহর্নিশ স্বামীর ধর্ম্মের উপর পাহারা দিয়াছেন, তিনিই জানেন। তিন দিন স্বামীকে ঘরে রাখিতে পারিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল, এবার বুঝি সুখের দ্বার খুলিল। আর বুঝি ইন্দুভূষণ তাঁহার ভালবাসা তুচ্ছ করিয়া নরকে গিয়া ডুবিবেন না। প্রেমমালার মনে কত আশা, কত আনন্দ! মুহূর্ত্তমধ্যে সে সমুদয় স্বপ্নের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল।

প্রেমমালা শয্যা-কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। অন্তঃপুরে কোথাও স্বামীর খোঁজ পাইলেন না। দাসীকে ডাকিয়া বহির্বাটীতে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—'বাবু পান্‌শীতে বেড়াইতে গিয়াছেন।' প্রেমমালা কথাটী মাত্র কহিলেন না। শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বালিকার মত কাঁদিলেন।

প্রেমমালার পক্ষে স্বামীর এইরূপ ব্যবহার নূতন কথা নহে। ছয় বৎসর ধরিয়া প্রেমমালা এই হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা লাভ

করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবহারে এইরূপ বালিকার মত ক্রন্দন তাঁহার পক্ষে নূতন। বৈবাহিক জীবনে প্রেমমালা এরূপ ভাবে আর কখনও কাঁদেন নাই।

প্রেমমালা অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। চক্ষুজলে উপাধান ভিজিয়া গেল। কিন্তু দগ্ধপ্রাণ তাহাতে ভিজিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেমমালা নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে বিরাম পাইলেন।

মধ্যরাত্রে প্রেমমালা বিকট স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। প্রেমমালা দেখিলেন,—

'তিনি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছেন,—একাকিনী গভীর রজনীতে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আছেন। কুলনাদিনী গঙ্গা নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, পৃথিবী রজতমাখা; জ্যোৎস্নাধৌত ভাগিরথীর অলৌকিক রূপরাশি দেখিয়া তীরের গাছপালা, ঘরবাড়ী সকলেই যেন নীরবে দাঁড়াইয়া অনিমেষ লোচনে তাহা পান করিতেছে। সহসা এক খানা অতি সুন্দর নৌকা নাচিতে নাচিতে গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমোদরত আরোহী-দিগের আমোদ কোলাহলে রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সুন্দর নৌকা নদীগর্ভে ডুবিল। প্রেমমালা শিহরিয়া উঠিলেন। নৌকা খানা ডুবিয়া গেল। একটী জনপ্রাণী বাঁচিল না। সহসা যেন আকাশ দ্বিধা হইল। সহসা যেন অলৌ-কিক জ্যোতির্ম্মালায় ধরণী আপ্লুত হইল। 'কোটী সূর্য্য যেন সহসা প্রকাশ। দুইটী পরমা সুন্দরী দেবী আকাশ হইতে গঙ্গাজলে নামিলেন। যেস্থানে নৌকা খানা ডুবিয়াছিল, ঠিক সেই খানে তাঁহারাও ডুবিলেন। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী

জলমগ্ন যুবকের অচেতন দেহ ক্রোড়ে করিয়া আকাশে উঠিয়া গেলেন। প্রেমমালা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

স্বপ্নে চীৎকার করিয়া প্রেমমালার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। প্রেমমালা ভয়ে অচেতন হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ এই অচেতন অবস্থায় প্রেমমালা পড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু যখন তিনি আবার সজ্ঞান হইলেন, তখন বাড়ীতে মহা গোল উঠিয়াছে। দাসদাসীরা চারি দিকে ছুটো ছুটি করিয়া মহা কোলাহল তুলিয়াছে। প্রেমমালা দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেলেন। যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার বিকট স্বপ্ন সত্য হইল। গঙ্গায় ইন্দুভূষণের নৌকা ডুবিয়াছে। প্রেমমালা গৃহ-প্রাঙ্গণে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

রমানাথ বাবুরা অনেকক্ষণ গঙ্গার বুকে ভাসিয়া জ্যোৎস্না ধৌত নদীর তরঙ্গায়িত রূপরাশি উপভোগ করিলেন। নৌকাখানি সেই সুবিস্তীর্ণ নদীবক্ষে উজান ভাঁটি অনেকবার যাওয়া আসা করিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া রমানাথ বাবু বাড়ীর দিকে নৌকা চালাইবার জন্য মাঝিদিগকে আদেশ করিলেন।

নদীর স্রোতে নৌকাখানি আপনি ভাসিয়া যাইতেছে। মাঝিরা ছাদে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া ডাবা টানিতেছে। লীলা-

বতী গন্না ছাড়িয়া বাউলের গান গাহিতেছে। সকলে মোহিত হইয়া লীলাবতীর মধুরকণ্ঠ বিনিসৃত মধুর সঙ্গীত শুনিতেছে। সহসা একজন মাঝি চীৎকার করিয়া বলিল,—‘ঐ মাঝগাঙ্গে একখানা পান্‌শী ডুবিয়া গেল।”

একটী পদের মাঝখানে লীলাবতীর গান থামিয়া গেল। সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতের-দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি অতি সুন্দর পান্‌শী ক্রমে জলমগ্ন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নৌকা খানা অতল জলে ডুবিল।

রমানাথ বাবু শশব্যস্থ হইয়া সেই দিকে নৌকা চালাইতে মাঝিদিগকে আদেশ করিলেন। মাঝিরা তাড়াতাড়ি দাঁড় ফেলিল। যে স্থানে নৌকা ডুবিয়াছিল, রমানাথ বাবুর পান্‌শী সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু লোক জনের সাড়া শব্দ পাওয়া গেলনা। রমানাথ বাবু দূরবীণ্ লইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। নিরাশ হইয়া নৌকা ফিরাইতেছিলেন। সহসা সাক্ষাতে একটী নরদেহ ভাসিয়া উঠিল। দু জন মাঝি এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, ‘ঐ একজন লোক ভাসিয়া উঠিয়াছে।’ দেখিতে না দেখিতে নর-দেহটী আবার ডুবিয়া গেল। রমানাথ বাবু বলিলেন ‘যে এই লোকটীকে তুলিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে দশটাকা বক্‌সিস্ দিব।’

দুজন দাঁড়ি এক সঙ্গে জলে লাফ দিল। দুজনাই এক সঙ্গে ডুব দিল, দুজনাই এক সঙ্গে শূন্য হাতে ভাসিয়া উঠিল! সহসা আর এক দিকে দেহটী ভাসিয়া উঠিল। অমনি আর এক জন

দাঁড়ি জলে ঝাঁপ দিয়া তাহাকে ধরিল। তিন জনায় মিলিয়া তাহাকে নৌকায় তুলিল। রমানাথ বাবু হুকুম দিলেন,—'বাড়ী চল। জোড়ে দাঁড় ফেল।' ঝপ্ ঝপ্ করিয়া দাঁড় পড়িল। গঙ্গার বুকে পান্‌শী খানা তীরের মত ছুটিল।

বিদ্যুতের মত, রমানাথ বাবু হাত হইতে দূরবীণ রাখিয়া এই অচেতন নরদেহের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। নাসিকার নিকট হাত ধরিলেন,—শ্বাস বন্ধ।

রমানাথ বাবু সামান্য মত চিকিৎসা শাস্ত্র জানিতেন। নানা উপায়ে শোভনা ও লীলাবতীর সাহায্যে অচেতন দেহে চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পরে একটুকু শ্বাস বহিতে আরম্ভ করিল। পান্‌শীও রমানাথ বাবুর বাড়ীর ঘাটে গিয়া লাগিল। একটুকু শ্বাস পড়িতেছে দেখিয়া রমানাথ বাবু শোভনা ও লীলাবতীকে শীঘ্র অতি উষ্ণ শয্যা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। উভয়ে দৌড়িয়া বাড়ীতে উঠিয়া নীচের ঘরে বিলাতী কম্বল দিয়া উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা করিলেন। রমানাথ বাবু নৌকার মাঝি ও চাকরদিগের সাহায্যে অচেতন দেহটী উপরে তুলিয়া আনিয়া সেই শয্যায় স্থাপন করিলেন। সকলে মিলিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল। আকাশের পূর্ণচন্দ্র পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। পৃথিবীতে রজনীর শীতল শ্বাস বহিতে আরম্ভ করিল। তখনও রমানাথ বাবু, শোভনা ও লীলাবতী রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। রোগীর বদ্ধশ্বাস খুলিয়াছে, শীতল দেহ উষ্ণ হইয়াছে, কিন্তু এখনও চক্ষু খুলে নাই,—এখনও একটুকু আশঙ্কা আছে। সমস্ত রাত্রির পর

প্রত্যূষে রোগী একবার চক্ষু খুলিল। কিন্তু কিছুই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। শোভনা একটুকু উষ্ণ চা তাহার শুষ্ক কণ্ঠে ঢালিয়া দিল, রোগী একটুকু সান্ত্বনা পাইয়া চক্ষু দুটী আবার খুলিল। বিস্তৃত চোখে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। অনেকক্ষণ পরে যেন স্বপ্নাবেশে বলিয়া উঠিল ;—

"ইহাঁরা দেবী না মানবী"

একাদশ পরিচ্ছেদ

রমানাথ বাবুর গৃহে, শোভনা ও লীলাবতীর যত্নে, এবং রমানাথ বাবুর চিকিৎসায়, জলমগ্ন যুবক ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। দিবা দ্বিপ্রহর হইতে না হইতে তাঁহার পূর্ণ চেতনা লাভ হইল।

শোভনা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে, রমানাথ বাবু নিকটে বসিয়া একখানা পুস্তক পড়িতেছেন। লীলাবতী রোগীর একটুকু পথ্যের আয়োজন করিতে গিয়াছে। রোগী নিদ্রিত, এই নিদ্রাতেই সমুদায় আশঙ্কা দূর হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রা ভাঙ্গিল। যুবক চক্ষু খুলিলেন, কিন্তু কিছুই যেন বুঝিতে পারিলেন না। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন সবই নূতন, সকলই অপরিচিত। শোভনার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় ?"

রমানাথ বাবু উত্তর করিলেন, "যেখানেই হউক না কেন, আপনার যত্নের ক্রটী হইবে না।"

যুবক। আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, আমি এখানে কি করিয়া আসিলাম!

রমানাথ। কাল আপনাদের নৌকা ডুবিয়াছিল।

যুবক হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন। যখন নৌকা ডুবিয়াছিল, তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না।

রমানাথ বাবু আবার বলিলেন;—'কাল রাত্রে গঙ্গায় আপনাদের নৌকা ডুবিয়া ছিল।'

যুবকের স্মৃতির দ্বার খুলিয়া গেল। গত রাত্রের, গত দিবসের, গত সপ্তাহের, গত জীবনের সমুদায় কথা যুগপৎ হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবক বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এ ক্রন্দন দুঃখের নহে—এ ক্রন্দন সুখের নহে—এ ক্রন্দন অনুতাপের।

যুবক অনেকক্ষণ এইরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন। রমানাথ বাবু সান্ত্বনা দিতে চাহিলেন, যুবক তাঁহার কথা কানে তুলিলেন না। রোগ না জানিলে ঔষধ বিধান করে কার সাধ্য?

শোভনা একবার ধীরে ধীরে বলিল—'আপনি অমন করে কাঁদিবেন না। কাঁদিলে অসুখ বাড়িবে।' এই কথা গুলি তীক্ষ্ণ শেলের মত তাঁহার প্রাণের মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইল। আদরের কথায় কেহ কখনও এরূপ কষ্ট পায় না।

বহুক্ষণ পরে যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমি কোথায়? আপনারা কে? অনুগ্রহ করিয়া বলুন না কেন, এ স্থানের নাম কি?'

রমানাথ। মধুপুর। আপনা—

রমানাথ বাবু কথা শেষ করিতে পারিলেন না। যুবক শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সবেগে গৃহ হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন।

রমানাথ বাবু তাঁহার হাত ধরিলেন। বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'আপনি কোথা যাচ্ছেন?'

যুবক। আমাকে ছাড়িয়া দিন্, আমি বাড়ী যাই।

রমানাথ বাবু। এ অবস্থায় আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। আপনার বাড়ী কি নিকটেই? তাহা হইলে ঠিকানা বলিয়া দিন্, আমি সেখানে খপর পাঠাইতেছি।

যুবকের প্রাণ একটুকু শান্ত হইল। ধীরে ধীরে বলিলেন,—'খপর দেওয়ার দরকার নাই। আমি আপনিই যাইতে পারিব।'

রমানাথ। এ অবস্থায় আপনি কি করিয়া একক বাড়ী যাইবেন? একটুকু অপেক্ষা করুন, পাল্কী ডাকিয়া দিতেছি।

যুবক। আমি হাঁটিয়া গেলেই সুস্থ হইব।

রমানাথ। এ প্রচণ্ড-রৌদ্র, ইহার ভিতর দিয়া আপনি অসুস্থ শরীরে হাঁটিয়া যাবেন কি করিয়া?

যুবক। এ রৌদ্রে আমার উপকার হবে।

রমানাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—'এই বিষয়ে রোগীর কথা অগ্রাহ্য। আপনাকে কোনও মতে এই ভাবে যাইতে দেওয়া হইবে না। আপনি কিছু পথ্য গ্রহণ করুন, একটুকু বিশ্রাম করুন, একটুকু সবল হউন, তার পর যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন।

যুবক এই যত্ন ও এই ভদ্রতা দেখিয়া আর হৃদয়-বেগ সংবরণ

করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন—"আপনারা আমাকে জানেন কি ?"

রমানাথ। আপনার পরিচয় পাইয়া এখনও সুখী হই নাই।

যুবকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আজ আপনার জীবনের কথা কাহারও নিকট লুকাইতে ইচ্ছা নাই। মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন,—"পরিচয় পাইলে, এক মুহূর্ত্তও এখানে স্থান দিবেন না, আদর সম্ভাষণ ত দূরের কথা।"

রমানাথ বাবু বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া যুবক বলিলেন ;—"আপনারা আমার জীবন-দাতা, আপনাদের পরিচয় না পাইয়া এস্থান হইতে বিদায় লইতে প্রাণ মানে না।"

রমানাথ। আমার নাম রমানাথ বসু।

যুবকের বিষণ্ণ মুখ আরো বিষণ্ণ হইল। মনে হইল, এখনই পৃথিবী দ্বিধা হইয়া গেলে, তাহার মধ্যে এ পাপ মুখ লুকাইয়া রাখেন।

যুবক শোভনার পবিত্র মুখ খানির প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—'আমার পরিচয় দিয়া ইঁহার পবিত্র কর্ণ অপবিত্র করিতে ইচ্ছা হয় না। আপনি একাকী থাকিলে আপনার নিকট আত্মপরিচয় দিতাম।"

শোভনা উপরে চলিয়া গেল।

যুবক বলিলেন,—"আমার নাম ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী।"

যুবক কাঁদিতে লাগিলেন।

রমানাথ বাবু বিস্মিত হইলেন।

ইন্দুভূষণ কাঁদিয়া বলিলেন,—"জলে ডুবিয়াছিলাম, ডুবিতাম।

আপনারা আমাকে বাঁচাইয়া পৃথিবীর পাপ-ভার বৃদ্ধি করিলেন কেন?"

রমানাথ। ভগবান বাঁচাইয়াছেন। তিনি আপনাকে সুখী করিবেন।

যুবকের এই কথায় অসহ্য যন্ত্রণা হইল। যুবক বলিলেন,---"আমার নিকট ঐ নামটী করিবেন না; আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

রমানাথ বাবুর চক্ষে জল আসিল। তিনি দেখিলেন, ভগবানের কৃপায় ইন্দুভূষণের প্রাণে প্রকৃত অনুতাপের আগুন জ্বলিয়াছে। কিছুকাল পরে শোভনা ও লীলাবতী ইন্দুভূষণের জন্য উপযুক্ত পথ্য আনিয়া উপস্থিত করিল। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর ইন্দুভূষণ একটুকু পথ্য গ্রহণ করিলেন। রমানাথ বাবু ইন্দুভূষণের পরিবারকে একটুকু আশ্বস্ত করিয়া আসিবার জন্য তাঁহার বৃদ্ধ নায়েবকে পাঠাইলেন। কিন্তু ইন্দুভূষণ যে তাঁহার বাড়ীতে আছেন এ সংবাদ দিতে বারণ করিয়া দিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পথ্য গ্রহণ করিয়া ইন্দুভূষণ বিশ্রাম করিতে গেলেন। কিন্তু প্রাণে এ দুরন্ত বোঝা লইয়া কি কেহ কখনও বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতে পারে? অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দুভূষণ শয্যায় পড়িয়া ছট্

ফট্ করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, অনেক চেষ্টার পর, নিদ্রাদেবীর একটুকু কৃপা হইল। ইন্দুভূষণ এই ভীষণ যাতনার হাত হইতে কিছুকালের জন্য মুক্তি লাভ করিলেন।

ইন্দুভূষণ জাগিয়া দেখিলেন, ঘরে আলো জ্বলিতেছে,—রাত্রি হইয়াছে। বাহিরে গিয়া দেখিলেন, রমানাথ বাবু, শোভনা ও লীলাবতীর সঙ্গে বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। ইন্দুভূষণের চক্ষে ইহা নূতন দৃশ্য। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"শৈশব হইতে এমন সুন্দর পরিবারের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে এ প্রাণ কখনও নরকে গিয়া ডুবিত না।" ইন্দুভূষণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। এ পবিত্র পারিবারিক সুখে যোগদান করিতে তাঁহার সাহস হইল না। ইন্দুভূষণ দ্বারে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। শোভনা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল,—"আপনি এমনি ভাবে একাকী দাঁড়াইয়াছেন! ওখানে গিয়া বসুন।'

ইন্দুভূষণ শোভনার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া নীরবে আসন গ্রহণ করিলেন। রমানাথ বাবু বলিলেন,—"বেশ ঘুম হইল ত? শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে?"

ইন্দুভূষণের চমক ভাঙ্গিল। আত্মস্থ হইয়া বলিলেন,—'হাঁ, বেশ সুস্থ হইয়াছি। এখন বিদায় দিলে বাড়ী যাই।'

রমা। 'এখনই?'—পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, 'দশটা বাজিয়াছে, বেশী রাত্রি হইয়াছে; কাল প্রাতে গেলে হয় না কি?'

ইন্দুভূষণ। এখনই যাইতে চাই।

রমা। তবে অপেক্ষা করুন, পাল্কী আনাইয়া দিতেছি।

ইন্দুভূষণ কোনও মতে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না।

রমানাথ বাবু অগত্যা তাঁহাকে একাকী সেই রাত্রেই বিদায় দিলেন। বিদায় দিবার সময় রমানাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার সঙ্গে সুবিধামত দেখা হয় কখন?'

ইন্দুভূষণ। আমিই আসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিব।

শোভনা বলিল 'আপনার স্ত্রীকে আমাদিগের নমস্কার বলিবেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলে বড় সুখী হইব।'

ইন্দুভূষণ রমানাথ বাবুকে নমস্কার করিয়া বাড়ী চলিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল, মুখ বিষণ্ণ, পাদক্ষেপ গম্ভীর ও বিনম্র। এ ইন্দুভূষণ যেন উদ্ধত-স্বভাব ইন্দুভূষণ নহে।

ইন্দুভূষণ রমানাথ বাবুর বাগানের মধ্য দিয়া চলিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে কামিনী ফুলের ঝাড়। ইন্দুভূষণের মনে হইল যেন তাঁহাকে দেখিয়া ফুলগাছগুলি ঘৃণায় সরিয়া যাইতেছে। তিনি ফুলের সুগন্ধ ভোগ করিয়া তাহার অপমান করিবেন, এই ভয়ে যেন কামিনীফুলের গাছগুলি ফুটন্ত ফুলের মুখ চাপিয়া ধরিতেছে। ভাবনায় ইন্দুভূষণের প্রাণে যাতনা হইল।

ইন্দুভূষণ আকাশের দিকে তাকাইলেন। অসংখ্য নক্ষত্র ঝলমল করিয়া জ্বলিতেছে। ইন্দুভূষণের মনে হইল যেন নক্ষত্রগুলি তাহারই কথা লইয়া কাণাকাণি করিতেছে, যেন তাহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে, "ঐ দেখ, পাপী ইন্দুভূষণ যাইতেছে।" ভাবনায় ইন্দুভূষণের প্রাণ কণ্টকিত হইল।

পথে যাইতে যাইতে ইন্দুভূষণ পবিত্র-সলিলা গঙ্গার দিকে চাহিলেন। ঢেউগুলির কল কল শব্দ তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল। ইন্দুভূষণের মনে হইল, ঢেউগুলি যেন তাঁহার কথা

লইয়াই ঘৃণা করিয়া হাসিতেছে, আর বলিতেছে, 'কোথা যাও, আমরা তোমার পাপের সাক্ষী।" ইন্দুভূষণের প্রাণে অসহ্য যাতনা হইতে লাগিল।

একটা বড় অশ্বথ গাছের নীচ দিয়া ইন্দুভূষণ ধীরে ধীরে চলিলেন। সহসা বৃক্ষডালে পাখীগুলি কিচি মিচি করিয়া উঠিল। ইন্দুভূষণ ভাবিলেন তাহারা তাঁহার পাপ সহবাসে বিরক্ত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া একে অন্যকে ডাকাডাকি করিয়া বলিতেছে, চল আমরা অন্য গাছে যাই।

নদীতীর ছাড়াইয়া ইন্দুভূষণ গ্রামের ভিতর দিয়া চলিলেন। দুধারে গৃহস্থের বাড়ী, জ্যোৎস্না মাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ইন্দুভূষণ সেদিকে চক্ষু ফেলিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন ঘরগুলিও নীরবে দাঁড়াইয়া ছি! ছি! করিতেছে। ঘরগুলিও যেন নাক তুলিয়া বলিতেছে,—'এ ঘরে সতী স্ত্রী শয়ানা; এ ঘরে সচ্চরিত্র পুরুষ নিদ্রিত; এ ঘরে পবিত্র বালক বালিকাদিগের পবিত্র মুখগুলি ঘুমন্ত; এদিকে চাহিয়া ইহাদিগকে কলঙ্কিত করিও না।" ইন্দুভূষণ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার প্রাণের কোণে কোণে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

ইন্দুভূষণ আপনার বাড়ীর নিকটে পৌঁছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই রাত্রে তাঁহার শয়ন কক্ষের পশ্চাতের বাগানের ভিতর দিয়া একটী গুপ্ত দ্বারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন। আজও সেই দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে দ্বারের কলের চাবি খুলিতে লাগিলেন। তাঁহার একটী কুকুর ছিল, কুকুরটী তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিত। আজ তাঁহাকে দ্বারের নিকটে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ইন্দুভূষণ কাঁদিয়া ফেলিলেন,—

'হা, ভগবান, আমি এত পাপী, কুকুরও আমাকে ঘৃণা করে!' তাঁহার প্রাণের আগুণে আরো আহুতি পড়িল। ইন্দুভূষণ আপনার বাড়ীর দ্বারে বসিয়া অধীর হইয়া কাঁদিলেন।

ইন্দুভূষণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শয়ন কক্ষের বারান্দার কোণে একটী বড় কাকাতুয়া ছিল। কাকাতুয়াটী নানা বুলি পড়িত। হঠাৎ সে ডাকিয়া উঠিল, "ছি, ছি, কি কর?" ইন্দুভূষণ ভাবিলেন, কাকাতুয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধিক্কার দিতেছে। ইন্দুভূষণের পা অচল হইয়া গেল। ইন্দুভূষণ চিত্রপুত্তলির মত দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

ইন্দুভূষণের মনে হইতে লাগিল, যেন সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট হইতে ঘৃণায় সরিয়া যাইতেছে। আর ইন্দুভূষণ সহ্য করিতে পারিলেন না। সমস্ত জগৎ যাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে, নির্জীব প্রকৃতি পর্য্যন্ত যাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় সরিয়া যাইতেছে, পবিত্র প্রেমমালার নিকটে সে কেমন করিয়া যাইবে?—ইন্দুভূষণ ফিরিয়া চলিলেন।

সহসা অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ইন্দুভূষণ চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার শয্যা কক্ষের বাতায়ন মুক্ত। গৃহের আলো মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাগানে আসিয়া পড়িয়াছে। "চির জন্মের মত প্রেমমালাকে ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে" ইন্দুভূষণ ভাবিলেন, "একবার তাহার প্রেমমুখখানি দেখিয়া যাই।" ধীরে ধীরে বাতায়নের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, প্রেমমালা করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অজস্র ধারে জল পড়িতেছে। অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি প্রেমমালার।

ইন্দুভূষণ কাণ পাতিয়া শুনিলেন, প্রেমমালা অতি মৃদুস্বরে বলিতেছেন,—"ভগবন্, প্রিয়তম স্বামীর সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিও। তিনি এ সংসারে আছেন কি না, তুমিই জান। কিন্তু যেখানেই থাকুন, ভগবন্, তাঁহাকে সুখে রাখিও, তোমার চরণে দাসী করযোড়ে এই মিনতি করিতেছে।"

ইন্দুভূষণ আর ফিরিতে পারিলেন না; ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রেমমালা চমকিয়া উঠিলেন;—দেখিলেন ইন্দুভূষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। চক্ষের পলকে পতিব্রতা রমণী স্বামীর বক্ষে আসিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইন্দুভূষণ সেই রাত্রে রমানাথ বাবুদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসার পর আর তাঁহাদের বাড়ী যান নাই। তাহার পর সপ্তাহ কাল চলিয়া গিয়াছে, প্রতিদিনই বিকাল বেলা সেখানে যাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সাহস হয় নাই। রমানাথ বাবু সেদিন রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন, অতিথির যত্ন করিয়াছেন। আজ সেরূপ যত্ন ও আদর করিবেন কি না কে জানে? ইন্দুভূষণ তাঁহার বাড়ীতে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে যান, রমানাথ বাবু এখন তাহা ইচ্ছা করিবেন কি না কে জানে? রমানাথ বাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতে শত ইচ্ছা হইলেও,

ইন্দুভূষণের এই সকল কারণে সেখানে যাইতে সাহস হইল না। ইন্দুভূষণ বিষম সমস্যায় পড়িলেন।

সহসা এক দিন, রমানাথ বাবু ইন্দুভূষণকে পত্রদ্বারা অতি মধুর ভাবে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। শোভনা সেই পত্রের ভিতরে তাঁহার স্ত্রীর নামে একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিয়া পাঠাইল। ইন্দুভূষণ প্রেমমালাকে ডাকিয়া পত্র দুখানা দেখাইলেন। ইন্দুভূষণ স্থির করিলেন, প্রেমমালাকে লইয়া রমানাথ বাবুদের বাড়ী বেড়াইতে যাইবেন।

প্রেমমালা শাশুড়ীর অনুমতি লইবার জন্য ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শাশুড়ী তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন; প্রেমমালাও শাশুড়ীকে ভক্তি করিতেন। তাঁহার অনুমতি পাওয়া বড় কঠিন হইল না। ইন্দুভূষণের বিমাতা অনুমতি দিয়া বলিলেন, "যাও, কিন্তু দাসী টাসী যেন কেহ সঙ্গে যায় না। ছোটলোকের মেয়ে, তারা টের পেলে গ্রামে গোল তুলিতে পারে।" প্রেমমালা প্রফুল্লমুখে শাশুড়ীর নিকট হইতে আপনার কাপড় পরিবার ঘরে গেলেন।

শয়ন কক্ষের নিকটেই কাপড় পরিবার ঘর। প্রেমমালা সেই ক্ষুদ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা পুরু গরদের সাড়ী পরিয়া ও সাড়ীর নীচে কতকগুলি বাঁধা কাপড় লইয়া ইন্দুভূষণের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রেমমালার রূপ সাদা গরদের শোভায় চতুর্গুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইন্দুভূষণ এ রূপরাশি দেখিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রেমমালা স্বামীকে বলিলেন,—"পাল্কী আনিতে বল। ঠাকুরাণীর অনুমতি পাইয়াছি।"

ইন্দুভূষণ ভৃত্যকে পাল্কী নিয়া আসিতে বলিলেন। প্রেমমালা বলিলেন,—"সদর দরজায় পাল্কী রাখিতে বল; সেখানে পাল্কী চড়িব।"

ভৃত্য, প্রভু ও স্বামিনীর আদেশ পালন করিতে গেল। প্রেমমালা বলিলেন,—"চুপি চুপি যেতে হবে। ঠাকুরঝি টের পাইলে গোল করিবে। তুমিও পাল্কীতে যাবে; আর একখানা পাল্কী ডাকিয়া আনিতে বল।"

ইন্দুভূষণ। সেত অনেক দূর নয়। আমি হাঁটিয়া যাই।

প্রেমমালা। তুমি হাঁটিয়া যাইবে, আর আমি সুখে পাল্কী চড়িয়া যাইব!

ইন্দুভূষণ স্ত্রীর কথায় উত্তর দিলেন না। গলায় ধরিয়া হাসি-মাখা মুখখানি চুম্বন করিলেন।

প্রেমমালা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কি করিয়া যাইবে বল?'

ইন্দুভূষণ। আমি তোমার পাল্কীর একটুকু আগে হাঁটিয়াই যেতে চাই। এত নিকটে, আমার পাল্কীতে যাইতে বড় লজ্জা হইবে।

রজনীর অন্ধকারে পৃথিবীর মুখ ঢাকিয়াছে। ভৃত্য আসিয়া বলিল,—'পাল্কী প্রস্তুত।'

স্বামী স্ত্রীতে ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে রমানাথ বাবুদের বাড়ী বেড়াইতে চলিলেন।

রমানাথ বাবু, শোভনা ও লীলাবতীর সঙ্গে নীচের দালানে বসিয়া গল্প করিতেছেন; এমন সময় ইন্দুভূষণ গিয়া উপস্থিত হইলেন। রমানাথ বাবু অতি যত্ন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা

করিলেন। শোভনা ও লীলাবতীও হাসিমুখে, সরলভাবে ইন্দু-ভূষণের সম্ভাষণ করিল। ইন্দুভূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎই প্রেম-মালার পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দুভূষণ বলিলেন,—'আমি একাকী আসি নাই।' রমানাথ বাবু শোভনাকে এই সংবাদ দিয়া, ইন্দুভূষণকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিচের তলার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিলেন।

বেহারারা হলঘরের দ্বারে পল্কী রাখিয়া চলিয়া গেল। শোভনা আপনি আসিয়া পাল্কীর দ্বার খুলিল। প্রেমমালা সহাস্য মুখে শোভনা ও লীলাবতীকে অভিবাদন করিয়া পাল্কী হইতে বাহির হইলেন। শোভনা প্রেমমালাকে দেখিয়া একটুকু বিস্মিত হইল। শোভনা ভাবিয়াছিল গ্রাম্য পরিবারের বধূগণ সাধারণতঃ যেমন ফিন্ ফিনে ধুতি অথবা বারাণশী শাড়ী পরিহিতা ও অলঙ্কারাবৃতা, ইন্দুভূষণের সহধর্ম্মিণীকেও সেইরূপই দেখিবে। কিন্তু প্রেমামালার গায় অলঙ্কার নাই বলিলেই হয়, কেবল হাতে বালা ও কাণে ইয়ারিং। পরিধানে ফিন্ ফিনে ধুতি নহে, কিন্তু সাদা গরদ। গাত্র অনাবৃত নহে, কিন্তু অতি সুন্দর সাটিনের জ্যাকেটে ঢাকা। পায়ে মল নাই, কিন্তু মোজা ও জুতা। শোভনা থমকিয়া দাঁড়াইল। এইরূপ বেশে ইন্দুভূষণের স্ত্রীকে দেখিবে শোভনা স্বপ্নেও ভাবে নাই। শোভনা হাত ধরিয়া আদর করিয়া প্রেমমালাকে উপরে লইয়া গেল। লীলাবতী তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদিগের প্রতি প্রথম দৃষ্টি-তেই অকারণে বিদ্বেষ জন্মে। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদিগকে দেখিয়াই ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়। প্রেমমালা এই

শ্রেণীরই যুবতী। প্রথম দৃষ্টিতেই শোভনা তাহার প্রতি আকৃষ্টা হইল। লীলাবতীর হৃদয়ও যেন অদৃশ্য সূত্রে প্রেমমালার দিকে ধাবিত হইল। অল্পক্ষণ পরেই প্রেমমালার মনে হইতে লাগিল, যেন অনেকদিনের সুপরিচিত বন্ধুদিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। আসিবার সময় মনে মনে যে সঙ্কোচ ভাব হইয়াছিল, অল্পক্ষণ বসিয়াই প্রেমমালার হৃদয় হইতে তাহা অন্তর্হিত হইল। প্রেমমালা শোভনা ও লীলাবতীর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শোভনা কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমমালাকে বাড়ীর ঘরগুলি দেখাইতে গেল। এঘর ওঘর দেখিয়া দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। লীলাবতী একটুকু গম্ভীরভাবে, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গৃহ-পরিদর্শন সমাপ্ত হইলে, যুবতীত্রয় পুনরায় দালানে আসিয়া বসিলেন।

শোভনা বলিল,—'কাকাবাবু ও ইন্দুবাবু নীচে বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে উপরে ডাকিয়া আনিব কি ?'

প্রেমমালা শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া পিঞ্জরের পাখী হইয়াছেন। ননন্দা যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার পরিবারে সংস্কারের ঢেউ লাগিয়াছিল, তাহা ঠিকই। পিতার পরিবারে প্রেমমালা পিতার বন্ধুবান্ধবদিগের সাক্ষাতে যাইতেন। প্রেমমালার মাতাও স্বামীর বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথা বার্ত্তা বলিতেন। প্রেমমালা বলিলেন,—'ডাকিয়া নিয়া আসুন।'

শোভনা লীলাবতীর নিকট প্রেমমালাকে রাখিয়া, নীচে গিয়া ইন্দুভূষণ ও রামানাথবাবুকে ডাকিয়া আনিল।

ইন্দুভূষণ ঘরে প্রবেশ করিয়াই লীলাবতীকে চিনিলেন।

কিন্তু প্রথমে প্রেমমালাকে চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। চক্ষু দুটী তাঁহার অন্বেষণে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সহসা প্রেমমালার মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ইন্দুভূষণ চমকিয়া উঠিলেন। প্রেমমালার এ বেশ হইল কি করিয়া? ইন্দুভূষণ এই রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না।

রমানাথ বাবুর অনুরোধে লীলাবতী গাহিতে লাগিল ঃ—

সুন্দর ভবন মোর সকলি সুন্দর তায়,
প্রীতি, শান্তি, পবিত্রতা, দিবানিশি বিরাজিছে।
প্রিয়তমা প্রণয়িণী, প্রেমের প্রতিমাখানি,
সতীর কোমল স্নেহ, চারিদিকে ছুটিতেছে।
ফুটিয়াছে চারিদিকে কচি কচি মুখগুলি,
ভাসিছে আনন্দে গৃহ, হাসির তরঙ্গ তুলি;
কেহ বাবা, বাবা, বলে, নাচিয়া আসিছে কোলে,
কেহ আধ আধ স্বরে জননীরে ডাকিতেছে।
বাহিরের শোকে দুঃখে, বিদেশীর অত্যাচারে,
এ সুখ ভাঙ্গিতে নারে, দূরে তারা থাকে পড়ে;
এমন সুখের স্থান, জুড়াইতে পোড়াপ্রাণ,
এমন স্বরগ শোভা, আর কি জগতে আছে?*

ইন্দুভূষণের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে ইন্দুভূষণ একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শোভনা সুপরিপাটি জল খাবার আনিয়া উপস্থিত করিল। ইন্দুভূষণ ও প্রেমমালা জলযোগ করিয়া বিদায় লইলেন।

---

* রাগিণী সাহানা,—তাল ঝাঁপতাল।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছে। গ্রাম নীরব নিস্তব্ধ। আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। প্রেমমালা স্বামীকে বলিলেন,—'এখন দুজনেই হাঁটিয়া যাই না কেন?'

ইন্দুভূষণ এখন আর তাহাতে অনভিমত প্রকাশ করিবেন কেন? দম্পতীযুগল একে অন্যের হাত ধরিয়া জ্যোৎস্নারাশির ভিতর নীরব গ্রাম্য পথে হাঁটিয়া চলিলেন।

ইন্দুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ বেশ পাইলে কোথা?'

প্রেমমালা হাসিয়া বলিলেন,—'খুলিয়া ফেলিব নাকি?'

ইন্দুভূষণ। কেন? এ রূপ দেখাইবার আর লোক আছে না কি?

প্রেমমালা। আছে বই কি?

ইন্দুভূষণ। সে কে? তাহাকে ডাকিয়া দেই?

প্রেমমালা। যম।

ইন্দুভূষণের বড় সাধ হইল, তখনই প্রেমমালার মুখখানি চুম্বন করেন। কিন্তু পাল্কীবেহারারা পশ্চাতে আসিতেছে, তাঁহার এই পবিত্র সাধ পূর্ণ হইল না।

ইন্দুভূষণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,'এ বেশ পাইলে কোথা?'

প্রেমমালা এবার প্রকৃত উত্তর দিলেন, 'ঘরে ছিল। গেল বছর যখন কলিকাতায় গিয়াছিলাম, তখন দাদা তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন।'

ইন্দুভূষণ। এত দিন ত পর নাই।

প্রেমমালা। এতদিন পরিতে সাধ হয় নাই।

ইন্দুভূষণের মুখে একটী বিষাদ-রেখা পড়িল, ইন্দুভূষণ ধীরে ধীরে একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়ে দুটী কেমন বল দেখি?"

প্রেমমালা। এমন ভাল মেয়ে কখনও দেখি নাই। সবে আজ তাঁদের সঙ্গে দেখা, কিন্তু এখনই আমার মনে হইতেছে ইঁহারা যেন আমার বহুদিনের বন্ধু।

ইন্দুভূষণ। কেমন গাহিতে পারে বল দেখি?

প্রেমমালা। এমন মিষ্টি সুর কোথাও শুনিনি। মেয়ে দুটির যেমন স্বভাব, তেমনি লেখাপড়া, তেমনি গান বাজনা। এমন মেয়ে কখনও দেখি নাই।

ইন্দুভূষণ। এমন পরিবারের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে আমার জীবনে এ ঘোর কলঙ্ক পড়িত না।

ইন্দুভূষণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

প্রেমমালা। আমাদের ঘরে ঘরে এমন মেয়ে কবে হইবে?

ইন্দুভূষণের প্রাণে পত্নীর কথা গুলি প্রতি অক্ষরে মুদ্রিত হইল। প্রতিধ্বনির মত ইন্দুভূষণ বলিয়া উঠিলেন:—

"এমন মেয়ে ঘরে ঘরে কবে হইবে?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শশীভূষণ আপনার ঘরে বসিয়া তামাকু পান করিতেছেন, শ্যামা আসিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইলেন। শ্যামার মুখ বড় অপ্রসন্ন। শশীভূষণ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মেঘ উড়েছে কেন?'

শ্যামা। না ভাই, আজ আর হাসি তামাসা করিবার সাধ নাই।

শশী। কেন? কি হইয়াছে?

শ্যামা। আর কি হবে? ঐ ছুঁড়িটা চলালে দেখ্‌ছি।

শশী। কি করিয়া?

শ্যামা। দাদাও এত দিনে মজেছেন। বউয়ের আঁচল ছাড়িতে চান না।

শশী। অমন বউ পাইলে কেইবা ছাড়ে?

শ্যামা। কিন্তু আমাদের যে তাতে প্রাণ যায়। ভাই বউয়ের বশ হইলে আর বাড়ীতে টিকিতে পারিব না।

শশী। কেন? দাদাকে তুমি নিজে বশ করিতে চাও না কি?

শ্যামা। এখনই আমাদের দেখে যে নাক তোলে, দাদাকে হাত করিতে পারিলে কি আর রক্ষা আছে?

শশী। এখন হতেই তার চিন্তা কেন? দেখই না কি হয়?

শ্যামা। আর সেই খৃষ্টানদের বাড়ী গিয়েছিলে কি? তারাই দাদাকে যাদু করেছে। ঐ ছুঁড়িটার মন্ত্রণায়ই ত দাদাও

সেখানে গিয়েছেন। সে বাড়ী আর ছাড়েন না। শেষটা যে কি হবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

শশী। তাহাতে তোমারই লাভ।

শ্যামা। কিসে?

শশী। বিয়ে করিতে পাবে।

শ্যামা। ছি! অমন কথা বলিও না।

শ্যামা একটুকু মধুর হাসি হাসিলেন।

শশী। যখন করিবে তখন যেন মনে থাকে।

শ্যামা। সে ভাবনা আর তোমাকে ভাবিতে হইবে না।

শশী। আমি না ভাবিলে আর কে ভাবিবে?

শ্যামা। তামাসা রাখ। দাদার এ সব কিন্তু আমার ভাল লাগে না।

শশী। আমার কিন্তু বড় ভাল লাগে।

শ্যামা। কেন?

শশী। পৃথিবীর সকলেই যদি ভাল লোক হয় কি সুখের কথা।

শ্যামা। ঐ ছুঁড়িটাই যত অনিষ্টের মূল। সেই ত দাদাকে খৃষ্টান করিতেছে।

শশী। আমিও তাঁহার সঙ্গী হব।

শ্যামা। মরণ আর কি। বলি, কি দুঃখে হবে?

শশী। সুখের জন্য।

শ্যামা। সুখটা আবার কি?

শশী। জুড়ি হাঁকিয়ে বেড়াব।

শ্যামা। কি করে?

শশী। যা করে হয় শেষটা দেখিতে পাবে। তুমি যদি আমার পাটরাণী হতে চাও, তোমাকেও সুখী করিব।

শ্যামা হাসিয়া শশীর গালে ক্ষুদ্র চপেটাঘাত করিয়া, তাহার কথার উত্তর দিলেন।

শশী। তবে এখন হইতে তার যোগাড় দেখ। আজ হইতে চাল বদলাইতে আরম্ভ কর। বউয়ের সঙ্গে একটুকু একটুকু ভাব কর। কিন্তু এক দিনে বেশী করিও না, তা হলে টের পাবে।

শ্যামাকে সহসা তাঁহার বিমাতা ডাকিলেন। শশীভূষণের কথার উত্তর দেওয়া হইল না। শ্যামা একটুকু হাসি ছড়াইয়া বিমাতার নিকট চলিয়া গেলেন।

শশীভূষণ ভাবিলেন, 'যৌতুক না পাইলে, এই মাল গ্রহণ করিতে পারিব না। কিন্তু উপযুক্ত যৌতুক পাওয়া যাইবে কি? সে পরের কথা। এখন যে চাল চালিয়াছি তাহাই শেষ করি। পরে কিং বা ভবিষ্যতি।'

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শোভনা ও লীলাবতী বাগানে বেড়াইতেছে। দুই সখীতে গলা ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে ফুলের বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শোভনা পীড়ার পর এখনও পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে নাই; তাই সহজেই একটুকু ক্লান্ত হইয়া

পড়িল। ফুল বাগানের মধ্যস্থলে এক খানি লৌহাসন ছিল; দুজনাতে গিয়া সেই আসনে উপবেশন করিল। চারিদিকে শত শত ফুল ফুটিয়াছে; সাদা, হল্‌দে, লাল, কত বর্ণের কত সুন্দর সুন্দর বড় বড় গোলাপ ফুটিয়াছে। অর্দ্ধ বিকশিত, পূর্ণ বিকশিত, মুদ্রিত, ফুল ও কলির ভরে ফুল গাছগুলি নুঁইয়া পড়িয়াছে। ফুল দেখিয়া লীলাবতীর বড়ই আমোদ হইল। লীলাবতী সখীকে রাখিয়া ফুল তুলিতে গেল। চারি দিকে রজনীগন্ধের ঝাড়। ফুটন্ত রজনীগন্ধ। দেখিতে যেমন সুন্দর ও পবিত্র, তেমনি সুসৌরভভরা। লীলাবতী রাশীকৃত রজনীগন্ধ ও গোলাপ তুলিয়া আনিল। ফুলসাজে প্রিয়সখী শোভনাকে সাজাইতে লাগিল। বিনা সূতে রজনীগন্ধের বলয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সুগোল হস্তে পরাইয়া দিল। রজনীগন্ধের সুন্দর হার রচনা করিয়া গলায় পরাইয়া দিল। সুন্দর সুন্দর গোলাপ দিয়া তাহার বেণীটী সাজাইয়া দিল। ফুলসাজে শোভনাকে বন দেবীর মত দেখাইতে লাগিল। শোভনার ক্লান্তি দূর হইলে আবার দুই সখীতে বাগানে বেড়াইতে লাগিল।

ইন্দুভূষণ ও প্রেমমালা প্রায় প্রতিদিনই এখন রমানাথ বাবুর বাড়ী বেড়াইতে আসেন। আজও স্বামী স্ত্রীতে রমানাথ বাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সদর দরজা পার হইয়াই প্রেমমালা শোভনা ও লীলাবতীকে বাগানে বেড়াইতে দেখিলেন। শোভনা ও লীলাবতী, প্রেমমালা বা ইন্দুভূষণকে দেখিতে পাইল না। ইন্দুভূষণ রমানাথ বাবুর অন্বেষণে গেলেন। প্রেমমালা ধীরে ধীরে শোভনা ও লীলাবতীর অলক্ষিতে তাঁহাদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রেমমালাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া

শোভনার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। প্রেমমালা দেখিলেন, শোভনা ফুল সাজে সাজিয়া একটুকু অপ্রতিভ হইয়াছে, অমনি তাঁহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"বেশ দেখাইতেছে। ফুল সাজে বোন্, তোমাকে বড়ই ভাল দেখায়।"

রমণীগণের আত্মীয়তা একটুকু শীঘ্র হয়। এই ক দিনেই শোভনা ও প্রেমমালা একে অন্যের 'তুমি' হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের বয়সের বিভিন্নতা যে বেশী ছিল তাহাও নহে।

শোভনা বলিল,—"তোমাকে আরো সুন্দর দেখাইবে। চল, তোমাকেও সাজাইয়া দেই গিয়া।"

শোভনা প্রেমমালার গলা ধরিয়া আবার ধীরে ধীরে ফুল-বাগানের দিকে চলিল। লীলাবতীর প্রফুল্ল মুখ ভার হইল। লীলাবতী বিষণ্ণ মুখে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

শোভনা রাশিকৃত রজনীগন্ধ তুলিয়া, বলয় ও হার নির্ম্মাণ করিয়া প্রেমমালার হাতে গলায় ও কাণে পরাইয়া দিল। ফুটন্ত বড় বড় কয়েকটী গোলাপ তুলিয়া তাঁহার বেণীতে গাঁথিয়া দিল। ফুল সাজে প্রেমমালার উজ্জ্বল রূপ উছলিয়া উঠিল।

প্রেমমালা বলিলেন, 'চল, সব বাগানটী বেড়াইয়া দেখি।'

যুবতীত্রয় বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন। শোভনা ও প্রেম-মালা হাসিয়া হাসিয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু লীলাবতীর মুখে বড় হাসি ফুটিতেছে না। লীলাবতী আজ মিতভাষিণী।

বেড়াইতে বেড়াইতে যুবতীত্রয় একেবারে বাগানের শেষ সীমায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার নিকটেই একখানি কুটীর। শোভনা ও লীলাবতী কখনও সমস্ত বাগানটী ঘুরিয়া

বেড়ায় নাই। এই কুটীরটি তাঁহারা এই প্রথম দেখিতে পাইল।

শোভনা বলিল,—'এই বাড়ীতে কাহারা থাকে? চলনা একবার তাহাদিগকে দেখিয়া আসি।'

বাগান ছাড়াইয়া কুটীর, তিন জনে একটুকু দূর হইতে দেখিলেন :—

কুটীর প্রাঙ্গনে একটী রমণী বিষন্ন মুখে বসিয়া আছে। তাহার স্বাভাবিক সবল ও সুস্থ দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার ক্রোড়ে একটী শীর্ণকায় শিশু নিদ্রিত। রমণীটি বিষন্নভাবে, অবনত মস্তকে তাহারই শুষ্কমুখখানির দিকে চাহিয়া আছে।

শোভনা, প্রেমমালা ও লীলাবতী, তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে এক সঙ্গে তিনটী অল্প বয়স্ক বালক বালিকা দূরে খেলা করিতেছিল, এখন খেলা ছাড়িয়া আসিয়া, 'মা খেতে দাও' 'মা খেতে দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

হতভাগিনী মা,—'কি দিব বাবা? কি দিব মা? ঘরে ত কিছুই নাই।'—এই বলিয়া বিবশা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

যুবতীত্রয় কষ্টে চক্ষুর জল সংবরণ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বালক বালিকাগুলি ভয়ে সরিয়া গেল। রমণী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—একটুকু জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল।

শোভনা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'ছেলেরা কাঁদিতেছে কেন গা?'

রমণী চক্ষুজল সংবরন করিতে পারিল না। নীরবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

শোভনা মাটি হইতে তাহার ঘুমন্ত ছোট ছেলেটীকে কোলে তুলিয়া লইল। আপনার অঞ্চল দিয়া তাহার গায়ের ধুলি মুছাইয়া দিল। ক্ষুদ্র শিশুটী জাগিয়া উঠিল। মাকে নিকটে না দেখিয়া কাঁদিবার আয়োজন করিতেছিল, শোভনার মুখের দিকে তাকাইয়া আর কাঁদিল না। এক দৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শোভনা তাহার মুখখানি চুম্বন করিল। শিশুটী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার ছোট ছোট দাঁত চারিটী মুক্তার মত ঝলমল করিয়া উঠিল। শোভনা আবার চুম্বন করিল, শিশুটী তাহার চিবুক ধরিয়া হাসিতে হাসিতে উঁঃ, উঁঃ করিতে লাগিল। যেন শোভনার সঙ্গে তাহার বহুদিনের আলাপ পরিচয়। শিশুর মাতা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শিশুটির হাসি দেখিয়া লীলাবতী তাহাকে কোলে করিবার জন্য হাত বাড়াইল। শিশু মুখ ফিরাইয়া নিল। লীলাবতী হাত ধরিয়া টানিল। শিশু কাঁদিতে আরম্ভ করিল। শোভনা হাসিয়া বলিল,—"আমার কোল ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবে না।"

প্রেমমালা তখন হাত বাড়াইলেন। শিশু দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার কোলে গেল। প্রেমমালা তাঁহাকে চুম্বন করিলেন, শিশু তাঁহার ঠোঁট ধরিয়া উঁঃ, উঁঃ করিতে লাগিল।

লীলাবতীর মুখে বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হইল।

প্রেমমালা শিশুর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ ছেলেরা কি কিছু খেতে পায় নাই ?"

রমণী কাঁদিতে লাগিল। শোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "এদের বাবা কোথায় ?"

রমণীর আর এ কথার উত্তর দিতে হইল না। একটী সবলকায় পুরুষ একটা শূন্য ধামা টুপীর মত মাথায় দিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহপ্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাকে দেখিয়া বালক বালিকাদের আর আনন্দের সীমা নাই। দৌড়িয়া গিয়া "বাবা খাবার দাও, বাবা খাবার দাও" বলিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল। এই হতভাগ্য ব্যক্তি ছেলেদের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছেলেরা যত "খেতে দাও, খেতে দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, সে তত হাসিতে লাগিল। দুই বৎসরের একটী কচি শিশু বাবার মুখের দিকে তাকাইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল "খাবাল দাও।" এই দুর্ভাগা মাথা হেঁট করিয়া যেই তাহাকে কোলে তুলিতে গেল; অমনি ক্ষুদ্র শিশুটীর উপর তাহার সমস্ত শরীরের ভার পড়িল, শিশুটী চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইল। তাহার হতভাগিনী মা সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রেমমালা দৌড়িয়া আসিয়া শিশু-টীকে ক্রোড়ে তুলিলেন। শোভনা দৌড়িয়া এক ঘটী জল আনিয়া শিশুর মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যে শিশুর চেতনা হইল। কিন্তু যাতনায় তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ ছট ফট করিতে লাগিল। শিশু বমি করিবার চেষ্টা করিল, এক হক্কা রক্তে প্রেমমালার কাপড় ভাসিয়া গেল। শোভনা রমানাথ বাবুকে ডাকিবার জন্য বাড়ীর দিকে ছুটিল। এই ক্ষুদ্র কুটীর প্রাঙ্গনে মহা কোলাহল উঠিল।

ছেলেরা এতক্ষণ বাবার আশায় ছিল। বাবা আসিল, কিন্তু তাহাদের খাবার মিলিল না, তাহারা আর শান্ত থাকিবে কেন? মাকে বেষ্টন করিয়া "খেতে দাও" "খেতে দাও" বলিয়া চীৎকার

করিতে লাগিল। এদিকে মা, আহত শিশুর মুখে রক্ত উঠিতেছে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। কোলের শিশুটীকে শোভনা মাটিতে রাখিয়া গিয়াছে, সকলে কাঁদিতেছে দেখিয়া তাহারও কাঁদিবার সাধ হইল। তখন হতভাগ্য পিতারও কাঁদিবার ঝোঁক উঠিল; সেও ঘরের কোণে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। লীলাবতী ছোট শিশুটীকে কোলে লইতে গেল, শিশু তাহাতে আরো বেশী করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। লীবাবতী অগত্যা বিষন্ন মুখে প্রেমমালার নিকটে আসিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

রমানাথ বাবু ও ইন্দুভূষণ শীঘ্রই দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মর্ম্মবিদারক দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের কোমল হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে শিশুটীর মুখে রক্ত উঠিতে লাগিল। তাহার বাক্‌শক্তি রোধ হইল। শিশুটীর জীবনের আশা আর নাই।

শোভনা শীঘ্রই বালক বালিকাদিগের জন্য উপযুক্ত খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিল। ক্ষুধার্ত্ত শিশুদিগকে শান্ত করিয়া সকলে মিলিয়া আহত শিশুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র শিশুটী আর চক্ষু খুলিল না। রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে তাহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রমানাথ বাবু, শোভনা ও লীলাবতীর অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া, ইন্দুভূষণ ও প্রেমমালা পরদিন তাঁহাদের বাড়ীতেই রহিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সকলেই স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্ণে সকলে বসিবার ঘরে আসিয়া একত্রিত হইলে, স্বভাবতঃই পূর্ব্বদিনের বিষয় লইয়া কথা বার্ত্তা চলিল।

রমানাথ বাবু বলিলেন,—"মদে মানুষের কতই না দুর্দ্দশা হয়!" ইন্দুভূষণের চক্ষে জল আসিল। মনে মনে তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

শোভনা। এ গ্রামে খুব মাতাল আছে না কি?

ইন্দুভূষণ। পূর্ব্বে ছিল না; সম্প্রতি হয়েছে।

শোভনা। কেন?

ইন্দুভূষণ। মদের দোকান বাড়িয়াছে।

রমানাথ বাবু। সরকারের এ দিকে বেশী দৃষ্টি থাকিলে এইরূপ হইত না।

ইন্দুভূষণ। তাত ঠিকই! শুনেছি এই গ্রামে দশ বৎসর পূর্ব্বে একটী মাতালও দেখা যাইত না।

শোভনা। দশ বৎসরের মধ্যেই এত পরিবর্ত্তন!

ইন্দুভূষণ। পূর্ব্বে মধুপুরে একটীও শুঁড়ির দোকান ছিল না। এখন পাড়ায় পাড়ায় দোকান খুলেছে। আগে গ্রামে টাকায় এক সের মদ পাওয়া যাইত. এখন পাঁচ সের পাওয়া যায়।

শোভনা। আপনারা কি ইহা বন্ধ করিতে পারেন না?

রমানাথ। সরকারের ইহাতে আয় বাড়ে, ইঁহারা বন্ধ করিবেন কেমন করিয়া?

শোভনা। তবে কি সরকারের আয় অপেক্ষা লোকের ধন প্রাণ বেশী নয়?

রমানাথ। আগে আয়, তার পর লোকের সুখ। এ দেশের লোক আগে মদ কাহাকে বলে জানিত না। মুসলমানেরা ত কখনই মদ খায় না; মদ খাওয়া তাহাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। হিন্দুরাও মদ খাওয়া কাহাকে বলে জানিত না। ইংরাজ রাজা হইয়া অবধি এ দেশের হিন্দু মুসলমান সকলেই মদ ধরিয়াছে। এখন গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কত মাতাল পাওয়া যায় তার ঠিকানা নাই। ইংরেজ এ দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন, কিন্তু সকল উপকারের সঙ্গে এ ঘোর অপকারের ওজন করিলে অপকারের ভাগ বেশী হইয়া দাঁড়ায়।

ইন্দুভূষণ। ইহার কি কোনও প্রতিবিধান নাই?

রমানাথ। বিধাতা ইহার প্রতিবিধান না করিলে আমরা তার আর কি করিব?

শোভনা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বিধাতা ইহার প্রতিবিধান কবে করিবেন?"

শোভনা আজ দেশের দুর্দ্দশার আর একটী প্রমাণ পাইল। মনে মনে বলিল "পরমেশ্বর, এ দেশের জন্য কাঁদিতে শিখাও"।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার উত্তর অংশে সুবিস্তীর্ণ রাজ পথের নিকটে একটী বড় বাড়ীর একটী ছোট কক্ষে বসিয়া দুইটী যুবক কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন। উভয়েই দেখিতে সুশ্রী ও বুদ্ধিমান। দেখিলেই ইহাদিগকে সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। দুজনে একান্তে বসিয়া, নিবিষ্ট চিত্তে কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন।

প্রথম যুবক। এইরূপ ভাবেই কি চিরদিন কাটিবে?

দ্বিতীয় যুবক। তাইত আশা করি।

প্রথম। এখনও সময় আছে, শেষে অনুতাপ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়। কখনও অনুতাপ করিতে আশা করি না।

প্রথম। এইরূপ ভাবে জীবনের অপব্যবহার করাতে কি যে পুণ্য আছে জানি না। তোমার ক্ষমতা আছে; বিদ্যা, বুদ্ধি সকলই আছে; ইহাদের উপযুক্ত ব্যবহার করিলে তুমি দশ জনের এক জন হইতে পার।

দ্বিতীয়। ছি, ও কথা কি করে বল? তা না হলেই কি জীবনের অপব্যবহার হইল?

প্রথম। কার্য্যকারিতা কমিলেই বিদ্যা বুদ্ধির অপব্যয় হইল। অন্য পথ ধরিলে তোমার কার্য্যকারিতা বাড়িত।

দ্বিতীয়। আমি মনে করি কমিত, না হইলে সে পথ অনেক দিনই ধরিতাম। পরাধীন হয়ে কাজ করিতে পারে কে?

প্রথম। আমরাই কি পরাধীন আর তুমিই স্বাধীন? তা যাক্ ও সব কথা এখন থাক্। সরকারী কাজ কর্ম্ম যেন নাই নিলে; কিন্তু বিয়ে থাওয়াও কি করিবে না? তাতেও কি স্বাধীনতা যায়?

দ্বিতীয়। সে কথা এখনও ভাবি নাই, ভাবিবার সুযোগ হয় নাই। আর, যত দিন না কাহারও ভালবাসায় পড়েছি ততদিন সে কথা ভাবিতেও পারিব না।

প্রথম। আচ্ছা, বল ত যোগীন্, তোমার মার প্রতি কি তোমার বিন্দুমাত্রও মায়া মমতা নাই? তাঁকেও কাঁদান কি সৎকাজ?

দ্বিতীয়। মার প্রতি মায়া মমতা না থাকিলে আর কাহার প্রতি থাকিবে? কিন্তু মার কাল্পনিক সুখের অনুরোধে ত যখন তখন, যে সে মেয়েকে বিয়ে করিতে পারি না।

প্রথম যুবক নীরব হইলেন। তাঁহার মুখে একটা ঈষৎ বিষাদের রেখা পড়িল। অধোবদনে কি ভাবিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় যুবক কিয়ৎক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"দেখ, বিনোদ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, আজ কদিনই ভাবছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই; কেমন বাধ বাধ ঠেকে।"

বিনোদের মুখ আরক্তিম হইল। যোগীন্ কি জিজ্ঞাসা করিবেন তাহা যেন তিনি বুঝিয়াছেন। লজ্জাবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—'তাতে আবার বাধ বাধ ঠেকিবে কেন? তুমি আজ কাল কেমন বেশী পর পর ভাব।'

যোগীন। লোকে বলে, তুমি নাকি লম্বোদর চন্দ্রের ন' বছরের মেয়েকে বিয়ে করিবে? আমার কিন্তু বড় বিশ্বাস হয় নাই।

বিনোদের মুখ আরো লাল হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—'এখনও কিছু ঠিক হয় নাই, তবে মা'র বড়ই ইচ্ছা। কিন্তু এখনও মত দেই নাই।'

যোগীনের মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল। যোগীন মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

বিনোদ বলিলেন,—'মার বড়ই ইচ্ছা; নতুবা এইরূপ বিবাহে আমার চক্ষে যে কোনও আকর্ষণই নাই, তাও কি আবার তোমাকে বলিতে হইবে? তবে মার মনে আঘাত দেওয়া কেমন লাগে, তাই এখনও কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।'

যোগীন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'তুমিও যদি এই-রূপ কর তবে আর আমাদের দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? আজ হইতে জানিলাম, এ প্রাণ জুড়াইবার স্থান আর জগতে নাই।'

যোগীনের চক্ষে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল।

বিনোদ পূর্ণবয়স্ক যুবক। কিন্তু বাল্যসখা যোগীন্দ্রের প্রতি তাঁহার এখনও গভীর ও অকৃত্রিম ভালবাসা আছে। পঞ্চবিংশতি

বর্ব্বের শিক্ষিত যুবক বিনোদবিহারী চক্ষুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। যোগীনের হাত ধরিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন,—'যোগীন, অমন কথা ব'লো না। আশৈশব এক সঙ্গে ভাসিয়াছি, আজীবন একসঙ্গে ভাসিব। এ বন্ধুত্ব জীবনে ভাঙ্গিবে না।'

যোগীন। যে দিন দুজনে দুপথ ধরিয়াছি সে দিনই প্রকৃত বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়াছে। ভাব ও আশার সমতা ভিন্ন প্রকৃত বন্ধুত্ব হইতে পারে না।

বিনোদ। সামান্য মতভেদ হইলে যে তোমার আমার বন্ধুত্ব ভাঙ্গিবে একথা কোন দিন ভাবি নাই।

যোগীন। একি সামান্য মতভেদ? বালিকা বিবাহ করিবে এই কি তোমার মত?

বিনোদ। তাহা ত এখনও স্থির হয় নাই।

যোগীনের চক্ষু দিয়া অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল, মুখে গভীর ঘৃণার ভাব প্রকাশিত হইল, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এখনও স্থির কর নাই? এও কি আবার স্থির করিতে হয়? ছি! ছি! তোমার মুখে একথা শুনিব স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

বিনোদ কোনও উত্তর করিলেন না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা আগত দেখিয়া যোগীন বলিলেন,—'আমি এখন আসি, আমার এক যায়গায় বরাত আছে।'

বিনোদ। আবার কবে আসিবে বল?

যোগীনের হাত ধরিয়া, কোমলভাবে এই কথাগুলি বলিলেন।

যোগীন। অবসর পাইলেই আসিব। যোগীন দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলিলেন। হৃদয়ের একটী আরামের স্থল ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

বিনোদের চক্ষুতে জল আসিল। ভগ্নস্বরে বলিলেন,—"যত শীঘ্র পার এস। যোগীন বিদ্যুতের মত গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

রমানাথ বাবু বিনোদের সম্বন্ধে যে বলিয়াছিলেন,—"বিনোদের ঘোর পরিবর্ত্তন হয়েছে" তাহা ঠিকই। সাত বৎসরে এই ঘোর পরিবর্ত্তন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় একটী নূতন নাট্যশালা খুলিয়াছে। ইহাতে কতিপয় সচ্চরিত্র যুবক মিলিত হইয়া উৎকৃষ্ট নাটকাদির অভিনয় করেন। এ স্থানে বিশুদ্ধ রুচি অনুসারে অতি উৎকৃষ্ট নাটকাদি উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হয় শুনিয়া তথায় যাইবার জন্য রমানাথ বাবুর সাধ হইল। সন্ধ্যা সময়ে লীলাবতী ও শোভনাকে লইয়া তিনি অভিনয় দেখিতে গেলেন।

অভিনয়ের বিষয়টীও তাঁহার মনোমত হইল। বাঙ্গলায় যত নাটক আছে, রমানাথ বাবু তন্মধ্যে নীলদর্পণের অভিনয় দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাল বাসিতেন। আজ নীলদর্পণ অভিনীত হইবে; রমানাথ বাবুর খুব উৎসাহ। শোভনা ও

লীলাবতী কখনও অভিনয় দেখে নাই, তাহাদের ত উৎসাহের কথাই নাই।

নাট্যশালা দ্বিতল। উপরের তলায় একটী নিভৃত কক্ষে রমানাথ বাবু সপরিবারে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। অভিনয় আরম্ভ হইল, তিনজনে উপর হইতে সাধারণ লোকের অদৃশ্যে বসিয়া অভিনয় দেখিতে লাগিলেন।

অভিনয় প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, শোভনার চক্ষে জল, প্রাণে অসহ্য যাতনা। নীলদর্পণে তাহার যে এ যাতনা হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? যখন অবিচারে কারারুদ্ধ হইয়া নবীন-মাধবের পিতা স্বহস্তে আত্মহত্যা করিলেন,—যখন অভিনয় স্থলে তাঁহার মৃত দেহ ঝুলিতে লাগিল,—যখন বিন্দুমাধব আসিয়া পিতার মৃত দেহের নিকট পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন,—তখন শোভনার প্রাণে ভীষণ যাতনা উপস্থিত হইল। শোভনা হৃদয়-বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া বালিকার মত কাঁদিতে লাগিল। তাহার পিতার জীবনের ইতিহাস মনে পড়িল। তাহাতে এই দুঃখক্লিষ্ট অত্যাচার-পীড়িত পরিবারের প্রতি তাহার সরল গভীর সহানুভূতির উদয় হইল। শোভনা মনে করিতে লাগিল, তাহার আপনার পরিবারের লোকেরাই যেন অভিনয় স্থলে পড়িয়া চীৎকার করিতেছেন।

চতুর্থ অঙ্কের অভিনয় শেষ হইল। ঐকতান বাদন আরম্ভ হইল। শোভনা চোখ তুলিয়া শূন্য মনে এদিক ওদিক দৃষ্টি করিতে লাগিল। সহসা তাহাদের আসনের ঠিক বিপরীত দিকে একটী নিভৃত কক্ষে দুইটী যুবক বসিয়া আছেন দেখিতে

পাইল। যুবক দুইটী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। দৃষ্টির শূন্যতা চলিয়া গেল। শোভনা ঔৎসুক্যপূর্ণ প্রাণে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল! সহসা তাহার হৃদয় সবেগে আহত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, শোভনা আর সে দিকে চাহিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া যবনিকার ছবি দেখিতে লাগিল। চক্ষুর যেন সে ছবি দেখিতে সাধ গেল না। আবার চোখ দুটী যুবক দুটীর খোঁজে গেল। আবার ফিরিয়া আসিল। আবার অদৃশ্য টানে সেই দিকে গিয়া পড়িল। শোভনার মনে লজ্জা হইল। রমানাথ বাবু দেখিয়া কি বলিতেছেন।

যুবক দুটি অনেকক্ষণ শোভনা ও লীলাবতীকে দেখিয়াছেন। শোভনা তাঁহাদের দিকে এইরূপ দৃষ্টি ফেলিতেছে, সহসা একটী যুবক তাহা দেখিলেন,—চারি চোখে এক হইল। দুজনাই চোখ ফিরাইয়া নিলেন! শোভনা আর সে দিকে চোখ ফেলিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ইহাঁরা কে জান কি?"

দ্বিতীয় যুবক। না জানি না।

প্রথম যুবক নীরব হইলেন। দ্বিতীয় যুবক একাগ্র মনে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন।

অভিনয়ের মধ্যস্থলে শোভনার চোখ আর একবার সেই যুবক দুটীর দিকে গেল,—শোভনা দেখিল একটী যুবক অনিমেষ লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। শোভনার মুখ আবার আরক্তিম হইয়া উঠিল। লজ্জায় শোভনা মাথা হেঁট করিল।

অভিনয় শেষ হইল। দর্শকবর্গ একে একে গৃহ হইতে

বাহির হইলেন, রমানাথ বাবুরা একটুকু ভিঁড় কমিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। শোভনার চোখ আর একবার সেই যুবক-দুটীর আসনের দিকে গিয়া পড়িল। শোভনা দেখিল,—সেই দুটী চোখ তখনও তাহার উপর পড়িয়া আছে। শোভনা রমানাথ বাবুর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। যুবক চক্ষু ফিরাইলেন। আর শোভনাদের সঙ্গে যুবক দুটীর সাক্ষাৎ হইল না।

পাঠক এ যুবক দুটীকে চিনিলেন কি? ইঁহারা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বিনোদ বিহারী ও যোগীন্দ্রনাথ।

বাড়ী যাইবার সময় শোভনা রমানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "এসব কি প্রকৃত ঘটনা?"

রমানাথ। এক পরিবারে, এক স্থানে, যে এই সকল ঘটনাই ঘটেছে তাহা নহে, তবে স্থূলতঃ সব ঘটনা সত্য।

শোভনা। এ অবিচারের কি কোন প্রতিবিধান নাই?

রমামাথ। ভগবান্ ইহার প্রতিবিধান না করিলে, কে করিবে?

শোভনা আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "ভগবান ইহার প্রতিবিধান কবে করিবেন?"

শোভনা আপনার শয়ন কক্ষে গিয়া আজ আবার তাহার পিতার প্রতিমূর্ত্তিখানি দেরাজ হইতে খুলিল। তাঁহার সমক্ষে করযোড়ে সংকল্প করিল,—"ভগবান্, আজ আবার পিতার এই প্রতিমূর্ত্তি সাক্ষাতে রাখিয়া এই গভীর নিশিথে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব দেশের দুঃখ দুর্গতির কথা ভুলিব না, প্রাণ-পণে দেশের মঙ্গলের জন্য খাটিব, এই আমার জীবনেব লক্ষ্য হইল। ভগবন্, উপযুক্ত বল বিধান কর।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমানাথ বাবু আজ প্রায় তিন সপ্তাহ কাল কলিকাতায় আসিয়াছেন। কিন্তু বিনোদবিহারী সে খবর পান নাই, সে খবর রাখেন না। একদিন ছিল, যখন বালক বিনোদবিহারী দিন রাত্র রমানাথ বাবুর বাড়ীতে পড়িয়া থাকিত। এক দিন ছিল, যখন এক ঘণ্টার জন্য রমানাথ বাবুর বাড়ী ছাড়িতে তাহার ঘোর কষ্ট হইত। কিন্তু আজ প্রায় তিন মাস কাল বিনোদবিহারী কলিকাতায় আসিয়াছেন, এই দীর্ঘকাল মধ্যে এক দিন বই দুদিন রমানাথ বাবুদের কথা পর্য্যন্ত কাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। মানুষের স্বভাব ও চরিত্রে এতই পরিবর্ত্তন হয়!

রমানাথ বাবুর বাড়ীর নিকটেই বিনোদবিহারীর পারিবারিক ভদ্রাসন। এক সময়ে বিনোদবিহারী আপনার বাড়ীর ছাদে উঠিলেই এক দৃষ্টে রমানাথ বাবুদের ছাদের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ক্ষুদ্র বালিকা-মূর্ত্তি সেখানে দেখা যায় কি না, খুঁজিয়া দেখিতেন। চোখ দুটী বিস্তৃত করিয়া, তাহাতে প্রাণের সমুদায় উৎসাহ ঢালিয়া দিয়া, সেইদিকে অনিমেষ ভাবে চাহিয়া থাকিতেন। সাত বৎসর পর বাড়ী আসিয়া প্রাতে, সন্ধ্যায়, রাত্রে, কত সময়ে বিনোদবিহারী কত বার আপনার বাড়ীর ছাদে উঠিয়াছেন, কিন্তু রমানাথ বাবুর বাড়ীর ছাদ বলিয়া একটা পদার্থ যে আছে তাহাই তাঁহার মনে পড়ে নাই।

কলিকাতা আসিয়া কিছুদিন পরে বিনোদবিহারী একবার রমানাথ বাবুদের খপর নিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা মধুপুরে।

তার পর তাঁহার আপনার সাংসারিক চিন্তার মধ্যে রমানাথ বাবুর স্মৃতি একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিনোদবিহারীর যতই কেন পরিববর্ত্তন হউক না, রমানাথ বাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন একথা জানিতে পারিলে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। স্থূল কথা এই, রমানাথ বাবুর কথা তাঁহার মনেই আর পড়ে নাই।

রমানাথ বাবু কলিকাতায় আসিয়াই বিনোদবিহারীর খপর নিয়াছেন। শোভনা ও লীলাবতীও তাঁহার খপর লইয়াছে। তিন সপ্তাহ কাল মধ্যে বিনোদবিহারী একবারও তাঁহাদের খপর নিলেন না দেখিয়া শোভনার মনে বড় বাজিতেছে। এবার কলিকাতায় আসিয়া অবধি শোভনা একটুকু বেশী চিন্তাশীলা, একটুকু বেশী বিষণ্ণ হইয়াছে। লোকের সাক্ষাতে তাহার মুখের হাসি মিলাইত না। কিন্তু নির্জ্জনে বসিলেই শোভনা কেমন বিষণ্ণ হইত। লীলাবতীর পাতলা মন;—তাহার মুখে এ গভীর বিষাদ আসিতে পারে না। লীলাবতী বিনোদ দাদার কথা লইয়া বড়ই গল্প করিত। শোভনা সেকথা উঠিলেই মিতভাষিণী হইত।

আজ বিনোদবিহারী বাল্যকালে যে সমুদায় পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছিলেন, কি মনে ভাবিয়া একবার তাহা খুঁজিয়া দেখিতে গেলেন।

বিনোদবিহারী বাল্যকালের বইগুলি খুঁজিয়া দেখিতেছেন। একপাত দুপাত করিয়া অনেকগুলি বই দেখিলেন। বিনোদবিহারী বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন, যথেষ্ট পুরস্কার পাইতেন। পুরস্কারের বই অনেক। বিনোদবিহারী সে গুলি একে একে অনেক দেখিলেন। সহসা একখানা অতি সুন্দর বাঁধান পুস্-

কের প্রতি তাঁহার নজর পড়িল। বিনোদবিহারী উৎসুক হইয়া বই খানি হাতে নিলেন। প্রথম পাত খুলিয়া দেখিলেন এখানি স্কুলের পুরস্কার নহে, কিন্তু রমানাথ বাবুর উপহার। বিনোদবিহারীর হৃদয়ে বাল্যজীবনের সমগ্র ইতিহাস যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। শোভনার, লীলাবতীর, সকলের কথা সবেগে প্রাণের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। বিনোদবিহারীর মনে কষ্ট হইল। সে সুখের দিনের সঙ্গে তাঁহার বর্ত্তমান জীবনের তুলনায় একটুকু কষ্ট হইল। রমানাথ বাবুদের আর কোনও খপর লয়েন নাই বলিয়া আপনাকে একটুকু অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বিনোদবিহারী ঠিক্ করিলেন, সেই দিনই রমানাথ বাবুদের খপর লইবেন।

অপরাহ্নে বিনোদবিহারী রমানাথ বাবুদের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রমানাথ বাবু বাড়ী আছেন; তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য চলিলেন। বিনোদবিহারীর হৃদয় সবেগে আঘাত করিতে লাগিল; কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল, শরীর ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। বিনোদবিহারী নীচের তলার বসিবার ঘরে বসিয়া রমানাথ বাবুর নিকট খপর পাঠাইলেন।

রমানাথ বাবু, শোভনা ও লীলাবতীর সঙ্গে গল্প করিতেছেন, ভৃত্য গিয়া খপর দিল, বিনোদবাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন। রমানাথ বাবু তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইতে ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। শোভনার মুখ আরক্তিম হইয়া গেল। শোভনা আসন পরিত্যাগ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার আয়োজন করিল। রমানাথ বাবু বলিলেন,—'কেন, শোভনা চলে যাচ্ছ যে? বিনোদের হাজার পরিবর্ত্তন হউক, বিনোদ ত আর আমাদের

পর নন্। হয়ত স্বভাবতঃই তোমাদের সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে।' শোভনা আবার আসন গ্রহণ করিল, একটুকু জড়সড় হইয়া একপাশে বসিল।

বিনোদ আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন, রমানাথ বাবু উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন,—হাতে ধরিয়া, গৃহে আনিয়া, সুকোমল আসনে বসাইলেন। এতক্ষণে বিনোদবিহারীর চক্ষু শোভনার উপর পড়িল। বিনোদ চমকিয়া উঠিলেন। হৃদয় সবেগে আঘাত করিতে লাগিল। কথা শুষ্ক কণ্ঠে ঠেকিয়া রহিল। রমানাথ বাবুর কথার উত্তর দিতে দিতে মাঝখানে বিনোদের কথা ভাঙ্গিয়া গেল। রমানাথ বাবু তাঁহার এই বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, —'তুমি কি শোভনাকে চিনিতে পারিলে না? এই লীলাবতী;—ঐ শোভনা।'

শোভনার নত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বিনোদের রাঙ্গা মুখ আরো রাঙ্গা হইল। বিনোদবিহারী অপ্রস্তুত হইয়া, শোভনাকে নমস্কার করিলেন। লীলাবতী হাসিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদ তাহা দেখিলেন, দেখিয়া আরো অপ্রতিভ হইলেন। শোভনার রাঙ্গা মুখ আরো রাঙ্গা হইয়া গেল: ধীরে ধীরে নত মুখে তাঁহার অভিবাদন গ্রহণ করিল।

রমানাথ বাবু বলিলেন,—'তুমি যেমন বড় হইয়াছ, ইহারাও তেমনি বড় হইয়াছে। সহসা একে অন্যকে চিনিয়া ওঠা ভার।'

এতক্ষণে বিনোদের কথা ফুটিল,—'আমি কলিকাতায় আসিয়াই আপনাদের খপর নিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আপনারা এখানে ছিলেন না।'

রমা। তুমি আসিবে আমরা জানিতাম, কলিকাতায় আসিয়াই তুমি এখানে আছ শুনিয়াছি।

বিনোদ। আমার ছুটিও প্রায় ফুরাইয়া আসিল। শীঘ্রই আবার যেতে হবে আপনারা এর ভিতরেই কলিকাতায় এসেছেন ভাল। নইলে হয়ত আপনাদের সঙ্গে দেখা হইত না।

রমা। অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইল।

বিনোদ। হাঁ,তবে আপনাদের কথা আমি কখনও ভুলি নাই।

রমা। আমরাও তোমায় ভুলি নাই। তোমার খপর প্রায়ই পাইতাম।

তার পর দুজনার মধ্যে নানা দেশ বিদেশের কথা হইতে লাগিল। শোভনা ও লীলাবতী অনেকক্ষণ চুপটি করিয়া তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শুনিল। শেষে জলখাবার আয়োজন করিবার জন্য তহারা উঠিয়া গেল।

বিনোদ যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। আহারান্তে শয্যাশায়ী হইলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না। চারিদিক হইতে যেন অন্ধকার ঘরে শোভনার পবিত্র মুখখানি উঁকি মারিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাতে অবসন্ন দেহে বিনোদবিহারী শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। চারিদিক কেমন শূন্য বোধ হইতে লাগিল। আগে যে চিন্তায় সুখ পাইতেন, এখন আর সে চিন্তায় সুখ পান না।

আগে যে আশায় সুখ হইত, এখন আর সে আশায় সুখ হয় না। আগে যে কল্পনায় প্রাণে উৎসাহ হইত, আজ আর তাহা হইতেছে না। বিনোদের বড়ই ইচ্ছা হইল, আবার এই প্রাতঃকালেই রমানাথ বাবুদের বাড়ী যান; কিন্তু এত ঘন ঘন যাওয়া ভদ্ররীতিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। বিনোদবিহারীর প্রাণে কেমন যাতনা হইতে লাগিল। কিসে দিনটা কাটিবে তাই ভাবিতে লাগিলেন।

বিনোদবিহারী শূন্য মনে বসিয়া আছেন। একবার একখনা বই হাতে লইলেন। বই পড়া হইল না; এ পাত ও পাত উলট্ পালট্ করিয়া, আবার যেখানের বই সেখানে রাখিয়া দিলেন।

একটী ভৃত্য আসিয়া বিনোদবিহারীকে একখানা পত্র দিল। বিনোদ পত্রখানা খুলিলেন। পত্র লম্বোদর চন্দ্রের কুল-পুরোহিতের;—বিবাহ সম্বন্ধে। পত্র বিনোদবিহারীর মাতার নামে। বিনোদবিহারী ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়া পত্রখানা সহস্র অংশে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ভৃত্য অল্পক্ষণ পরে আসিয়া বলিল,—'জবাব দিবেন কি?' স্বাভাবিক মিষ্টভাষী বিনোদবিহারী চাকরকে সরোষে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। জবাবের কথা মাত্র উল্লেখ করিলেন না। চাকর ক্ষুণ্ণ হইয়া, বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল। প্রভুর নিকট সে এরূপ ব্যবহার কখনও পায় নাই।

বিনোদবিহারীর স্নানের সময় চলিয়া গেল, তথাপি আজ বিনোদবিহারী স্নান করিতে গেলেন না। ভৃত্য আসিয়া বলিল, স্নানের জল প্রস্তুত। বিনোদবিহারী তাহা শুনিতে চাহিলেন না। ভৃত্য তার পর আর সে কথা বলিল না।

অনেকক্ষণ পরে বিনোদবিহারী অন্য মনে স্নান করিতে গেলেন। স্নান করিয়া অন্যমনে আহার করিতে বসিলেন। চারি দিকে পাচিকা ব্রাহ্মণী বাটিতে ব্যঞ্জন সাজাইয়া রাখিয়াছে, বিনোদ প্রথমতঃই অম্বল দিয়া আহার করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধেক অম্বল আহার হইয়াছে, তাঁহার মাতা আসিয়া নিকটে বসিলেন, দেখিলেন পুত্র অম্বল দিয়াই সর্ব্ব প্রথমে আহার আরম্ভ করিয়াছেন। মাতা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—'সেকি ? আগেই অম্বল খাচ্ছিস্ যে ?' বিনোদের চমক ভাঙ্গিল, বিনোদ বলিলেন, 'তাইত, বামনীর বুঝি আর একটুকু দেরি সয় না ? অম্বল টম্বল সব এক সঙ্গে এনে দিয়েছে।' বিনোদবিহারী ভ্রম সংশোধন করিয়া নীরবে আহার করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ন হইল, কিন্তু বিনোদের নিকট আর এ দিন যেন ফুরায় না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এমন সুদীর্ঘ দিন জীবনে কখনও দেখেন নাই।

সূর্য্য অস্ত গেল। বিনোদবিহারী আবার আজও রমানাথ বাবুর বাড়ী বেড়াইতে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিনোদবিহারী সন্ধ্যা সময়ে রমানাথ বাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর প্রাচীন দাসদাসীদিগের নিকট বিনোদবিহারী বিশেষ পরিচিত, তাঁহাকে দেখিয়াই একটী ভৃত্য

উপরের তলায় রমানাথ বাবুর পড়িবার ঘরে নিয়া বসাইল। পথে বিনোদবিহারীর চোক দুটী ঔৎসুক্য সহকারে এদিক ওদিক কি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু আকর্ষণের বস্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। নিরাশায় চোক দুটীর উপর একটুকু অতি সূক্ষ্ম বিষাদের ছায়া পড়িল। বিনোদবিহারী রমানাথ বাবুর পড়িবার ঘরে গিয়া বসিলেন। ভৃত্য তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া কার্য্যান্তরে যাইতেছিল, বিনোদবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবু কোথায়?'

ভৃত্য। বড় দিদিবাবুর একটুকু অসুখ করিয়াছে, ডাক্তার বাবুর সঙ্গে বাবু সেখানে আছেন। আপনি এসেছেন গিয়ে বল্‌ছি।

বিনোদের মুখের বিষাদের ছায়া ঘনতর হইল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি অসুখ?'

ভৃত্য। জ্বর।

বিনোদ। ডাক্তার কি এই প্রথম এলেন?

ভৃত্য। না, দুপ্রহর বেলা আর একবার এসেছিলেন।

বিনোদের মুখে ঘন বিষাদের ছায়া আরো ঘন হইল।

বিনোদ। ডাক্তার কে?

ভৃত্য। রামদাস বাবু।

ভৃত্য চলিয়া গেল। বিনোদ বসিয়া নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পরে রামদাস বাবুকে সঙ্গে করিয়া রমানাথ বাবু সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনোদবিহারী রামদাস বাবুকে বিশেষ অভিবাদন করিলেন, শোভনার রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলেন,

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হইল না; মুখে কেমন কথা আটকাইয়া গেল।

রামদাস বাবু তাহা লক্ষ্য না করিয়া স্বাভাবিক উল্লাসপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কবে এসেছ? বেশ ভাল আছ?'

অন্য কথা পড়াতে বিনোদের একটুকু উপকার হইল, তিনি স্বাভাবিক ভাবে কথা বলিতে পারিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার চলিয়া গেলে বিনোদবিহারী ধীরে ধীরে রমানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কার অসুখ?'

রমামাথ বাবু। 'শোভনার'

বিনোদের বড় ইচ্ছা, রমানাথ বাবু যদি বলেন, শোভনাকে একবার দেখিয়া যান। তাই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অসুখ?'

রমানাথ। জ্বর।

বিনোদ। কি জ্বর? খুব বেশী নাকি?

অতি কষ্টে বিনোদবিহারী এই কথা গুলি উচ্চারণ করিলেন।

রমানাথ। এখনও বেশী হয় নি।

রমানাথ বাবুকে মিতভাষী দেখিয়া বিনোদ দুঃখিত হইলেন। যে আশায় রমানাথ বাবুকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা সফল হইল না।

আজ শীঘ্রই বিনোদবিহারী বাড়ী গেলেন। কিন্তু প্রাণের যাতনায় আজও রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না। সে দিন নাট্যশালায় শোভনাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সাত বৎসর-পূর্ব্বে, তিনি যখন অষ্টাদশ বর্ষের বালক, শোভনা যখন দ্বাদশ

বর্ষের বালিকা, তখন দুজনাতে মিলিয়া কত গল্প, কত খেলা, কত আমোদ, কত সাধের, সুখের, কন্দল করিতেন, তাহা মনে হইতে লাগিল। মানুষের জীবনে একটা বিশেষ সময় আসে যখন মানুষ ছোট হইতে চায়, শিশু হইতে চায়, বাল্য-জীবনে আবার বিচরণ করিতে বড় ইচ্ছা করে। বিনোদের সেই সময় উপস্থিত। বর্ত্তমানের প্রেমশূন্য আলোশূন্য, সুখশূন্য জীবনের বাস্তব কঠোরতা অপেক্ষা তাঁহার প্রাণে আজ আলোময় ভালবাসাময়, বাল্য জীবনের কোমল স্মৃতির আকর্ষণ বেশী। বিনোদবিহারীর প্রাণের অন্তস্থল হইতে বাল্য জীবনের সুখের জন্য গভীর সাধ উঠিতে লাগিল। বিনোদবিহারী আজ পদস্থ, গণ্যমান্য, ধনের পথে, সংসারের শ্রেষ্ঠতম পদমর্য্যাদার পথে, দাঁড়াইয়া আছেন। দুদিন পূর্ব্বে এই জীবনের সুখকল্পনা, ধন-মদ, এই জীবনের সুখ্যাতি-লালসা, এই জীবনের সমুদায়ই তাঁহার প্রাণে যে ঘোর মোহ আনিয়াছিল, আজ তাহা শোভনার পবিত্র মুখের পবিত্র আলোকের সমক্ষে—বিনোদবিহারীর উঠন্ত ভালবাসার সমক্ষে ক্রমে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। বিনোদবিহারীর প্রাণ-চক্ষু এই স্বর্গীয় অঞ্জনাক্ত হইয়া বর্ত্তমানের অন্ধকার ও বাল্য জীবনের আলোকের তারতম্য বুঝিতে পারিল।

পর দিন প্রাতে বিনোদবিহারী শয্যা ত্যাগ করিয়াই মাতার নিকটে গেলেন। বিনোদবিহারী পিতামাতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান, তাহাতে পিতৃহীন; তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণ কেহই বাঁচিয়া নাই। বিনোদবিহারীকে তাঁহার মাতা প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতেন। মাতাকে গিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, তিনি

লম্বোদর চন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। মাতা প্রথমতঃ তাহাতে কোনও মতেই কান দিলেন না। 'এমন বড় ঘর, এমন ধন সম্পত্তি, এমন উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ কি সহজে হাতের নিকটে পাইয়া ছাড়িয়া দিতে পারা যায়?' মাতা প্রথমতঃ সে কথা কোনও মতেই শুনিলেন না। তার পর যখন বিনোদ নরম ভাবে বলিতে লাগিলেন, এই বিবাহে তাঁহার অসুখ বই সুখ হইবে না; এইরূপ টাকার লোভে বা সম্মানের লোভে বিবাহ করিলে তাঁহার প্রাণের ভিতর আজীবন আগুণ জ্বলিবে; তখন স্নেহময়ী জননীর সংকল্পও একটুকু নরম হইয়া আসিল। সর্ব্ব শেষে যখন বিনোদবিহারী সরল উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"অনেক লোক অনিচ্ছায় যে সে মেয়েকে বিবাহ করিয়া শেষে প্রাণের জ্বালায় কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে, আর কেহ বা অকালে কঠিন রোগের হাতে মরিয়াছে,"——তখন আর স্নেহশীলা জননী পুত্রের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সেই মুহূর্ত্তেই বিনোদবিহারী মাতার অনুমতি পাইয়া মাতার নামে লম্বোদর চন্দ্রের কুলপুরোহিতকে বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলেন্। বেহারা চিঠি লইয়া গেল। বিনোদবিহারীর প্রাণ হইতে একটা বড় বোঝা নামিয়া গেল।

অপরাহ্নে বিনোদবিহারী একাকী বসিয়া কত কি ভাবিতে-ছেন। যোগীন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগীন্দ্রনাথকে দেখিলে বিনোদবিহারীর প্রাণে সর্ব্বদাই আনন্দ হইত, আজ যেন আনন্দের ভাগ একটুকু বেশী হইল। যোগীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করিলে বিনোদবিহারী বলিলেন, 'আজ একটী সুখপর আছে।'

যোগীন্দ্রনাথ। সেটা কি?

বিনোদ। তুমি কি শুনিলে সব চাইতে বেশী সুখী হও বল ত?

যোগী। কি বলই না?

বিনোদ। লম্বোদর চন্দ্রের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে মার সম্মতি পাইয়াছি, চিঠিও গিয়েছে। আজ আমার প্রাণ হইতে একটা বড় বোঝা নামিয়াছে।

যোগীন্দ্রনাথ একটুকু হাসিয়া বলিলেন,—'সুখের খপর বটে; তবে মতের স্থিরতা না হইয়া থাকিলে, আর এক লম্বোদর চন্দ্রের কন্যা জুটিতে আর বিলম্ব কি?'

বিনোদ। আর সে ভয় নাই।

যোগী। কেন?

বিনোদ। স্থির করিয়াছি, আর যাহাই করি না কেন, এরূপ বিবাহ করিব না।

যোগী। ভগবান তোমার সংকল্প দৃঢ় রাখুন।

বিনোদ। সে দিনকার মেয়েদের পরিচয় পাইয়াছি।

যোগী। তাঁরা কে?

বিনোদ রমানাথ বাবুর কন্যা ও ভ্রাতস্পুত্রী।

যোগী। তুমি যখন প্রথম আগ্রায় গিয়েছিলে, তখন এঁদের কথাই না বলিতে?

বিনোদ। হাঁ।

যোগী। কি আশ্চর্য্য! তুমিই সে দিন ইহাঁদিগকে চিনিতে পার নাই?

বিনোদ। আশ্চর্য্য আর কি? সাত বৎসর ত কম দিন নয়? তোমার সঙ্গে রমানাথ বাবুর পরিচয় নাই কি?

যোগী। আমি ত আর বেশী দিন কলিকাতায় ছিলাম না, যে আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইবে। আগ্রা ছেড়ে যে আমি নানা স্থানে বেড়াইয়াছি, তাত তুমি জানই।

বিনোদ। তবে চল, তোমার সঙ্গে আজই আলাপ করিয়ে দিব।

যোগী। না, আজ নয়। আমার অন্যত্র বরাত আছে।

বন্ধুর নিকট সকল খপর পাইয়া আজ যোগীন্দ্রনাথের মুখ একটুকু প্রফুল্ল হইল। কি সূত্র অবলম্বন করিয়া বিনোদের হৃদয়ে এই পরিবর্ত্তন প্রবেশ করিয়াছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রাণে একটুকু আনন্দ হইল। রমানাথ বাবুর সঙ্গে যদিও তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল না, তথাপি যোগীন্দ্রনাথ রমানাথ বাবুর স্বভাব চরিত্র মতামত বিষয়ে অনেক কথা জানিতেন। তিনি দেখিলেন বিনোদবিহারী সুহাওয়ার মধ্যে পড়িয়াছেন। এ হাওয়াতে তাঁহার প্রাণের ঘুমন্ত ভাব গুলি আবার জাগিয়া উঠিবে। শৈশব সহচরীগণের সহবাসে বিনোদবিহারী সম্ভবতঃ শৈশবের সদিচ্ছা-গুলি ফিরিয়া পাইবেন; তাহার ঈষৎ লক্ষণও পরিলক্ষিত হইতেছে। যোগীন্দ্রনাথের প্রাণে আনন্দ হইল; বন্ধুর ভবিষ্য জীবন সম্বন্ধে আশা হইল। যোগীন্দ্রনাথ আজ একটুকু বেশী প্রফুল্ল অন্তরে বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শোভনার সামান্য অসুখ অনেক দিন সারিয়া গিয়াছে। বিনোদবিহারী প্রতিদিনই তাঁহাদের বাড়ী যাতায়াত করেন। শোভনার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার দেখা হয়। কিন্তু শোভনাকে আজ পর্য্যন্ত তিনি একাকী পান নাই। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার সঙ্গে নির্জ্জনে বসিয়া আকাশ পাতালের কথা লইয়া অর্থশূন্য গল্প করিয়া যে সুখ, বিনোদবিহারীর ভাগ্যে আজ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। বিনোদবিহারী সে সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ঘন ঘন যাওয়া আসাতে বিনোদবিহারী রমানাথ বাবুর পরিবারের পূর্ব্ব স্থান একরূপ পাইয়াছেন। কিন্তু হাজার হইলেও বালকে আর যুবকে দিন রাত্র প্রভেদ। বাল্যকালে বিনোদবিহারী যেরূপ অসঙ্কোচিতভাবে পরিবারের সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিতেন, বাড়ীর সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিতেন, এখন আর তাহা পারেন না। শোভনাকে একাকী পাওয়া বড়ই বিষম হইয়া উঠিল।

আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিনোদবিহারী রমানাথ বাবুর বাড়ী চলিলেন। শোভনা ও লীলাবতী হল ঘরে বসিয়া একখানা নূতন ছবির বই হইতে নানা দেশের নানা ছবি দেখিতেছিল, এমন সময় বিনোদবিহারী সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রমানাথ বাবুর অবর্ত্তমানে আজ পর্য্যন্ত ইঁহাদের সঙ্গে বিনোদবিহারীর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। বিনোদের একটুকু বেশী

আহ্লাদ হইল। তাঁহাকে দ্বারে দেখিয়া লীলাবতী ও শোভনা দুজনাই হাসি মুখে অভ্যর্থনা করিল। বিনোদবিহারী শোভনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন, একখানা চেয়ার টানিয়া তাঁহার নিকটেই বসিলেন। লীলাবতীর মুখের হাসি কমিয়া গেল।

বিনোদ ছবির বইখানি আপনার হাতে নিয়া ছবি দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু শোভনার প্রতি তাঁহার একটুকু টান বেশী। লীলাবতীর সঙ্গে, লীলাবতীকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া তিনি বেশী কথা কহিলেন না। লীলার মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল। লীলাবতী নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

ছবি দেখান শেষ হইল। বিনোদ আগ্রার এবং পশ্চিমের আর আর দেশের নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি শোভনাকেই সব শুনাইতেছেন। লীলাবতীর মনে হইল,—সে যেন সেখানে তাঁহার মুখের হাসি দেখিবার জন্য, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য, তাঁহার সঙ্গে হাসি মুখে দুটো কথা বলিবার জন্য, তাঁহার নিকটে বসিয়া আছে, বিনোদবিহারী তাহা গ্রাহ্যই করিলেন না। লীলাবতীর মুখের বিষাদ-ছায়া ঘনতর হইল।

রমানাথ বাবু আজ বাড়ী নাই। বিনোদবিহারী অনেকক্ষণ বসিয়া শোভনার সঙ্গে নানা গল্প করিলেন। লীলাবতী নিকটে বসিয়া বিষণ্ণ মুখে তাহা শুনিল। রাত্রি নয়টা বাজিল, গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িল, বিনোদ অনিচ্ছায় বিদায় লইলেন। শোভনা হাসি মুখে বিদায় দিল। লীলাবতী কিছুই বলিল না। বিনোদবিহারী তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

বিনোদবিহারী চলিয়া গেলেন। শোভনার প্রাণে আজ

আনন্দ, শোভনা লীলাবতীর গলায় ধরিয়া আদর করিল। লীলাবতীর তাহা ভাল লাগিল না। লীলাবতী সে আদরের প্রতিদান করিল না। শোভনা দেখিল লীলাবতীর অভিমান হইয়াছে। অকারণ অভিমান আপনি সারিয়া যায়। শোভনা আর লীলাবতীকে সে দিন বেশী আদর করিল না। লীলাবতীর প্রাণের আগুন তাহাতে আরো জ্বলিয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রমানাথ বাবুরা চলিয়া আসিলে ইন্দুভূষণ ও প্রেমমালা একটুকু কষ্টে পড়িলেন। বিশেষতঃ প্রেমমালার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। ইন্দুভূষণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবধি কখন আপনার জমীদারীর তত্বাবধান করেন নাই, এবার সে বিষয়ে মনোযোগ দিলেন। মধুপুর সুবিস্তীর্ণ গ্রাম। প্রথমতঃ মধুপুরের উন্নতি বিধানে তাঁহার মনোযোগ হইল। গ্রামের স্কুলটীতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইত, কিন্তু তত্বাবধানের অভাবে স্কুলটীর বড়ই শোচনীয় অবস্থা ছিল। ইন্দুভূষণ সর্ব্ব প্রথমে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলেন। গ্রামের কতিপয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিলেন। কমিটীর হাতে স্কুলের তত্বাবধারণের ভার দিলেন। এতকাল মধুপুরের স্কুলটী মধ্য-শ্রেণীর স্কুল ছিল, এবার তাহা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। নূতন শিক্ষক ও পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। শশীভূষণের সুখের দিন ফুরাইয়া আসিল।

কিন্তু শশীভূষণ সুচতুর; ইন্দুভূষণের সমুদয় কার্য্যের সঙ্গে খুব সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন; নানা দিকে ভাল ভাল কাজ কর্ম্মে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আগে ইন্দুভূষণ শশীভূষণের সঙ্গে প্রায় কথা বার্ত্তা কহিতেন না। তিনি মুনিব, শশীভূষণ ভৃত্য, শশীভূষণকে তিনি অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু এখন ইন্দুভূষণ অবজ্ঞা কাহাকে বলে আর জানেন না। যে ভাল কথা বলে, সেই এখন তাঁহার নিকট আদর পায়। শশীভূষণ ক্রমে ইন্দুভূষণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

শ্যামাও প্রেমমালার সঙ্গে এখন মধুর ব্যবহার করেন। আর প্রেমমালাকে ননন্দার মুখ শুনিতে হয় না। শ্যামা বধূর সঙ্গে অনেক সময় থাকেন, বধূকে আদর যত্ন করেন। দাদার পরিবর্ত্তনে শ্যামার যেন বড়ই সুখ হইয়াছে,—শ্যামাও ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছেন।

ইন্দুভূষণের বিমাতা চিরদিন যেরূপ ছিলেন, আজও সেই-রূপেই আছেন। পরনিন্দা করেন, বধূকে আদর করেন, সপত্নী-তনয়ার সঙ্গে ইয়ারকি দেন, আর পায়ের উপর পা গুটাইয়া সংসার চালান। তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই।

ইন্দুভূষণ স্কুলটীর অবস্থা ভাল করিয়া, গ্রামের পথ ঘাটের অবস্থা ভাল করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাহার জন্যই একটী গ্রাম্য সমিতি গঠন করিলেন। ইন্দুভূষণের সাধু ইচ্ছা দেখিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত অনেকেরই বড় আহ্লাদ হইল। তাঁহাদের অনেকে উৎসাহের সহিত ইন্দুভূষণের সাহায্য করিতে লাগিলেন। মধুপুর গ্রাম বড় হইলেও তথায় সরকার প্রতিষ্ঠিত

মিউনিসিপালিটী ছিল না। ইঁহারা আপনারাই মিউনিসিপালিটী স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গ্রামের সম্রান্ত লোকেরা ইন্দুভূষণের বাড়ীতে এক প্রকাণ্ড সভা করিলেন। সকলে এক মত হইয়া স্থির করিলেন, গ্রামের পথ ঘাট প্রভৃতির অবস্থা ভাল করিবার জন্য সকলেই কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিবেন। ইন্দুভূষণ স্বয়ং মাসিক অর্দ্ধশত মুদ্রা, ও আপনার মধুপুরের প্রজাদিগের প্রত্যেকের জন্য মাসিক এক আনা হিসাবে গ্রাম্যকর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। মধুপুরে একটী স্বাধীন গ্রাম্য সমিতি গঠিত হইল। ইন্দুভূষণ তাহার সভাপতি হইলেন। এই সমিতির যত্নে ও চেষ্টায় মধুপুরের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে লাগিল।

ইন্দুভূষণ এই সকল কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, রমানাথবাবুদের সুখদ সহবাসের অভাব কাজে কাজেই তাঁহার খুব বেশী বোধ হইত না। কিন্তু প্রেমমালাকে অপেক্ষাকৃত অলসভাবে দিন কাটাইতে হয়। তাঁহার কাজে কাজেই শোভনা ও লীলাবতীর অভাবে বেশী কষ্ট হইতে লাগিল।

গ্রাম্যসমিতি গঠন করিয়া ইন্দুভূষণের একটুকু অবসর হইল। তখন প্রেমমালার নিকটে আসিয়া কোনও নূতন কাজের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রেমমালা সকল বিষয়েই এখন ইন্দুভূষণের প্রধান মন্ত্রী।

গ্রাম্যসমিতি গঠনে গ্রামের লোকদিগের উৎসাহ দেখিয়া ইন্দুভূষণের বড়ই আনন্দ হইয়াছে। এ আনন্দ ঢালিবার আর স্থান কোথায়? প্রেমমালার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অসংখ্য

চুম্বন দিয়া আপনার আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সভাতে কি হইল সমুদায় তাঁহাকে বিবৃত করিয়া বলিলেন।

প্রেমমালার প্রাণে অতুল আনন্দ। স্বামীর আদর পাইবেন, স্বামীর সৎকার্য্যের সহায় হইবেন, প্রেমমালা কখনও এ আশা করেন নাই। প্রেমমালার আনন্দ এখন দেখে কে?

আর ইন্দুভূষণ, তাঁহারই আনন্দ দেখে কে? মরিয়া বাঁচিলে মানুষের যে আনন্দ হয়, ইন্দুভূষণের মনে এখন সে আনন্দ। প্রেমমালার রূপরাশিতে তাঁহার আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক বৎসর পূর্ব্বে ইন্দুভূষণের মত এত হতভাগ্য, এত দুঃখী আর কে ছিল? আর আজ তাঁহার যত সুখ, জগতে এত সুখ কাহার প্রাণে?

স্বামী স্ত্রীতে বসিয়া কি সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিবেন তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রেমমালা বলিলেন,—সেদিন সেই ছেলেটীর মৃত্যু দেখে অবধি আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইতেছে। তার কোনও প্রতিবিধান করিতে পারিলে বড় সুখী হইব।

ইন্দুভূষণ। আমিও অনেক দিন হ'তে তাই ভাবছি, কিন্তু কি করা যায় বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

প্রেমমালা। গ্রামের আর হাজার উন্নতি কর, যত দিন না মদের দোকান উঠ্‌ছে তত দিন লোকের দুঃখ যাবে না।

ইন্দুভূষণ। তা'ত ঠিক কথাই। কিন্তু কি করা যায় বল দেখি?

প্রেমমালা। তোমার জমিদারীতে তুমি দোকান খুলিতে না দিলে কে কি করিতে পারে?

ইন্দুভূষণ। নূতন দোকান যেন খুলিতে নাই দিলাম কিন্তু পুরাতন দোকান তুলিয়া দিই কি করে ?

প্রেমমালা। তারা তোমারই প্রজা, তুমি হুকুম করিলেই দোকান তুলিয়া দিতে হইবে।

ইন্দুভূষণ। গ্রামের অনেকেই মদ ধরেছে, জোর করে মদ ছাড়াইতে গেলে তারা চটে যাবে, তাতে অপরাপর সৎ-কাজেরও ব্যাঘাত হবে বলে এসব কাজ করা ঠিক নয়।

প্রেমমালা। তবে আর কি কৌশলে এ কাজ উদ্ধার করিতে পারা যায় জানি না।

ইন্দুভূষণ। আমার নিজের কি করে উদ্ধার হইল, তাহা ভেবে দেখিলে কত শিক্ষা হয়।

প্রেমমালা। ভগবানের কৃপায় তুমি সহজেই ছাড়িতে পারিয়াছ; সকলেরই ত আর এরূপ অবস্থা হবে না।

ইন্দুভূষণ। আমি একটী কথা জানি, ঘরে আমোদ ও সুখ পাইলে অধিকাংশ লোক যারা মদ খেয়ে মাতাল হয়, তাহাদের মদ ছাড়া সহজ হইবে।

প্রেমমালা। তবে যাহাতে লোকের ঘরে সুখ হয় তার চেষ্টা করা যাক্।

ইন্দুভূষণ। সে কাজ তোমার আমার নয়। মেয়ে-দিগকে শিক্ষিত না করিলে তাহা সম্ভব নহে। তুমি মেয়েদিগের সঙ্গে যদি বেশী মিশ, তাহাতে অনেকটা উপকার হইবে।

প্রেমমালা। তাহাতে আমার সুখ বই অসুখ হবে না। আমি এখন হইতে বিকাল বেলা পাড়ায় বেড়াইতে যাব

মেয়েদের সঙ্গে খুব করে মিশামিশি করে, যাহাতে তাদের ঘর সুখের ও শান্তির স্থান হয় তাহার চেষ্টা করিব।

ইন্দুভূষণ। ভগবান তোমার সদিচ্ছা পূর্ণ করুণ। আমিও গ্রামের পুরুষদিগের জন্য কোনও বিশেষ নির্দ্দোষ আমোদের যোগাড় করিতে পারি কি না, তাহার চেষ্টা দেখিব।

প্রেমমালা ভাবিলেন, 'আজ জীবন সার্থক হইল। প্রকৃতরূপে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলে আমার মত আর সুখী কে?'

ইন্দুভূষণ প্রেমালাকে চুম্বন করিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন।

শশীভূষণ তাঁহার অপেক্ষায় সেখানে বসিয়া আছেন। শশীভূষণ আজকাল তাঁহার পরম বন্ধু।

ইন্দুভূষণ প্রেমমালার সদভিপ্রায় শশীভূষণকে বলিলেন,—শশীভূষণের উৎসাহ জলিয়া উঠিল।

গ্রামের পুরুষদিগের শিক্ষা ও আমোদ উভয়ই কিসে হইতে পারে, ইন্দুভূষণ শশীভূষণের সঙ্গে সে বিষয় পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

শশীভূষণ। ছায়াবাজি দিয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে। ইহাতে আমোদ ও শিক্ষা উভয়ই হইবে। নূতন নূতন ছবি আনিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার আকর্ষণ থাকিবে।

ইন্দুভূষণ। অতি উৎকৃষ্ট পরামর্শ। শশী, আজই তুমি একটা ছায়াবাজির কলের জন্ত কলিকাতায় লিখ। যত ভাল পাওয়া যায় তাহাই চাই। আর যত রকমের ছবি আছে, সবই যেন পাঠাইয়া দেয়। মূল্য যত হয়, দেওয়া যাইবে।

শশী। এখনই লিখিতেছি। আপনার মত দেশের

সকল জমিদারেরা যদি দেশের মঙ্গলের জন্য এরূপ চেষ্টা করিতেন, তবে আর আমাদের ভাবনা ছিল কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী প্রতিদিনই রমানাথ বাবুর বাড়ী যান, কিন্তু সে দিন যেমন শোভনাও লীলাবতীকে নির্জ্জনে পাইয়া সুখী হইয়াছিলেন, আর সেরূপ সুখ ঘটিল না। কিন্তু বিনোদবিহারী বুঝিতে পারিলেন, তাহার প্রতি শোভনার বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। তিনি শোভনাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই রমানাথ বাবুর নিকট বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন স্থির করিলেন। যোগীন্দ্রনাথকে রমানাথ বাবুর নিকট প্রস্তাব করিতে বলিলেন। যোগীন্দ্রনাথের আর উৎসাহ দেখে কে? শোভনাকে বিবাহ করিলে বিনোদবিহারীর ভাবী জীবন সৎপথে পরিচালিত হইবে, বিনোদবিহারী অল্প বেশী দেশের কাজে আসিবেন, তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যোগীন্দ্রনাথের উৎসাহ কত? বিনোদবিহারী যোগীন্দ্রনাথকে রমানাথ বাবুর পরিবারে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে একটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শোভনার সঙ্গে বিনোদবিহারীর বিবাহ শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ হইবে ইহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। সর্ব্বান্তঃকরণে বন্ধুর কথায় সায় দিলেন।

রমানাথ বাবুকে বিনোদবিহারী পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন। শৈশব হইতে তাঁহাকে গুরুজনের মত দেখিয়া আসিয়াছেন।

স্বভাবতঃই স্বয়ং তাঁহার নিকট এ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিলেন না। যোগীন্দ্রনাথ বন্ধুর বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য রমানাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। বিনোদ-বিহারী তাঁহার হাতে রমনাথ বাবুকে একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন।

রমানাথ বাবু, লীলাবতী ও শোভনাকে একখানি চিত্রাঙ্কিত পুস্তক হইতে রুষ তুরস্ক যুদ্ধের দৃশ্যাবলী দেখাইতেছেন, এমন সময় যোগীন্দ্রনাথ তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে শোভনা ও লীলাবতীর পরিচয় হইয়াছে, শোভনা ও লীলাবতী, রমানাথ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল।

কিন্তু এখনও যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহাদের এত আলাপ পরিচয় হয় নাই যে, শোভনা ও লীলাবতী বেশীক্ষণ বসিয়া তাঁহার সঙ্গে গল্প করিতে পারে, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা উঠিয়া গেল। যোগীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার নিকট আজ একটী বিশেষ কাজে আসিয়াছি।"

রমা। কি বলুন দেখি ?

যোগীন্দ্র। বিনোদ বাবুর নিজেরই আসা হয় ত উচিত ছিল, কিন্তু কেমন সঙ্কোচ বোধ করিলেন বলিয়া আমিই আসিলাম। বিনোদ বাবুর সঙ্গে কুমারী শোভনার বিবাহ হইতে আপনার মতামত কি ?" যোগীন্দ্রনাথ এই বলিয়া রমানাথ বাবুর হাতে বিনোদবিহারীর চিঠিখানা দিলেন। চিঠি পড়িয়া রমানাথ বাবু বলিলেন,—"শোভনার পিতার যেরূপ মতামত ছিল, তাহাতে এই বয়সে শোভনার বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের

মতামতের উপর বেশী মূল্য নাই। আমার নিজেরও তাহাই মত। উপযুক্ত কন্যা, তাহার ইচ্ছামত পাত্র মনোনীত করিবে। ইহাতে আমি আর কি বলিব? বিনোদের সঙ্গে বিবাহ হইলে আমার সুখ বই অসুখের কথা নাই।”

যোগীন্দ্র। তাঁহার মতামত কি বিনোদ স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিবেন,—না আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন?

রমা। তা তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমিও জিজ্ঞাসা করিতে পারি। শোভনার ভাব যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, বিনোদের প্রতি তাহার বিলক্ষণ অনুরাগ আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার বিবাহে অমত হইবার কোনও কারণই দেখি না। সুযোগ পাইলে আমিও জিজ্ঞাসা করিব, বিনোদও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।”

যোগীন্দ্রনাথ আনন্দিত মনে রমানাথ বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

পরদিন প্রাতে রমানাথ বাবু আপনার পড়িবার ঘরে গিয়া শোভনাকে ডাকিলেন। লীলাবতী তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছে, তিনি অনবধানতা বশতঃ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। লীলাবতী তাহার পড়িবার ঘরের এক কোণে একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছে, রমানাথ বাবুর ঘর হইতে তাহাকে দেখা যায় না। শোভনা অল্পক্ষণ মধ্যে আসিয়া রমানাথ বাবুর নিকটে দাঁড়াইল। রমানাথ বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন। শোভনা রমানাথ বাবুর নিকটে বসিল।

“রমানাথ বাবু ধীরে ধীরে বাক্স হইতে বিনোদবিহারীর চিঠিখানি খুলিয়া শোভনার হাতে দিলেন।

চিঠি পড়া শেষ হইল। শোভনার চোক কান দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। মুখ লাল হইয়া গেল। অস্ফুট স্বরে শোভনা বলিল,—"আপনি কি বলেন ?"

রমা। ইহাতে আর আমার অমত থাকিতে পারে কি ?

শোভনা। আপনার অমত নাই ?—শোভনা বিস্মিত হইল।

রমা। এমন উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ, এমন উপযুক্ত পাত্র, আমার অমত থাকিবে কেন ?

"আমার মত নাই।" দৃঢ়ভাবে শোভনা এই কথা গুলি বলিল।

সেই মুহূর্ত্তে যদি তাঁহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত রমানাথ বাবু বেশী বিস্মিত হইতেন না।

রমা। তোমার মত নাই ?

শোভনা। না।

রমা। তোমার মত নাই ? আমি অন্যরূপ ভাবিয়াছিলাম। শোভনা কোনও উত্তর করিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে রমানাথ বাবু বলিলেন,—"বিনোদের জীবনে বোধ হয় আর সুখ হইল না।"

শোভনা উত্তর করিল না। কেবল অস্ফুট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

রমা। বিনোদের সঙ্গে বিবাহ হইলে তুমি কি ভাব, তোমার সুখ হইবে না ?

শোভনা। সুখী হইব জানি।

রমা। তবে অমত ?

শোভনা উত্তর করিল না। রমানাথ বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন অমত, জানিতে পারি কি ?"

শোভনা। তাঁহার ভাব ও আশার সঙ্গে আমার ভাব ও আশার সমতা নাই ?

রমা। এমন পাত্র আর মিলিবে না।

শোভনা ধীরে ধীরে বলিল,—'বিবাহ করিয়া জীবনের লক্ষ্য-হারা হইতে চাই না।'

রমানাথ বাবু আর উত্তর করিলেন না। শোভনা ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল। ধীরে ধীরে আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ কিরয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া বিবশা হইয়া কাঁদিল।

ধন্য সেই পুরুষ, ধন্য সেই রমণী, যে কঠোর কর্ত্তব্যের নিকট প্রিয়তম সুখ ও মধুর প্রবৃত্তি সমূহকে এইরূপে বলিদান করিয়া, [illegible] তাহাদের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারে!

নবম পরিচ্ছেদ

অশুভ সংবাদ দেওয়া প্রীতিকর নহে, রমানাথ বাবু বিনোদ বিহারীকে তখনই এই অশুভ সংবাদ পাঠাইলেন না। যোগীন্দ্র-নাথের কথা শুনিয়া অবধি বিনোদের প্রাণের আশা দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্দ্ধিত আশায় হৃদয়ে সুখের বেগ বৃদ্ধি হইল ; বিনো-দের মুখে আর হাসি ধরে না। বহুদিন বিনোদ এইরূপ উল্লসিত হন নাই। তিনি যাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, রমানাথ বাবুও তাহা

লক্ষ্য করিয়াছেন, দুজনেরই অনুমান অসত্য হইতে পারে না। বিনোদবিহারী মনে মনে শত সুখ কল্পনার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বাল্যজীবনের সুখস্মৃতি হৃদয়ে আবার আসিয়া উপস্থিত হইল, বিনোদ ভাবিলেন, "আমার মত সুখী কে? কয় জনের ভাগ্যে শৈশবের সুখ-স্বপ্ন বাস্তব জীবনের বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়? আমি বাস্তবিক অসাধারণ ভাগ্যবান।

বন্ধুর সুখে যোগীন্দ্রনাথেরও অতুল আনন্দ হইল। হারাধন তিনি ফিরিয়া পাইলেন। বিনোদবিহারীর জীবন-স্রোত অন্য পথ অবলম্বন করিতেছিল, তাহাতে যোগীন্দ্রনাথের প্রাণে যে বিষম ভয় ও যাতনা হইতেছিল, তাহা ক্রমে সারিয়া গেল। যোগীন্দ্রনাথ ভাবিলেন,—'একসঙ্গে ভাসিতেছিলাম, একসঙ্গে ভাসিব। লোকে বলে শৈশব প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে, আমাদের জীবনে বুঝি এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে।' যোগীন্দ্রনাথের কত আশা, কত আহ্লাদ!

যোগীন্দ্রনাথের সুখের আর একটী লুকায়িত, অতিলুকায়িত কারণও ছিল। দুই চারি দিন রমানাথ বাবুদের বাড়ী যাওয়া আসা করিয়াই যোগীন্দ্রনাথের স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়ে এই পরিবারটীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টতা হয়, তাঁহার বড়ই সাধ। বিনোদের সঙ্গে শোভনার বিবাহ হইলে এ সাধ পূর্ণ হইবার কত সম্ভাবনা! প্রথম দিন হইতেই লীলাবতী যোগীন্দ্রনাথের শুভ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। শোভনা বিনোদের—তাঁহার বিনোদের—পত্নী হইলে, যোগীন্দ্রনাথের লীলাবতীর সঙ্গে আরো বেশী দেখা সাক্ষাৎ হইবে,আরো বেশী ঘনিষ্টতা হইবে। এই জন্যও বিনোদের সুখে যোগীন্দ্রনাথের প্রাণে খুব আশা,খুব আনন্দ হইল।

বিনোদবিহারী যোগীন্দ্রনাথকে আর সে রাত্রে বাড়ী যাইতে দিলেন না। পরদিনও দুই বন্ধুতে একত্র অতিবাহিত করিবেন ঠিক্ করিলেন!

ক দিন হইতেই রমানাথ বাবুর বাড়ী যাওয়া, সেখানে শোভনার নিকট বসিয়া কথা বার্ত্তা বলা, বিনোদবিহারীর জীবনের প্রধান কার্য্য ও প্রধান সুখ হইয়াছে। প্রাতে সেই চিন্তা লইয়া বিনোদ বিহারী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন; সমস্ত দিন সে সুখের আশাতেই, সে সুখের ভাবনাতেই অতিবাহিত করেন; আবার পরদিন শোভনাকে কখন দেখিতে পাইবেন, সে চিন্তা লইয়াই নিদ্রা যান। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিনোদবিহারীর সময় যেন আর ফুরায় না। এই সময়ে তাঁহার বড়ই যাতনা হয়। কতবার যে একাকী ঘড়ী হাতে করিয়া মিনিট, সেকেণ্ড, গণনা করেন তাহার ঠিকানা নাই।

আজ বিনোদের প্রাণে বেশী উল্লাস, আজ শোভনাকে কখন দেখিতে পাইবেন, সেই চিন্তার বেগও বেশী। কি উপায়ে দিন কাটাইবেন, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বিনোদ সাতবৎসর পরে কলিকাতা আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে কলিকাতায় কত নূতন নূতন দেখিবার স্থান রচিত হইয়াছে। সাংসারিক কার্য্যে এতদিন বেশী ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া বিনোদ বিহারীর তাহার কিছুই প্রায় দেখা হয় নাই। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া কোম্পানীর বাগান দেখিতে গেলেন।

কিন্তু তথায়ও তাহার চিত্ত সমাহিত হইল না। প্রকৃতির সেই কোমল শোভা দেখিয়াও বিনোদবিহারীর প্রাণে শান্তি আসিল না, এ অস্থিরতা ঘুচিল না। যখনই ভাল ফুল দেখেন,

তখনই মনে হয়, 'শোভনা নিকটে থাকিলে তাহাকে এই ফুলগুলি দেখাইয়া কতই না সুখী হইতাম।' যখনই কিছু সুন্দর, কিছু আকর্ষণের বস্তু দেখেন, তখনই শোভনার কথা মনে পড়ে। যে সাধের যাতনার হাত এড়াইবার জন্য বিনোদবিহারী কোম্পানীর বাগানে গিয়াছিলেন, সেখানেও তাহা তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কোনও মতে এ সাধের যাতনার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

বাড়ীতে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিনোদ বিহারী তাড়াতাড়ি পোষাক বদল করিয়া রমানাথ বাবুর বাড়ী চলিলেন। কুহকিনী আশার ছলনায় শত শত সুখের ছবি আঁকিতে আঁকিতে চলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী যখন রমানাথ বাবুর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, বিনোদবিহারীর মুখে হাসি।

বিনোদবিহারী ধীরে ধীরে উপরের তলার বসিবার ঘরে গিয়া দাঁড়াইলেন। লীলাবতী সেখানে একাকী বসিয়া ছিল, তাঁহাকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু বেশী হাসি মুখে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল না। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি কোনও অসুখ হয়েছে নাকি?" লীলাবতী রূঢ় ভাবে উত্তর করিল "না।" লীলাবতী বিনোদবিহারীকে একাকী সে স্থানে রাখিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল; বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোমার বাবা বাড়ী নাই কি?"

লীলা। না। শোভনা ছাদে আছে, সেখানে যান।

লীবাবতী বিদ্যুতের মত সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইল। তাহার ভাব দেখিয়া বিনোদ একটুকু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু লীলাবতীকে তিনি নিতান্ত বালিকা বলিয়া ভাবিতেন, তাহার এই ব্যবহারে কোনও অর্থ আছে মনে করিলেন না। ধীর পাদ-বিক্ষেপে বিনোদবিহারী শোভনার অন্বেষণে ছাদে গেলেন। অপর দিন রমানাথ বাবুর অবর্ত্তমানে, এমন সময় কেবল লীলাবতীর কথায় তিনি নির্জ্জন ছাদে শোভনার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন না। আজ তিনি ভাবিলেন, তাঁহার সে অধি-কার জন্মিয়াছে। রমানাথ বাবু তাঁহার চিঠি পাইয়াছেন, লীলাবতীকেও হয় ত সে সু-খপর দিয়াছেন, ইহাতেই লীলাবতীও তাঁহাকে শোভনার নিকটে যাইতে বলিল। বিনোদবিহারী ধীরে ধীরে ছাদে উঠিয়া শোভনার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। শোভনা চমকিয়া উঠিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আরো বিস্মিত হইল; ভাবিল, রমানাথ বাবু তবে বিনোদকে তাহার উত্তর এখনও জানান নাই। শোভনা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত বিনোদ বিহারীকে কোনরূপ অভ্যর্থনা করিতে পারিল না। সামান্য হাসিটুকু পর্য্যন্ত তাহার মুখে ফুটিল না। শোভনা চিত্র পুত্তলীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদবিহারী তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া আপনিও অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লীলাবতী ধীরে ধীরে ছাদে উঠিয়া সিঁড়ীর ঘরের আড়ালে গিয়া বসিল। শোভনা বা বিনোদবিহারীর দুয়ের কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিলেন না।

শোভনা বিনোদবিহারীকে যে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে

তাহার আর সন্দেহ নাই, এই নিগূঢ় নিঃস্বার্থ, পবিত্র ভালবাসাকে সে কর্ত্তব্যের নিকট বলিদান করিতেছে। বিনোদ বিহারীর প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিবার মূল কারণ ইহাই। বিবাহ করুক আর নাই করুক বিনোদবিহারীর প্রাণে অকারণে আঘাত করা শোভনার পক্ষে অসম্ভব। আত্মস্থ হইয়াই শোভনা সহাস্য মুখে বিনোদের অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "আপনি এ সময়ে এখানে আসিবেন ভাবিতে পারি নাই।"

বিনোদ। তুমি কেমন পর পর ব্যবহার কর। এবার এসেছি অবধি কেবল আপনি বলে কথা বল। সে দিন তোমাকে কত বল্লুম ত তুমি শুনিলে না। তাতে আমার বড় কষ্ট হয়। ছেলে বেলা হতে 'তুমি' বলিয়া আসিয়াছ এখন আবার 'আপনি' কেন?

শোভনা। এখন ত আর ছেলে মানুষ নই।

বিনোদ। বয়স বাড়িলেই আপনার লোককে পর ভাবিতে হয় নাকি?

শোভনা। আপনি বলিলেই কি পর ভাবা হলো?

বিনোদ। তা বই কি? আগেকার মত আপন ভাব না।

শোভনা উত্তর করিল না; দুঃখিনী বালিকা ইহার কিইবা উত্তর দিবে?

বিনোদ। আজ কত বছর পরে তোমাদের এই ছাদে উঠে ছেলে বেলাকার কথা মনে পড়ে গেল। এই ছাদে কত না ছুটোছুটি, কত না দৌড়াদৌড়ি করিয়াছি; সে সব ভাবিলেও সুখ হয়। তোমার হয় না কি?

শোভনা। অনেক সময় হয় বই কি?

বিনোদ। আগ্রায় গিয়ে অবধি ক বছর কি কষ্টে গিয়াছে বলিতে পারি না। কষ্টের যে কোনও বিশেষ কারণ ছিল তাহা নহে, অথচ প্রাণ কেমন শূন্য শূন্য ছিল। কিছুতেই বেশী সুখ হইত না। তোমরা অবশ্য এখানে বেশ সুখে ছিলে।

শোভনা ইহার কোন উত্তর দিল না।

বিনোদ। আর ভরসা করি এ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।

শোভনা। আগ্রা আবার কবে যাবেন?

বিনোদ। তবুও তুমি ঐ কথা ছাড়িলে না? আচ্ছা আমিও তার শোধ দিতে জানি। আপনি কি জিজ্ঞাসা করিলেন?

শোভনা বিষাদমাখা মুখে একটুকু হাসি ফুটাইয়া বলিল, "অমন করে ঠাট্টা কচ্ছেন কেন?"

বিনোদ। আমার বেলাই বুঝি ঠাট্টা?

শোভনা। আগ্রা কি শীঘ্রই যাওয়া হবে নাকি?

বিনোদ। আমি কি করে বলিব?

শোভনা বিনোদের মুখের দিকে চাহিল, বিনোদ আবার বলিলেন "আমি কি করে বলি? তবে আর মাসেক কালের ছুটি আছে।"

শোভনা। সাহেবের অধীনে কাজ করিতে হয়?

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "আর কার অধীনে কাজ করিব?"

শোভনা বলিয়া উঠিল, 'আমি বড় ঘৃণা করি।'

বিনোদ বিস্মিত হইলেন। এখানে যে আর এক যোগীন্দ্রনাথ উপস্থিত!

বিনোদ। কেন? কি অপরাধে?

শোভনা। কিছু মনে করিবেন না, আমি অন্যায় করেছি।

বিনোদ। মনে খুবই করিব, এ অপরাধের ক্ষমা নাই। তবে ঘৃণা কর কেন, বলই না?

শোভনা বিপদে পড়িল। এই সব বিষয় লইয়া বিনোদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করে, তাহার বড় ইচ্ছা নাই। কথাটা তামাসা তামাসা করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল;—"স্ত্রীলোকের ঘৃণার কোনও কারণ প্রায়ই থাকে না; তারা অনেক সময় অকারণ ঘৃণা করে।"

বিনোদ। আর সব সময়েই অকারণে ভালবাসে।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। আকাশে ক্রমে চাঁদ উঠিল, পৃথিবী রজত-জলে ধুইয়া গেল। রমানাথ বাবুর ছাদের বাগানটী আশ্চর্য্য মধুরিমা ধারণ করিল। বিনোদ বলিলেন,—"আগ্রার যমুনা তটে, সেই ভগ্ন দুর্গের ধারে এইরূপ জ্যোৎস্না রাত্রে বেড়াইতে কি সুখ!"

শোভনা। একটি বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি আগ্রার কেল্লার নিকটে বসিয়া জ্যোৎস্না-ধৌত যমুনার রূপ দেখিয়া অধীর হইয়া কাঁদিয়াছিলেন।

বিনোদ। কেন?

শোভনা। দেশের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া।

শোভনা গম্ভীর ভাবে এই কথা গুলি উচ্চারণ করিল। বিনোদবিহারী বিস্মিত হইয়া তাহার জ্যোৎস্না-ধৌত গম্ভীর মুখাকৃতির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া শোভনা লজ্জিত হইল। মনে করিতে লাগিল,—'আমার মুখে এরূপ কথা হয়ত ভাল শুনায় না।'

বিনোদ। ভাবুকের মনে দুঃখ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

আবার উভয়ে নীরব হইলেন। বিনোদ মনে মনে একটুকু বিরক্ত হইতে লাগিলেন; কথাটা যেন জমাট বাঁধিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, 'প্রকৃতির মুখ যখন সুন্দর হয়, তখন আপনার লোকদিগকে নিকটে পাইতে কতই না সাধ যায়। কত দিন আকাশে এই পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া আমার শূন্য প্রাণ অকারণে হাহাকার করিয়াছে। আজ তোমাকে নিকটে পাইয়া আবার তেমনি সুখ হইতেছে। ঐ একটি সুন্দর গোলাপ ফুটেছে।'

বিনোদবিহারী গোলাপটি তুলিয়া আনিয়া শোভনার হাতে দিলেন; শোভনা হাস্য মুখে গোলাপটি গ্রহণ করিয়া মাথায় পড়িল। বিনোদবিহারী হাসিয়া বলিলেন, 'পুরস্কার?'—শোভনা, মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "আর পুরস্কার কি দিব?"

বিনোদ। আর কিছু দিন পরে জোর করিয়া নিতে পারিব।

শোভনা হাসিল না। বিনোদবিহারী ভাবিলেন,—'এ কি?'

বিনোদ। এবার ত একেলা আগ্রা ফিরিয়া যাইতে পারিব না।

শোভনা। কেন, মা সঙ্গে যাবেন নাকি?

বিনোদ। মা যাবেন। তাতে প্রাণের নির্জ্জনতা ত ঘুচিতে পারে না? যাহাকে ভালবাসি তাহাকে নিকটে না পেলে ত আর প্রাণের হাহাকার নিবৃত্তি হইবে না।

শোভনা কথা বলিল না; তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদ। তুমি সঙ্গে না গেলে আর আগ্রা ফিরিয়া যাইতে পারিব না।

এবার শোভনার কথা ফুটিল। শোভনা ধীরে ধীরে বলিল, 'আমি কি করে যাব?'

বিনোদবিহারী হাসিয়া বলিলেন, 'আমার রাঁধুনী হয়ে—রমানাথ বাবুর অপেক্ষায় আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিব? তুমিই বল না,—তোমার মুখে শুনিলে প্রাণে বেশী আনন্দ হইবে—তুমিই বল না, কবে আমার প্রাণের গভীর আশা পূর্ণ হইবে?'

শোভনা এখনও মাথা হেঁট করিয়াই আছে; মাথা হেঁট করিয়াই বলিল,—'তাঁকে আমি বলেছি।'

বিনোদ। তাত জানিই। তবু তোমার মুখে শুনিতে চাই, তুমি আমাকে ভালবাস, আমাকে বিবাহ করিবে।

শোভনা উত্তর করিল না। বিনোদবিহারী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল, আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাস, আমাকে বিবাহ করিয়া সুখী করিবে।"

এবারও শোভনা উত্তর করিল না। বিনোদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল না কেন; আমি যদি তোমার মুখে শুনিলেই বেশী সুখী হই, তাতে বাদ সাধিবে কেন?'

শোভনার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিনোদ আবার বলিলেন,—'শোভনা, বল, তুমি আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাস, আমাকে বিবাহ করিবে।'

এবার শোভনা ধীর গম্ভীর ভাবে বলিল "না।"

যে ভাবে, যে স্বরে, অক্ষর দুটী উচ্চারিত হইল, তাহাদের গূঢ় অর্থ হৃদ্বোধ করা আর কঠিন হইল না। বিনোদবিহারীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বিনোদবিহারী ব্যাথায় অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে কি তবে তুমি বিবাহ করিবে না?'

শোভনা। না। আবার এই বজ্রের মত এই ভীষণ কথাটি বিনোদবিহারীর কাণে পড়িল।

বিনোদবিহারী দুঃখে আত্মবিস্মৃত হইলেন। রূঢ়স্বরে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—'শিক্ষিত যুবতীগণের হাবভাবে বিশ্বাস করা নির্ব্বোধের কাজ।'

শোভনার প্রাণের মর্ম্মস্থানে কথাগুলি তীক্ষ্ণ শেলের মত প্রবেশ করিল। মড়ার উপর খাড়ার ঘা।

বিনোদবিহারী আবার বলিলেন,—'স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারা বুঝেন না, আমরা আর কি বুঝিব? তোমার কথা শুনিয়া, তোমার হাব ভাব দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম তুমি আমাকে ভালবাস। নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতিফল পাইলাম। উপযুক্ত শিক্ষা হইল। আমি জানিতাম না, এইরূপ হাব ভাব দেখাইয়া সরল পুরুষদিগকে বধ করা তোমাদের মত যুবতীদিগের ব্যবসায়।"

আর শোভনার সহ্য হইল না। শোভনার চক্ষু দিয়া অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। সমস্ত দেহ ফুলিয়া উঠিল। মুখ ভাবে অলৌকিক তেজস্বীতার প্রকাশ পাইল। গম্ভীর ভাবে শোভনা বলিল,—"এত লেখা পড়া শিখিয়াও মানব চরিত্র শিক্ষা কর নাই ইহা জানিতাম না। যে ভালবাসা পাশব,

যে ভালবাসায় শরীর জানে কিন্তু মন জানে না, যে ভালবাসায় ইন্দ্রিয় আছে কর্ত্তব্য নাই, শরীর আছে মন নাই, সে ভালবাসায় বিবাহ না হইলে তৃপ্তি হয় না। আমি তোমাকে ভালবাসি, চিরদিন ভালবাসিব, কিন্তু তোমাকে বিবাহ করিব না। তোমার সঙ্গে আমার ভাবের সমতা নাই, আশার সমতা নাই! তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই রূঢ়ভাবে তোমার কথা উত্তর দেই নাই। নিজের হাতে তোমাকে আঘাত করিতে চাই নাই। ভালবাসি, কিন্তু এ ভালবাসা তুমি কি বুঝিবে? তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু আমার দেশকে আমি তোমা অপেক্ষাও বেশী ভাল বাসি। যত দিন দেশের এ দুঃখ দুর্গতি থাকিবে তত দিন আমার অন্য সুখ নাই, অন্য আশা নাই; তত দিন নিজের কথা ভাবিব না, ভাবিতে পারি না। কিন্তু তোমার মত নিষ্ঠুর পাষাণ হৃদয় সাংসারিক লোকে আমার এ ব্রতের ও এ ভালবাসার মর্ম্ম কি বুঝিবে?”

বিদ্যুতের মত শোভনা সে স্থানে হইতে অন্তর্হিত হইল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিনোদবিহারী সে স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইন্দুভূষণ গ্রামের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বড় ছোট সকলকে ছায়াবাজি দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রেমমালা শাশুড়ীকে বলিয়া গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে শাশুড়ীর নামে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইন্দুভূষণের বড় বৈঠকখানা ঘরে

বাজি হইবে, তাহার সম্মুখের দিকে পুরুষ দিগের বসিবার স্থান করিয়া দিলেন,—পশ্চাতে পরদার আড়ালে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান হইল। ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে আনিবার জন্য চারি পাঁচখানা পাল্কী নিযুক্ত হইল।

সন্ধ্যার পরে সকলেই আসিয়া একত্রিত হইলেন। ইন্দুভূষণ পুরুষদিগকে স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, রমণীদিগকে প্রেমমালা আপনার স্বাভাবিক মধুরতাসহ অভ্যর্থনা করিলেন। শশীভূষণ বাজি দেখাইতে লাগিলেন। এক এক খানা ছবি আসে, আর শশীভূষণ তৎসঙ্গে ছোট ছোট বক্তৃতা করিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দেন। যে ক খানা ছবি আছে, তাহা অনেকদিন দেখাইতে হইবে, কাজেই খুব তাড়াতাড়ি করিয়া বেশী ছবি দেখান হইল না। ধীরে ধীরে একখানা একখানা করিয়া গুটীকতক ছবি দেখান হইল। ছবি দেখান সমাপ্ত হইলে, ইন্দুভূষণ বলিলেন' "ছবি দেখা শেষ হইল। এখন শশী বাবু আমাদিগকে সুরাপানের অপকারিতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া উপকৃত করিবেন।" বক্তৃতা গ্রামে অতি সমারোহের ব্যাপার, বিশেষতঃ পরিচিত লোকের বক্তৃতা, সকলেরই খুব উৎসাহ হইল। শশীভূষণ পরদার সাক্ষাতে আসিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

শশীভূষণের বিলক্ষণ বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল। শশীভূষণ সুরাপান সম্বন্ধে অতি সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। রমণীগণ হা করিয়া পরদার আড়াল হইতে বক্তৃতা শুনিয়া কিছু মর্ম্মবোধ পারিলেন না বলিয়া তাহার ভূয়সি প্রশংসা করিলেন। পুরুষগণ কেহ নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিলেন, কেহ হাই তুলিয়া বাড়ীর কথা ভাবিতে লাগিলেন, আর সকলেই

বক্তৃতা অন্তে অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা হইয়াছে বলিয়া শশীভূষণের ক্ষমতার গুণ গাহিলেন।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই এই নূতন আমোদ ও ইন্দু বাবু এবং প্রেমমালার সৌজন্যে বিশেষ প্রীত হইয়া বাড়ী গেলেন।

পরদিন প্রাতে ইন্দুভূষণ শশীভূষণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমার বড় বেশী কাজ পড়িয়াছে। আমার এ দিক্‌কার কাজ ক'রে আর স্কুলের কাজ করা তোমার পোষায় না। তোমাকে আবার আমি ছাড়িয়া দিতে পারি না। তোমার সুবুদ্ধি ও সুপরামর্শের আমার নিতান্ত প্রয়োজন। তুমি স্কুলের কাজ ছাড়িয়া দাও। যত দিন না আর একজন মাষ্টার আসিয়াছে, তত দিন একটু একটু কাজ করিবে। তার পর একেবারে ছেড়ে দিয়ে আমার সহকারী হইয়া থাকিবে। ইতিমধ্যে একজন মাষ্টারের জন্য বিজ্ঞাপন দাও।

প্রেমমালা গ্রামের ভদ্র, অভদ্র ছোট বড় সকলের বাড়ীতে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে আলাপ আত্মীয়তা করিতে লাগিলেন। প্রেমমালার মুখের এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে যে,যে তাহাকে দেখে সেই ভালবাসে; পাড়ার রমণীগণ সহজেই প্রেমমালার সদ্ব্যবহারে মোহিত ও আকৃষ্ট হইলেন। দু চার দিনের ভিতরেই তাঁহাদের সঙ্গে প্রেমালার খুব ঘনিষ্টতা হইল।

ছায়া বাজির আমোদ ও শিক্ষায় গ্রাম্য সমিতির যত্নে, এবং ইন্দুভূষণ ও প্রেমমালার উৎসাহে অল্প দিনের মধ্যে মধুপুরের শ্রী পরিবর্ত্তিত হইল। পথ ঘাট গুলি পরিষ্কৃত হইল, মদের দোকানের ভীড় অনেকটা কমিয়া আসিল।

প্রেমমালার যত্নে ও উপদেশে গরিব লোকদিগের ঘর বাড়ীরও শ্রী বদলিয়া গেল। আগে যেখানে ময়লার গন্ধে যাওয়া দুষ্কর ছিল, এখন সে স্থান পরিষ্কার পরিপাটী হইল।

এক দিন প্রেমমালা স্বামীর সঙ্গে এক খানা বড় ছবির বই দেখিতেছিলেন;—ছবি গুলি বিলাতের কৃষকদিগের ঘর বাড়ীর প্রতিকৃতি। ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর ঘর দেখিয়া প্রেমমালার বড়ই আমোদ হইল। প্রেমমালা বলিলেন—"আমাদের কৃষকেরা এইরূপ সুন্দর ঘরে থাকিতে পারে না কি?"

ইন্দুভূষণ। পারিবে কি করে? তাদের এত টাকা কোথায়?

প্রেমমালা। আমার বড় সাধ হয় আমাদের প্রজারা এইরূপ ঘরে থাকে।

ইন্দুভূষণ উত্তর করিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রেমমালাকে চুম্বন করিয়া বাহিরে গেলেন।

ইন্দুভূষণ বহুদিন পর্য্যন্ত কি করিয়া প্রজাদিগের বাসস্থানের উন্নতি করিয়া প্রেমমালার এই পবিত্র সাধ পূর্ণ করিবেন, তাহার চিন্তা করিলেন। শশীভূষণ ও প্রেমমালার সঙ্গে এই বিষয়ে নানা পরামর্শ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন উঠিল না, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে রমানাথ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য প্রেমমালাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। শ্যামা ও শশীভূষণ ইহাঁদের সঙ্গী হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আপনার ঘরে যাইতে না যাইতে শোভনার প্রাণে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। শোভনা আপনার ঘরে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। লীলাবতী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীচে নামিয়া আসিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ শোভনার ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত গেল, শোভনা শয্যা-পার্শ্বে ছিন্ন তরুর মত অচেতন হইয়া পড়িল,—লীলাবতী ভ্রুকুটি করিয়া আবার ছাদে গেল। তাহার প্রাণের কোণে কোণে আগুণ জ্বলিতেছে।

রমানাথ বাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শোভনা ও লীলাবতী দুয়ের কাহাকেও দেখিলেন না। লীলাবতীকে ডাকিলেন। লীলাবতী আপনার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। রমানাথ বাবু তাহার মুখাকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'একি? কোনও অসুখ কোরেছে নাকি? এমন হোয়েছ যে?' লীলাবতীর মুখে বেশী কথা ফুটিল না, লীলাবতী বলিল,—'না অসুখ করে নাই, ঘুমাইয়াছিলাম।' লীলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। জীবনের প্রথম অসত্য ব্যবহারে প্রাণে কি যাতনা হয় ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে তাহা বোঝে না। লীলাবতীর আজ সেই যাতনা হইল। জীবনে আর সে জানিয়া শুনিয়া কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই।

সৌভাগ্যক্রমে রমানাথ বাবু লীলাবতীর বিবর্ণ মুখ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন না;—জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শোভনা কোথায়?'

লীলাবতী। বিনোদ দাদার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ছাদে বেড়াইতেছিল, হয়ত সেইখানেই আছে।

রমানাথ বাবু ভাবিলেন,'তবে কি শোভনার মন ফিরিয়াছে ?' তাঁহার একটুকু সুখ হইল। লীলাবতীকে বলিলেন,—'তাঁরা ছাদে আছেন কি না একটুকু দেখে এস ত।'

লীলাবতী। এই কতক্ষণ দুজনে ছাদে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। তা দেখে আসছি। রাত্র তখন দশটা বাজিয়াছে।

লীলাবতী ছাদের দরজায় উঠে না উঠেই ফিরিয়া আসিল। পিতাকে বলিল, "না তাঁরা ছাদে নাই। এরই ভিতর কোথা গেলেন বুঝি না।"

রমানাথ। শোভনা তার ঘরে আছে কি না দেখত ?

লীলাবতী। ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—'শোভনা শুয়ে আছে।'

রমানাথ বাবু আর কোনও কথা বলিলেন না। মৌন ভাবে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। লীলাবতী আবার আপনার ঘরে গেল।

শোভনার যখন মোহ ভাঙ্গিল, তখন খুব বেশী রাত হইয়াছে। শোভনা চাহিয়া দেখিল তাহার জালানা দরজা সকলই খোলা। শোভনা শয্যা হইতে উঠিয়া আলো জ্বালিল। দেরাজের একটী অতি নিভৃত কোণ হইতে একটী অতি সুন্দর সুসজ্জিত হাতির দাঁতের ছোট বাক্স বাহির করিল। ধীরে ধীরে বাক্সটী হইতে এক তোড়া কাগজ বাহির করিয়া এক এক খান কাগজ খুলিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে সব কাগজ গুলি পড়া হইল, শোভনা আবার তাহা ফিরিয়া পড়িল। পড়া শেষ হইলে সযত্নে আবার কাগজ গুলি গুছাইয়া বাক্সটী বন্ধ করিল। আর একটী অতি ছোট অতি সুন্দর বাক্স বাহির করিল ; বাক্স হইতে এক খানা ছবি বাহির করিল ;—ছবি একটী বালকের, অতি যত্নে ছবি

খানিকে চুম্বন করিল; ধীরে ধীরে অতি যত্নে তাহাকে বুকে রাখিল। সহসা আপনার মাথার গোলাপ ফুলটীর কথা মনে হইল, মাথায় হাত দিয়া দেখিল ফুল নাই। শয্যা পার্শ্বে ফুটন্ত ফুলটী পড়িয়া ছিল। শোভনা অতি যত্নে ফুলটী তুলিয়া আনিল, অতি যত্নে ছবি খানি বুকের ভিতর হইতে বাহির করিল। এক খানা অতি সুন্দর রেশমী রুমালে ছবি খানি ও ফুলটী বাঁধিয়া আবার সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিল। বাক্স দুটী ধীরে দেরাজে রাখিয়া একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

সে দিন রমানাথ বাবুকে বিনোদবিহারীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনার অমত জানাইয়া শোভনা বিবশা হইয়া কাঁদিয়াছিল। আজ আর সে কাঁদিল না; এই যাতনার মধ্যে তাহার চক্ষে এক বিন্দু জল পড়িল না। বাক্স দুটী দেরাজে বন্ধ করিয়া একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। নীরব ভাষায় যেন বলিল, "সুখ, ভোগ, তোমরা আজ হইতে বিদায় লও;—দুঃখ, কর্ত্তব্য, আজ হইতে তোমরা এ জীবনকে অধিকার কর।'

শোভনা পুনরায় শয়ন করিবার আয়োজন করিল; সম্মুখের ঘড়ীর উপর চোক পড়িল। সে কি? পাঁচটা? শোভনা আর নিশা-শেষ-শয়ন করিতে গেল না। জানালার নিকটে বসিয়া শীতল প্রভাত-বায়ু সেবন করিতে লাগিল। গৃহের উজ্জ্বল আলোরাশি মুক্ত বাতায়ন পথে বাহির হইয়া পথি-পার্শ্বে একটী সুবিস্তৃত শিরিষ ফুলের গাছে গিয়া পড়িয়াছে। সহসা সুকণ্ঠ পথিক মধুর স্বরে গান ধরিল,—

এ ভারত মাঝে আজি, কে প্রেমে মজিবে রে?
শ্মশানের মাঝে বসি, কে সুখে হাসিবে রে?

যার ঘরে অনিবার,   উঠে দুঃখ হাহাকার
সে জন কেমনে সুখে পরাণ চালিবে রে।
দুঃখী, ভারতের দুঃখে,   যদি কেহ বেঁচে থাকে,
ছাড়ি প্রেম, ছাড়ি সুখ, সে সুধু কাঁদিবে রে।
জননীর সুসন্তান,   থাক যদি কোন জন,
পণ কর প্রাণ মন,   এ দুঃখ নাশিতে রে,
এই মহা ব্রত ধরি,   এই এক লক্ষ্য করি
আশার সলিতা জ্বালি, খাটিবে মরিবে রে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

~~পাঠক, গরিব বিনোদবিহারীকে আমরা অনেকক্ষণ একেলা ফেলিয়া রাখিয়াছি, চল একবার তাঁহার খবর লেই।~~

শোভনা নীচে চলিয়া গেলে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিনোদবিহারী মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় হতচেতন হইয়া সে স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা পশ্চাতে লীলাবতী উচ্চ হাস্য করিয়া নীচে নামিয়া গেল। বিনোদবিহারীর চমক ভাঙ্গিল। তাঁহার প্রকৃত অবস্থা তিনি ক্রমে হৃদ্বোধ করিয়া উঠিলেন। প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আপনার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য হৃদয়ে বিষম অনুতাপ-যাতনা উপস্থিত হইল। দুঃখ, ক্রোধ ও অভিমানে জর্জ্জরিত হইয়া বিনোদবিহারী রমানাথ বাবুর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

বিনোদবিহারী আত্মবিস্মিত হইয়া কোন দিকে কোথা যাইবেন ঠিক্ করিতে পারিলেন না। অন্যমনে বিষণ্ণভাবে মাথা

হেঁট করিয়া পথে চলিলেন। তাঁহার আপনার বাড়ীর দ্বারে গেলেন, কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহার ভ্রুক্ষেপ নাই। সোজা পথ ধরিয়া আপনার বাড়ী ছাড়াইয়া চলিলেন। পথে অসংখ্য লোক চলাচল করিতেছে, কিন্তু বিনোদবিহারীর তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই। বিনোদবিহারী মনে করিতে লাগিলেন, এই সংসারে তিনি একাকী, এই মহানগরীতে, এই বিস্তীর্ণ রাজ-পথে আর লোক জন নাই।

বিনোদবিহারী কতদুর, কতক্ষণ যে এইরূপে বেড়াইয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। অন্যমনে হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি কলিকাতার উত্তর অংশ ছাড়াইয়া অনেকদূর দক্ষিণে আসিয়া পড়িলেন। কার্য্যবশতঃ যোগীন্দ্রনাথ সে দিকে যাইতে ছিলেন, সহসা বিনোদবিহারীকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া তাহার হাত ধরিলেন। বিনোদবিহারীর তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। যোগীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা যাচ্ছ? এই ভাবে? মানে কি?'

বিনোদবিহারী কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। যোগীন্দ্রনাথ আবার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

বিনোদবিহারী। সকল আশা ভাঙ্গিয়াছে।

যোগীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু রাজপথে সমুদায় কথা শুনিবার সুবিধা নাই বলিয়া, নিকটস্থ প্রমোদকাননে প্রবেশ করিলেন।

একটী ক্ষুদ্র নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে একখানি আসনে দুজনে গিয়া বসিলেন। বিনোদবিহারী বন্ধুর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রমে চক্ষু দিয়া হৃদয়ের দুঃখবেগ বাহির হইয়া পড়িল। বিনোদ

বিহারী তখন বন্ধুর কথার উত্তর দিলেন,—'আমার সকল আশা ভাঙ্গিয়াছে।'

যোগী। কেন?

বিনোদ। আমার সঙ্গে তাহার ভাবের ও আশার সমতা নাই।

যোগীন্দ্র। সে কি?

বিনোদ। আমি সাংসারিক, আমি দেশের জন্য ভাবি না, দেশের জন্য কাঁদিতে জানি না;—আমার সঙ্গে তাহার আশার, ভাবের সমতা নাই।

যোগীন্দ্রনাথের হৃদয়ে শোভনার প্রতি সরল ও গভীর শ্রদ্ধার উদয় হইল। যোগীন্দ্রনাথ মনে মনে বলিয়া উঠিলেন,—'তবে এ হতভাগ্য দেশের উদ্ধারের আশা আছে।'

রাত্রি গভীর হইল, পথে লোকের ভীঁড় কমিয়া আসিল, তথাপি দুই বন্ধুতে সেইখানে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে অবসন্ন দেহে, অবসন্নপ্রাণে বিনোদবিহারী বন্ধুর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। যোগীন্দ্রনাথ দক্ষিণ হস্তে কপোল বিন্যস্ত করিয়া অনিমেষ লোচনে সম্মুখস্থ দীর্ঘিকার নির্ব্বাত নিষ্কম্প জলরাশির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সহসা যোগীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠে অঙ্গুলি সংস্পর্শ হইল। যোগীন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন একব্যক্তি তাঁহাকে সঙ্কেত করিতেছে। যোগীন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। বিনোদবিহারী, সেই নিকুঞ্জ মধ্যে, চন্দ্রালোকে সেই কাষ্ঠাসনের উপর নিদ্রিত রহিলেন।

তখন গভীর নিশাকাল, চন্দ্রমা ডুবু ডুবু; আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন; "তিনটা

বাজিয়াছে, সাড়ে পাঁচটার সময় পশ্চিমের গাড়ী যায়।" অপরিচিত ব্যক্তি অদৃশ্য হইলেন। মনে হইল যেন এই ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাতে শূন্যে মিশাইয়া গেলেন।

'সাড়ে পাঁচটার সময় পশ্চিমের গাড়ী যায়।' কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত যোগীন্দ্রনাথ এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। সহসা তাঁহার মনে হইল, পরদিন প্রত্যূষে একটী আত্মীয়ের বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এলাহাবাদ যাইবেন। তাঁহার পথ খরচ যোগীন্দ্রনাথের নিকট। যোগীন্দ্রনাথ অমনি বিনোদবিহারীকে একাকী সেই উপবন মধ্যে নিদ্রিত রাখিয়া বাড়ী চলিলেন।

মধুর সঙ্গীতে বিনোদবিহারীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সেই গভীর নিশীথে, সেই নির্জ্জন উপবনে এক ব্যক্তি গান ধরিল;

কোথা লুকাইল সুখ, এ দুখ বলি কাহারে,
এত দুঃখ অত্যাচার, কে বল সহিতে পারে?
থাকিতে কোটী সন্তান, অবিচার অপমান,
সহিতেছি দিবানিশি, বাঁচিয়া রয়েছি মরে।
আমার দুখের দুখী, আমার সুখেতে সুখী,
নাহি হেন কোনও জন, ভারত মাঝারে;—
আপনার সুখে রত,—নিষ্ঠুর সন্তান যত,
অভাগী মায়ের দুখ' ভুলেও কেহ না হেরে। *

গান সমাপ্ত হইল। বিনোদের হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কথাগুলি গাঁথিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গান উঠিল;

---

* রাগিনী পাহাড়ী।

এ ভারত মাঝে আজি কে প্রেমে মজিবে রে।

গান সমাপ্ত হইল, একটী দীর্ঘকায় শুক্ল কেশ, শুক্ল শ্মশ্রু বিরাট পুরুষ বিনোদবিহারীর নিকটে আসিয়া আবার গাহিলেন,—

জননীর সুসন্তান,—থাক যদি কোন জন,
পণ কর প্রাণ মন ;—এ দুঃখ নাশিতে রে।
এই মহা ব্রত ধরি,' এই এক লক্ষ্য করি,
আশার সলিতা জ্বালি, খাটিবে মরিবে রে।

বিনোদবিহারীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় বিনোদবিহারী সেই অপূর্ব্ব বিরাট মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ইন্দ্রজাল প্রভাবে যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই মহাব্রতের মূল মন্ত্র কি ?'

বিরাট পুরুষ উত্তর করিলেন ;—

আত্ম বিসর্জ্জন ও স্বাবলম্বন।

চক্ষের পলকে এই বিরাট মূর্ত্তি সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বিনোদবিহারী অবাক্ হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অগ্নি সংযোগ ভিন্ন স্বর্ণ পরীক্ষিত ও সংস্কৃত হয় না। বিপদের আগুণে না পুড়িলে মানুষের মন ও হৃদয় পরীক্ষিত ও সংস্কৃত হয় না। ভগবান তাঁহার শান্ত সুবোধ পুত্র কন্যাগণকে বিপদে

ফেলিয়া সংস্কৃতও বিশোধিত করেন। শোভনার সম্বন্ধেও দুঃখের উপর দুঃখ পড়িতে লাগিল।

বিনোদবিহারীর বিবাহ প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিয়া, বিনোদবিহারীকে এইরূপ ভাবে অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত করিয়া শোভনার মনে যে কষ্ট হইল, তাহা তুমি আমি কি করিয়া বুঝিব? কখনও যদি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনার হাতে আপনার হৃদয়কে উৎপাটিত করিয়া থাক, তবে শোভনার এই কষ্ট কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবে।

বিনোদবিহারী পর দিন কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। মাতাকে না বলিয়া, বন্ধু বান্ধবদিগকে কোনও সংবাদ না দিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মাতার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যাহারা ভিতরকার খবর জানিতেন তাঁহারা অনুমান করিলেন, বিনোদবিহারীর কোনও অমঙ্গল ঘটিয়াছে।

প্রিয়জনের মনে অমঙ্গল ভয় সহজেই উঠে। শোভনার ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল, বিনোদবিহারী আত্মহত্যা করিয়াছেন। শোভনার মুখের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা শুকাইয়া গেল। শোভনা এখন চিন্তাশীলা, দিন রাত্র বিষণ্ণভাবে একাকী বসিয়া থাকে।

প্রথমে একটুকু আশা ছিল, হয়ত সময়ে বিনোদ বিহারীর খবর পাওয়া যাইবে। রমানাথ বাবু আগ্রায় একজন বন্ধুর নিকট চিঠি লিখিয়া বিনোদবিহারী সেখানে গিয়াছেন কি না তাহার খবর আনাইলেন। সংবাদ আসিল, বিনোদ কলিকাতা হইতে তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। আগ্রায় একটি বন্ধুর উপর তাঁহার সমুদায় মাহিনা আদায় করিয়া যাহা কিছু

দেনা পাওনা ছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়া বাকী টাকা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিবার ভার দিয়াছেন। তিনি আগ্রা যান নাই। তবুও বন্ধু বান্ধবদিগের আশা ফুরাইল না। তখনও তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, বিনোদবিহারী নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, আবার দেশে ফিরিয়া আসিবেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই রমানাথ বাবুর বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে তিনি বিনোদবিহারীর অন্বেষণ করিতে চিঠি লিখিলেন। বিনোদ-বিহারী এত শিক্ষিত ও এত বুদ্ধিমান হইয়া যে আপনার জীবন স্বহস্তে এইরূপ সামান্য কারণে বিনাশ করিবেন, এ কথা কাহারই সহজে বিশ্বাস হইল না।

ক্রমে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু বিনোদবিহারীর আর কোনও খপর পাওয়া গেল না। শোভনার দৃঢ় ধারণা হইল, বিনোদবিহারী আর ইহলোকে নাই।

বিনোদবিহারী এ সংসারে নাই। ফুটিতে না ফুটিতে তাঁহার জীবন ফুল ঝড়িয়া পড়িয়াছে! শোভনা যদি তাঁহার প্রতি এত কঠোর, এত নির্ম্মম না হইত; শোভনা যদি বিনোদবিহারীকে ভাল ভাবে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিত; শোভনা যদি তাঁহাকে সে দিন,—সেই শেষ দেখার দিন—সেরূপ নিষ্ঠুর ভাবে সে কটু কথা গুলি না বলিত, তবে বিনোদবিহারীর এই সুন্দর জীবনটী ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়িত না। শোভনার মনে হইতে লাগিল, তাহার দোষে বিনোদবিহারীর এইরূপ শোচ-নীয় পরিণাম হইল।

আবার শোভনা যখন ভাবিল, পবিত্র কর্ত্তব্যের আদেশে

বিনোদবিহারীর প্রাণে সে আপনার অনিচ্ছায় এই কষ্ট দিয়াছে, তখন তাহার এই কর্ত্তব্যের প্রতি হৃদয়ের টান শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। যে ব্রতের জন্য সে বিনোদবিহারীকে বিসর্জ্জন দিল,—আপনার হাতে আপনার হৃদয়কে উৎপাটিত করিয়া যে ব্রতের দক্ষিণা সে দিল, সে ব্রতের প্রতিষ্ঠা কবে হইবে?—সে মহাব্রতের মহাফল কবে লাভ হইবে?—শোভনার মনে দেশ-হিতৈষণা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। বিনোদের কথা মনে হইলেই শোভনা মনে মনে ভাবিত,—'ভগবান, যে আশায় প্রাণের সুখ, হৃদয়ের ভালবাসা, জীবনের আকর্ষণ,—সমুদায় বিসর্জ্জন দিলাম, তাহা কবে পূর্ণ হইবে বল?'

বিনোদবিহারীর সঙ্গে সঙ্গে শোভনা লীলাবতীর ভালবাসাও হারাইল। একদিন লীলাবতী শোভনার বিষম কষ্টের সময় একবিন্দু সরল অশ্রুপাত করিয়া তাহার দগ্ধ প্রাণকে কথঞ্চিত শীতল করিয়াছিল। সে দিন শোভনার যে যাতনা ও কষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহার প্রাণে তদপেক্ষা শতগুণ, সহস্রগুণ বেশি যাতনা, কিন্তু এখন আর লীলাবতী তাহার দুঃখে কাঁদে না। এখন আর লীলাবতী তাহাকে আদর করে না। শোভনাকে বিষণ্ণ দেখিলে লীলাবতী হাসে। শোভনাকে একেলা দেখিলে লীলাবতী তাহার পাশ দিয়া অন্য মনে চলিয়া যায়। সুধু তাহাই নহে; মাঝে মাঝে বিনোদবিহারীর কথা তুলিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তাহার প্রাণে আঘাত দিয়া থাকে। শোভনার দুঃখে লীলাবতী আজ কাল বড় সুখী।

লীলাবতীর ব্যবহার দেখিয়া শোভনা প্রথমে বিস্মিত হইল। লীলাবতীর এ পরিবর্ত্তন হইল কিসে? লীলাবতী আর

তাহাকে তেমনি করে ভালবাসে না কেন? শোভনা ইহার মর্ম্ম-ভেদ করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাতে তাহার প্রাণের যাতনা আরো বৃদ্ধি পাইল। শোভনার মনে হইতে লাগিল, তাহার আপনার দোষেই স্নেহশীলা লীলার ভালবাসারও এ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লীলাবতী মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে আরম্ভ করিল। বাস্তবিকই—'ছিদ্রেম্বনর্থা বহুলী ভবন্তি।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইন্দুভূষণ কলিকাতায় আসিয়াছেন। রমানাথ বাবুর অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া সপরিবারে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রেমমালাকে পাইয়া শোভনা একটুকু সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। প্রেমমালা দিবসের অধিকাংশ সময় শোভনার সঙ্গেই অতিবাহিত করেন। লীলাবতীর প্রাণে তাহাতে আরো জ্বালা উপস্থিত হইল। শোভনার প্রতি তাহার যে একটুকু মমতা ছিল, তাহাও চলিয়া গেল।

রমানাথ বাবুর পরিবারে আর একটি নূতন বন্ধু জুটিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথ আপনার চরিত্রের মোহিনী শক্তিতে সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছেন। রমানাথ বাবুর বাড়ীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রমানাথ বাবু তাঁহাকে পরিবারের ছেলের মত যত্ন ও আদর করেন।

যোগীন্দ্রনাথের হৃদয় বহুদিন লীলাবতীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। লীলাবতীও তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। তাহাতে লীলাবতীর একটুকু সুখ হইয়াছে। লীলাবতীর হৃদয় বড় কোমল। তাহার যত দোষ এই অতি কোমল হৃদয়ের। লীলাবতী বড় ভালবাসার কাঙ্গাল, তাই লীলাবতীর এত ঈর্ষা। যেখানে ভালবাসা চায় সেখানে তাহা না পাইলে লীলাবতীর হৃদয় এরূপ রাক্ষসভাব ধারণ করে। যোগীন্দ্রনাথের আদর যত্ন দেখিয়া লীলাবতীও তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে গল্প করিতে, যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাসি তামাসা করিতে, যোগীন্দ্রনাথের নিকট বসিয়া থাকিতে, লীলাবতীর কেমন ভাল লাগে। যোগীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন শুনিলেই লীলাবতী তাঁহার নিকটে গিয়া বসে।

শোভনাও যোগীন্দ্রনাথকে ভালবাসে। যোগীন্দ্রনাথ বিনোদবিহারীর শৈশব-সখা, বিনোদবিহারীর প্রিয়তম বন্ধু, শোভনা যে তাঁহাকে স্নেহ মমতা করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

শোভনার যোগীন্দ্রনাথকে ভালবাসিবার আর একটি কারণ ছিল। যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে শোভনার ভাবের ও আশার সমতা ছিল। শোভনা যে দুঃখে দুঃখিনী, যোগীন্দ্রনাথও সেই দুঃখে দুঃখী।

শোভনা ও যোগীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল। লীলাবতী তাহা দেখিল। লীলার প্রাণে আবার বিষম আগুন জ্বলিল।

শ্যামা শশিভূষণের শিক্ষায় লীলার প্রাণের এই আগুনে বাতাস দিতে আরম্ভ করিলেন। শ্যামা ও লীলাবতীতে অল্প দিন মধ্যেই বেশ আত্মীয়তা হইল।

শশিভূষণ ইন্দুভূষণের বিশ্বাসী বন্ধু, ইন্দুভূষণের এক রকম আপনার পরিবারের লোক। রমানাথ বাবুর পরিবারেও তাহার বিলক্ষণ আদর হইল। শোভনা ও লীলাবতী উভয়েই শশি-ভূষণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন।

ইন্দুভূষণ ও প্রেমমালা বেড়াইতে গিয়াছেন। রমানাথ বাবুও কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছেন, শোভনা হলঘরে একাকী বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে, যোগীন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোভনা তাঁহাকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করিল। যোগীন্দ্রনাথ শোভনার নিকটে বসিলেন। দুইজনে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিল।

একথা ওকথা হইতে ক্রমে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আসিয়া পড়িল। উভয়েই এই বিষয়ে মর্ম্ম-পীড়িত, দুজনে নিবিষ্টচিত্তে একান্তে বসিয়া তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

লীলাবতী সহসা কার্য্যবশতঃ হলঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগীন্দ্রনাথ আসিলেই লীলাবতী খবর পাইত। আজ ক দিন যোগীন্দ্রনাথ তাহাকে খবর দেন নাই। লীলাবতী হল-ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল যোগীন্দ্রনাথ শোভনার সঙ্গে একান্তে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কথা কহিতেছেন।—লীলার প্রাণে ভীষণ আগুন জ্বলিল। ভীষণ ঈর্ষার তাড়নায় লীলাবতী আপনার ঘরের দিকে ছুটিল।

শশিভূষণ লীলাবতীকে দেখিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা চক্ষের পলকে বুঝিয়া উঠিলেন। লীলাবতী উত্তেজিতভাবে আপনার ঘরের বারান্দায় গিয়া বসিল। শশিভূষণ ধীরে ধীরে সেখানে

গিয়া উপস্থিত হইলেন। লীলার হৃদয় বিষম উত্তেজিত, শশিভূষণকে সে দেখিয়াও দেখিল না। শশিভূষণ নিকটে গিয়া বলিলেন, "আপনার বাবা কখন বাড়ী ফিরিবেন জানেন কি ?—একি ? আপনার কোনও অসুখ করেছে না কি ?"

লীলা।—না বেশি অসুখ নয়।

শশী।—আপনার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে বড় অসুখ করেছে। মাথা ধরেছে নাকি ? আমি এখনই বড়দিদিবাবুকে ডেকে দিচ্ছি।

লীলা। না, তাঁকে ডাকিবেন না।

শশী। তিনি এই ত একেলাটী হলঘরে বসে আছেন, তাঁকে ডেকে দি না ?

লীলা। না, তাঁকে ডাকিবেন না। তিনি যোগীন্ বাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছেন।

শশী। আপনার অসুখ চাইতে কি যোগীন্ বাবুর সঙ্গে গল্প করা কি বেশি কাজ ?

লীলা। তাঁর সুখে বাধা দিবেন কেন ? আমি একেলাটীই থাকি।

শশী। তবে আমাদের দিদিবাবুকে ডেকে দি।

শশিভূষণ শ্যামার খোঁজে চলিলেন। শ্যামা শশিভূষণের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শশী। এক তামাসা দেখিবে ?

শ্যামা। কি ?

শশী। বাঁদর নাচ ?

শ্যামা। তুমি নাচিবে নাকি ?

শশী। তোমার সঙ্গে না হলে ত আমি নাচিতে পারি না।

শ্যামা। না হয় আমিও নাচিলাম।

শশী। তবে না হয় আমিই বাঁদর হইলাম। তামাসা দেখিবে কি?

শ্যামা। বল না কি তামাসা?

শশী। তাত বলেছিই।

শ্যামা। কোথা?

শশী। এখানে।

শ্যামা। কখন?

শশী। এখনই।

শ্যামা। কি করে?

শশী। একটুকু তাল দিয়ে।

শ্যামা। বুঝিয়েই বল না কেন?

শশী। ছোট দিদিবাবুর প্রাণে আগুন ধরেছে।

শ্যামা। কে ধরালে।

শশী। বড় দিদিবাবু।

শ্যামা। কি করে।

শশী। হলঘরে গিয়ে একবার দেখে এস।

শ্যামা হলঘরের দিকে গিয়ে আবার তখনই ফিরিয়া আসিল।

শ্যামা। এখন কি চাও?

শশী। আগুনে একটুকু হাওয়া দাও গিয়ে।

শ্যামা। ছি, মড়ার উপর খাড়ার ঘা কেন?

শশী। মড়া মানুষ অত জলে উঠে না।

শ্যামা। যে জল্‌ছে তাকে আবার জ্বালিয়ে লাভ কি?

শশী। বিষস্য বিষমৌষধম্। আর মাঝখান থেকে আমাদের তামাসা দেখা।

শ্যামা। তোমার ভাই কেবল খামাকা খামাকা মানুষকে পুড়িয়ে মারিতে সাধ যায়। হাসিতে হাসিতে শ্যামা চলিয়া গেলেন। শশিভূষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লীলাবতীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

শশী—"আপনার অসুখ কি বাড়ছে নাকি? এই দিদিবাবু এসেছেন।" লীলাবতী কোনও উত্তর করিল না। শশী শ্যামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দিদিবাবু ইহার বড় অসুখ করেছে, আপনি একটুকু নিকটে বসে গল্প টল্প করুন। একাকী থাকিলে অসুখ বাড়িতে পারে।"

শশিভূষণ চলিয়া গেলেন। শ্যামা লীলাবতীর নিকটে বসিয়া তাহার প্রাণের আগুনে বাতাস করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:০০:—

শোভনা রমানাথ বাবুকে আসিয়া বলিল, "কাকা বাবু, এক একবার দেশ বেড়াতে বড় ইচ্ছা হয়, আপনি ত সবদেশই দেখেছেন, আমাদিগকে নিয়ে একবার সব দেখিয়ে আসুন না কেন? বিশেষতঃ একবার বোম্বাই যেতে আমার বহুদিনের ইচ্ছা।"

রমানাথ বাবু বলিলেন,—"আমিও কদিন হইতে তাহাই ভাবিতে ছিলাম। ইন্দু বাবুরা যদি সঙ্গে যান, তবে আরো ভাল হয়।

শোভনা। আমি প্রেমমালার সঙ্গে আলাপ করিব।

শোভনা অভিভাবকের নিকট হইতে প্রেমমালার নিকটে গেল। প্রেমমালা শুনিবামাত্রই তাহাতে আপনার সম্পূর্ণ অভিমত জানাইলেন; এবং যাহাতে ইন্দুভূষণের অভিমত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন বলিলেন।

দু তিন দিনের মধ্যেই স্থির হইল, শীতকালে দুপরিবারে মিলিয়া বোম্বাই বেড়াইতে যাইবেন। যোগীন্দ্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন।

ইতিমধ্যে ইন্দুভূষণ বাড়ীর কাজকর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য একবার মধুপুর যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে শোভনার ঘনিষ্টতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক সময় এখন দুজনে একান্তে বসিয়া নানা গল্প, নানা পরামর্শ করেন। লীলাবতীর প্রাণের আগুন আরো জ্বলিয়া উঠিল। শ্যামা, শশিভূষণের প্ররোচনায়, লীলার প্রাণের আগুনে হাওয়া করিতে লাগিলেন। আপনার কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়, এবং শ্যামা ও শশিভূষণের চেষ্টায় শোভনার প্রতি লীলাবতীর ঘৃণা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

এদিকে শশিভূষণ লীলাবতীর কষ্টে সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লীলাবতী যখন একেলা বসিয়া থাকে, তখনই শশী তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়ান, তাঁহার সঙ্গে দুটো ভাল কথা বলেন। লীলাবতীর অসুখ দেখিলে শশিভূষণ আপনার হাস্যমুখে বিষাদ মাখেন, ব্যস্ত হইয়া তাহার স্বাস্থ্যের কথা শতবার জিজ্ঞাসা করেন, আর শ্যামকে পাঠাইয়া তাহার শুশ্রূষা করান। শশিভূষণের অনুরোধ ও পরামর্শে শ্যামা লীলাবতীকে নাচাইয়া

বেড়ান, আর ভাবেন, তাহার মত এত বুদ্ধি আর কাহারও নাই।

ইন্দুভূষণের মধুপুর ফিরিয়া যাইবার দিন ক্রমশঃ নিকটে আসিতে লাগিল। শশিভূষণ কলিকাতা ছাড়িবার পূর্ব্ব দিন, লীলাবতীকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন,—"আমরা কাল যাব। দিদিবাবু ও বউ চলিয়া গেলে আপনি বড় একেলাটি পড়িবেন।"

লীলা। আমার বড় কষ্ট হইবে। বিশেষ শ্যামা দিদির জন্য বড়ই কষ্ট হইবে।

শশী। আমাদেরও আপনাদের জন্য বড় কষ্ট হ'বে। চিঠি পত্র পেলে সে কষ্ট কতকটা কমিবে। চিঠি পত্র লিখিবার অনুমতি পাব কি?

লীলা। ও আবার অনুমতি কি? আপনাদের চিঠি পত্র পেলে সুখী হ'ব।

শশী। আমরাও আপনার চিঠি পেলে বড় সুখী হব। সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

লীলাবতী নীরব হইয়া রহিল। শশিভূষণ আবার বলিলেন, —আমার জগতে আর কেহ নাই। বাল্যকাল হইতে কাহারও স্নেহ মমতা পাই নাই। আপনাদের এখানে এসে অবধি বড় সুখে ছিলাম। এই কদিন যে সুখে কাটাইয়াছি তার কথা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না।

শশিভূষণ গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

লীলাবতী বলিল,—চিঠি পত্র লিখিবেন; আমিও লিখিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০০ঃ—

ইন্দুভূষণ পরদিন মধুপুর যাইবেন। রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার সময় শয়ন করিতে গেলেন। গ্রীষ্মের তাড়নায় ঘুম হইল না। ইন্দুভূষণ শয্যাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া রাজপথের উপরে সুবিস্তীর্ণ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজপথের পর পারে সুরম্য প্রমোদ উদ্যান জ্যোৎস্না-ধৌত হইয়া, রমণীয় সাজ পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সৌন্দর্য্যপ্রিয় ইন্দুভূষণ ধীরে ধীরে প্রকৃতির এ মধুর শোভা উপভোগ করিবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া রাজপথ অতিক্রম করিয়া প্রমোদ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। নীরব প্রকৃতি, ঘুমন্ত জ্যোৎস্না, চারিদিকে অসংখ্য মনোহর তরুলতা, ফুল ফলে সুশোভিত, ইন্দুভূষণ বিমোহিত হইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি পান করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ অন্য-মনে উপবনের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কথকিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া উপবনের মধ্যস্থলে একখানি লৌহাসনে বসিয়া আকাশের শোভা দেখিতে লাগিলেন।

সহসা মধুর সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ক্রমে সঙ্গীতকর্ত্তা ইন্দুভূষণের নিকটে আসিতে লাগিলেন। ইন্দুভূষণ শুনিলেন পথিক গাহিতেছেন ঃ—

"কেন রে কেন রে আজি ছড়ায়ে জোছ্না রাশি"

গায়ক মধুর সঙ্গীত ছড়াইতে ছড়াইতে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। ইন্দুভূষণ বিমোহিত হইয়া সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিলেন।

গায়ক আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া গাহিতে গাহিতে উদ্যানের মধ্যস্থলে, ইন্দুভূষণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দুভূষণ বিরাট পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, আসনের একপার্শ্বে সরিয়া গেলেন। গায়কের চেতনা হইল। গায়ক ইন্দুভূষণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন! ইন্দুভূষণ চিত্রপুত্তলীর মত বসিয়া রহিলেন।

গায়ক ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমার সঙ্গে চল।"

মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় ইন্দুভূষণ তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন।

গায়ক আবার আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া গান ধরিলেন'—গাহিতে গাহিতে বিভোর হইয়া চলিলেন। ইন্দুভূষণ ইন্দ্রজাল প্রভাবে যেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রাজপথ অতিক্রম করিয়া দুজনে ক্ষুদ্র পল্লিপথে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অতি জীর্ণ গৃহ, অধিবাসিদিগের বিষম দারিদ্র্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। দুর্গন্ধময় ক্ষুদ্র পথ-পার্শ্বে অনাবৃত স্থানে দীন দুঃখী শ্রমজীবিগণ মৃত্তিকার উপর নিদ্রিত। কোথাও বা গৃহাভ্যন্তরে অপগণ্ড শিশুকুমার ক্ষুধার যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে অনাহারে শীর্ণ জননীর কৃশ স্তনে দুগ্ধ নাই, হতভাগিনী আপনার ভাগ্যকে অভিসম্পাৎ করিতেছে। পল্লীটি অতি অপরিষ্কার, অতি জীর্ণ,—ঘোর দরিদ্রতার পরিচায়ক।

গায়ক দাঁড়াইলেন।—ইন্দুভূষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইলেন। গায়ক বলিলেন,—"চক্ষু খুলিয়া চারিদিক দেখিয়া চল।"

ইন্দুভূষণ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় চারিদিকে চক্ষু বিস্তৃত করিয়া দেখিয়া চলিলেন। পল্লীর দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যাতনা হইল।

গায়ক পল্লী ছাড়াইয়া চলিলেন, ইন্দুভূষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দুজনে বিস্তীর্ণ রাজপথ ধরিয়া চলিলেন। বহুদূরে অতি সুন্দর, অতি পরিপাটী পল্লীর মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিলেন। এখানে পথের আলোগুলি বেশী উজ্জ্বল, পথ ঘাট বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুবিস্তৃত প্রসাদাবলীতে পল্লী সুশোভিত, মুক্ত বাতায়নপথে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলো চতুর্দ্দিকস্থ বাগানে আসিয়া পড়িতেছে। পল্লীটি দেখিলে ইন্দ্রপুরী বলিয়া বোধ হয়, কুবেরের স্বরাজ্য বলিয়া অনুমিত হয়।

গায়ক বলিলেন,—চক্ষু খুলিয়া দেখ।

ইন্দুভূষণ চারিদিকে দেখিয়া চলিলেন।

গায়ক বলিলেন, —"এ ধন রাশি কোথা হইতে আসিয়াছে, জান কি?"

ইন্দুভূষণ হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

গায়ক।—"সেই অন্ধকার দরিদ্র পল্লীর ছবি এখনই ভুলিয়াছ?" ঘৃণায় তাঁহার ওষ্ঠ সংকুচিত হইল। ইন্দুভূষণের চক্ষু খুলিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

গায়ক আবার রাজপথে চলিলেন। সুন্দর পল্লী অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুবিস্তীর্ণ গঙ্গার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"ইহা কি?"

ইন্দুভূষণ।—ভাগীরথী।

গায়ক।—ভাগীরথী কাহার?

ইন্দুভূষণ।—আমাদের।

গায়ক।—ঐ গুলি কি?

ইন্দুভূষণ।—বাণিজ্য তরী।

গায়ক।—কাহার?

ইন্দুভূষণ গঙ্গার দিকে চাহিয়াই বলিলেন, "অপরের।" চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, গায়ক আর সেস্থানে নাই! চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন, গায়ককে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ইন্দুভূষণ বহুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দূরে সঙ্গীত উঠিল:—

"দিনের দিন সবে দিন, ভারত হোয়ে পরাধীন।"

তৃতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোম্বাইয়ের মালাবার পাহাড়ে একটা বড় বাড়ীতে রমানাথ বাবুরা আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। বাড়ীটি দ্বিতল, চারিদিকে সুন্দর বাগান, পাদদেশ ধৌত করিয়া সমুদ্র দিবা রাত্রি সাঁ সাঁ করিতেছে। পূর্ব্বদিকে বোম্বাই সহর, সমতল ভূমি, দূরে টানার পর্ব্বতমালা। রমানাথ বাবুরা আপনার বাড়ীতে বসিয়া প্রাতে পর্ব্বতোপরি সূর্য্যোদয়,ও অপরাহ্নে সমুদ্র গর্ভে সূর্য্যাস্ত—প্রকৃতির এই দুইটি উৎকৃষ্টতম দৃশ্য দেখিতে পান। শোভনার মুখের বিষাদ ও এই মনোহর প্রাকৃতিক ছবি দেখিয়া একটুকু কমিয়া আসিয়াছে—শোভনা এখন একটুকু হাসে; যোগীন্দ্রনাথ, প্রেমমালা, রমানাথ বাবু ও ইন্দুভূষণের সঙ্গে অনেক সময় বসিয়া গল্প করে।

প্রায় তিন সপ্তাহ কাল ইঁহারা বোম্বাই আসিয়াছেন;—বোম্বাইয়ের অনেক স্থান বেড়াইয়া দেখিয়াছেন। শোভনা প্রতি দিন মালাবার পাহাড় হইতে নামিয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যায়। একদিন অপরাহ্নে, প্রেমমালা ও যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাহাড়ের পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে বেড়াইতে চলিল। পাহাড় হইতে নামিয়াই বালুকাময় সৈকতভূমি। তিন জনে মনের উল্লাসে সমুদ্রের শোভা

দেখিতে দেখিতে সুন্দর সৈকতের উপর দিয়া চলিলেন। সকলেই প্রকৃতির মনোহর মুখচ্ছবি দেখিয়া বিমোহিত—সন্ধ্যা আসিল, তাহা কেহই লক্ষ্য করিলেন না। আকাশে চাঁদ উঠিল,—রাত্রি হইয়াছে—বাড়ী ফিরিবার সময়, ইহা কেহ লক্ষ্য করিলেন না। বেড়াইতে বেড়াইতে একটি সুবিস্তৃত প্রমোদকাননে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সৈকত ছাড়িয়া তিন জনে সেই উপবনে প্রবেশ করিলেন। জ্যোৎস্না-ধৌত কাননের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সমুদ্রতীরে সুযত্নে রচিত প্রমোদকানন, যে একবার দেখিয়াছে সেই জানে তাহার শোভা কত!

বোম্বাইয়ে অবরোধ প্রথা নাই। মহারাষ্ট্রীয় এবং পারসী যুবক যুবতীগণ প্রমোদকাননে বেড়াইতেছেন। কোথাও বা একদল ভদ্রমহিলা লৌহাসনে বসিয়া হাসি তামাসা করিতেছেন, সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। স্ত্রী পুরুষ, ভদ্রপুরুষ ভদ্রমহিলাতে প্রমোদকাননটি পরিপূর্ণ।

শোভনা, প্রেমমালা ও যোগীন্দ্রনাথ প্রমোদকানন ছাড়িয়া সৈকতে বেড়াইতে লাগিলেন। লোক-কোলাহল তাহাদের ভাল লাগিল না। বেড়াইতে বেড়াইতে প্রেমমালা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিন জনে বিশ্রাম করিবার জন্য সৈকতে উপবেশন করিলেন।

নিকটে সুন্দর প্রকাণ্ড অট্টালিকা শোভনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শোভনা জিজ্ঞাসা করিল,—"এটা কি?"

যোগীন্দ্র। রেল ষ্টেশন?

শোভনা। আমরা কি এই ষ্টেশনেই নামিয়াছিলাম? তা ত বোধ হয় না।

যোগীন্দ্র। না বোম্বাই সহরে অনেকগুলি রেল ষ্টেশন আছে। এটি চার্ণীরোড ষ্টেশন।

শোভনা ইন্দ্রজাল-প্রভাবে যেন চিত্রপুত্তলিরমত সেই জ্যোৎস্নাধৌত প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি দেখিতে লাগিল।

শোভনা ভাবিল,—"তবে এই স্থানেই বাবার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল?"—পিতৃশোক নূতন বেগে তাহার প্রাণে আসিয়া উপস্থিত হইল। শোভনা হতচেতনা হইয়া যেন সৈকতভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। শোভনা একটুকু দূরে গিয়া একাকী বসিয়া পড়িল। যোগীন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া প্রেমমালার সঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবিলেন, শোভনা প্রকৃতির এই মনোহর ছবি দেখিয়া নির্জ্জনে বসিয়া একটুকু চিন্তা করিতে গিয়াছে।

শোভনা অধিকক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া সৈকতভূমিতে বেড়াইতে লাগিল। যোগীন্দ্র-নাথ ও প্রেমমালা তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

শোভনা পিতার জীবনেতিহাসের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্য মনে সৈকতভূমিতে বেড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার সঙ্গিগণ কোথায় পড়িয়া আছেন,—সেই চিন্তাও তাহার প্রাণে উঠিল না।

শোভনা অনেক দূরে গিয়া এক খণ্ড প্রকাণ্ড শিলার উপর বসিল। পা অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, আর চলিতে পারিল না। সাক্ষাতে সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে, জ্যোৎস্নারাশিতে সৈকতভূমি ঝল্‌মল করিয়া জলিতেছে, শোভনা সেই সৈকতভূমিতে শিলা খণ্ডের উপর বসিয়া আপনার ভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিল।

সহসা তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল; এক অবর্ণনীয় ভাবের তাড়নায় শরীর কাঁপিয়া উঠিল। শোভনা দেখিল যেন তাহার পিতা উজ্জ্বল আভাময় বস্ত্র পরিধান করিয়া, সহসা তাহার সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শোভনার রোমাঞ্চিত শরীর আরো রোমাঞ্চিত হইল। কেশমূল কঠিন হইয়া যেন ভিন্ন ভিন্ন কেশকে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল।

শোভনা ইন্দ্রজাল প্রভাবে এই পুরুষমূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পুরুষমূর্ত্তি সমুদ্রকূলে, একেবারে জলপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই স্থানে আমি পড়িয়াছিলাম।"

শোভনা চক্ষু বিস্তৃত করিয়া চাহিল; দেখিল যেন তাহার পিতার মৃত দেহটি সেস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। হৃদয়ের ভীষণ আবেগে শোভনা সমুদ্রতীরে জলপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে প্রেমমালা ও যোগীন্দ্রনাথের মনে বাড়ী ফিরিবার ভাবনা উঠিল। যোগীন্দ্রনাথ শোভনার অন্বেষণে চারিদিকে চক্ষু ফেলিলেন, নিকটে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন, শোভনার খোঁজ পাইলেন না। তখন প্রেমমালা ও যোগীন্দ্রনাথের মনে উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইল। উভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চারিদিক খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু শোভনাকে পাইলেন না। অবশেষে অপর লোকের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য যোগীন্দ্রনাথ চার্ণিরোড ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিলেন, সহসা শোভনার অচেতন দেহ সৈকতোপরি দেখিতে পাইলেন। ছায়ার মত একটী বিরাট

মূর্ত্তি শোভনার অচেতন দেহের নিকট হইতে শূন্যে মিশিয়া গেল। যোগীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া উঠিলেন,—ভাবিলেন 'একি ?'

প্রেমমালা শোভনাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। যোগীন্দ্রনাথ আপনার রুমাল ভিজাইয়া জল আনিয়া তাহার মুখে সিঞ্চন করিলেন। ক্রমে শোভনার চেতনা হইল। শোভনা প্রেমমালার মুখের দিকে অনেকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল,—"মরা মানুষ কখনও জিয়ন্ত মানুষের সঙ্গে আসিয়া দেখা করে ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০০—

ইন্দুভূষণ ও যোগীন্দ্রনাথ সহর দেখিতে গিয়াছেন। তাঁহারা বোম্বাই সহর অনেক দিন দেখিয়াছেন, কিন্তু বোম্বাইয়ে যে সকল কাপড়ের কল আছে তাহার একটিও দেখা হয় নাই, তাই আজ তাহা দেখিতে গিয়াছেন। রমানাথ বাবুর সামান্য অসুখ করিয়াছে বলিয়া তিনি বাড়ী আছেন। শশিভূষণ কাজের ভাণ করিয়া ইন্দুভূষণের সঙ্গে যান নাই।

রমানাথ বাবু একাকী বসিয়া আছেন, শশিভূষণ তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এখন কেমন আছেন ?"

রমা। ভাল ; তাঁদের সঙ্গে গেলেও হইত।

শশী। আপনার সঙ্গে একটি বিশেষ কথা আছে।

রমা। কি বলুন না।

শশী। আপনার উদারতায় বিশ্বাস করিয়াই আপনাকে বলিতে আসিলাম; আপনি সহৃদয় ব্য[illegible] সহানুভূতি পাইব আশা করি।

রমা। কি বলুন।

শশিভূষণ রমানাথ বাবুর হাতে একখানা চিঠি দিলেন। রমানাথ বাবু উৎসুক হইয়া চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন। প্রথম পংক্তি পড়িয়াই, শেষে লেখকের নাম দেখিতে কাগজ খানা উল্টাইলেন,—তাঁহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। হাত কাঁপিতে আরম্ভ হইল। অতি কষ্টে কাঁপিতে কাঁপিতে রমানাথ বাবু চিঠিখানা পড়িলেন।

শশিভূষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমানাথ মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের মত কি?"

রমা। আমি অন্য সময় বলিব।

শশী। এখনই বলিলে অনুগৃহীত হইব।

রমা। এখনই কি বলা যায়?

শশী। আমার বড় প্রয়োজন; এখনই অনুগ্রহ করিয়া বলুন না কেন?

রমানাথ বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এখনই যদি বলিতে হয় তবে বলি, আমার মত নাই।"

শশী। মহাশয় সহৃদয়, উদার, শিক্ষিত লোক, আপনার নিকট হইতে এরূপ উক্তি আশা করি নাই।

রমানাথ বাবু কোনও উত্তর করিলেন না।

শশী। তবে কি আপনি মত দিবেন না?

রমা। না।

শশী। ভাবিয়া বলুন।

রমা। ভাবিয়াবলিলাম,—না।

শশী। আপনি কি জানেন না, আপনার মতামতের উপর এ বয়সে বেশি কিছু নির্ভর করে না?

রমা। তবে আর আমার অভিমত চান কেন?

শশী। ভদ্রতার জন্য।

রমা। তবে সবই ফুরাইল,—আপনার ভদ্রতা আপনি করিলেন, আমার মত আমি দিলাম না।

শশী। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করা আমার অভিমত নহে।

রমা। তবে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিবেন না।

শশী। কর্ত্তব্যের অনুরোধে না করিলে চলে কই?

রমা। তবে তাহাই করুন। আমার সঙ্গে আপনার আর কোনও কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

শশী। শেষে অনুতাপ করিবেন।

রমা। তাহার জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না।

শশী। নিজে বিপদ ও অপমান ডাকিয়া আনিবেন না।

রমা। নিজে অপমান ডাকিয়া আনিতে চাই না বলিয়াই মত দিলাম না।

শশী। মত দিলে কি তবে আপনার অপমান হয়? সে কথা ত জানিতাম না।

রমা। তবে এখন জানুন।

শশী। মতের অপেক্ষা যদি না করি ?

রমা। প্রতিফল ভোগ করিবেন।

শশী। আত্মবিস্মৃত হইবেন না।

রমানাথ বাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, আপনার সঙ্গে আমার আর কোন কথা নাই, এখনই আপনি এখান হইতে চলিয়া যান।

শশী। না গেলে ?

রমা। অপমানিত হইবেন।

শশী হাস্য করিয়া বলিলেন,—"এত আত্মবিস্মৃত হইবেন না।"

রমানাথ ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন; শশীভূষণ চক্ষের পলকে দ্বার ঠেলিয়া দিয়া খিল দিলেন। রমানাথ বাবু ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"তোমার অভিপ্রায় কি ? তুমি কি আমার নিকট হইতে বল দেখাইতে কিছু পাইবে আশা কর ? পৃথিবীতে এমন লোক নাই, যাহার শরীরের বলের ভয় রমানাথ বসু করেন।"

শশী। রমানাথ বাবু কি আপনার পরিবারের কলঙ্কের ভয়ও করেন না ?

রমানাথ বাবু তড়িতাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শশী। আপনার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিব এ ইচ্ছা কথনও ছিল না, এখনও নাই। আপনার মনে বিন্দুমাত্র আঘাত দেই তাহাও আমার ইচ্ছা ছিল না। আপনার ব্যবহারে আমি কঠোর ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। এখনও আপনি অভিমত লিখিয়া দিলে সব দিক বজায় থাকে।

রমানাথ বাবুর চক্ষে আবার পলক আসিল, স্তম্ভীভূত ক্রোধে আবার বল আসিল,—রমানাথ বাবু বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমার অনুমতি পাইবে না। এ হাত তোমার মত অনেক দুরাচারের দমন করিয়াছে।"

শশী। তবে ভালোয় ভালোয় আপনি কোনও মতে আপনার অভিমত দিবেন না ?

রমা। না।

শশী। তবে শুনুন, আপনার অভিমতের আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বিবাহিত। আজ সপ্তাহ কাল আমাদের পরিণয় হইয়াছে। আমাকে অবিশ্বাস করেন, আপনার কন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন।

শশিভূষণ বিদ্যুতেরমত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া লীলাবতীর গৃহে গেলেন; লীলাবতীকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় মুহূর্ত্ত মধ্যে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রমানাথ বাবু বজ্রাহতের মত হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া আছেন।

শশিভূষণ লীলাবতীর হাত ধরিয়া বলিলেন,—"তোমার পিতাকে বল, তুমি আমার পরিণীতা পত্নী কি না ?"

রমানাথ বাবু লীলাবতীর মুখের দিকে তাকাইলেন; লীলাবতী মাথা হেঁট করিয়া রহিল। রামনাথ বাবু উন্মাদের ন্যায় বলিলেন,—"তবে কি ইহা সত্য ?"

লীলাবতী কোনও উত্তর দিল না।

শশিভূষণ বলিলেন,—"সমুদায় ঘটনা না বলিলে আপনি বিশ্বাস করিবেন না। গত সপ্তাহে লীলাবতী আপনার একটি মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর বাড়ী গিয়াছিলেন। সেখানে তিন দিন ছিলেন;

আপনি জানেন চারিদিন ছিলেন। আমার একটি বন্ধু আছেন, চতুর্থ দিবসে তাঁহার গৃহে আমি ইঁহাকে লইয়া আসি। সেখানে সন্ধ্যার সময় আমাদের বিবাহ হয়। রাত্রে দুজনাই একসঙ্গে বাড়ী আসি। লীলাবতীকে আপনি গিয়ে রেল ষ্টেশন হইতে লইয়া আসেন, আমি তাঁহার নিকটের কক্ষ হইতে বাহির হই, আপনি আমাকে দেখেন নাই। আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্য গাড়ী ভাড়া করিয়া আমি বাড়ী আসি।”

রমানাথ বাবু মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। পিতার কষ্ট দেখিয়া লীলাবতীর চক্ষে জল আসিল। শশীভূষণ আবার বলিতে লাগিলেন,—“আপনার অমতে এই কার্য্য হইয়াছে তাহা জানিলে আপনার কলঙ্ক রটিবে;—আমার এই অনুষ্ঠানে অমত নাই, এই কথা এখন বলিয়া সমারোহের সহিত প্রকাশ্যভাবে তাহা সম্পন্ন করুন।”

রমানাথ বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শশিভূষণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—“আমার কলঙ্কের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তুমি তোমার স্ত্রীকে লইয়া আজই আমার গৃহ পরিত্যাগ কর।”

শশী। আপনার কলঙ্কের দাগ এখন আমার উপরও পড়ে; এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আপনার দুর্নাম সুনাম আমি না ভাবিলে আর কে ভাবিবে?

রমানাথ বাবু উত্তর করিলেন না। শশিভূষণ আবার বলিতে লাগিলেন, “ভালোয় ভালোয় সব মিট মাট করাই উচিত। গতানুশোচনা করিয়া আর ফল কি?”

রমানাথ বাবু বলিলেন; “কাল প্রাতে উত্তর পাবে।”

"তা আপনি ভেবে দেখুন তাহাতে আর—ক্ষতি কি?" এই বলিয়া শশিভূষণ লীলাবতীকে বলিলেন,—"এস আমরা ঘরে যাই। ইঁহার চিন্তার ব্যাঘাত দেওয়া উচিত নয়।" লীলাবতী কোনও উত্তর করিল না। শশিভূষণ চলিয়া গেলেন, লীলাবতী সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লীলাবতী আপনার হাতে আপনার কপাল ভাঙ্গিল। ভালবাসিয়া শশিভূষণকে বিবাহ করিলে তাহার পক্ষে দুটো কথা বলা যাইত, তাহাতে সে আপনার হৃদয়কে আপনিও সান্ত্বনা করিতে পারিত, কিন্তু লীলাবতী শশিভূষণকে ভালবাসে না। ভালবাসা কাহাকে বলে,—যুবতীর ভালবাসা কাহাকে বলে—সে তাহা জানে না বলিলেই হয়। শশিভূষণ কি সূত্রে লীলাবতীর সঙ্গে ঘনিষ্টতা করেন, তাহা আমরা জানি। তাহার দুর্বৃত্ত ঈর্ষা প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া, শ্যামার সাহায্যে তিনি কিরূপ তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে আরম্ভ করেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই ঈর্ষার সাহায্যেই শশিভূষণ লীলাবতীর মনের ভীষণ অবস্থায় তাহাকে এই দুষ্কার্য্যে প্ররোচিত করিয়া আপনার অভিষ্ট সিদ্ধি করেন।

যে দিন যোগীন্দ্রনাথ শোভনার সঙ্গে বেড়াইতে গেলেন, সেদিন লীলাবতী পথে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে হাসিতে হাসিতে সমুদ্র সৈকতে বেড়াইতে দেখিয়াছিল। তখনও প্রেমমালা যান নাই, বাড়ীর নিম্নদিকে তাঁহারা প্রেমমালার প্রতীক্ষা করিতে-

ছিলেন। লীলাবতী এই দৃশ্য দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের কোণে কোণে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইল। লীলাবতী ঈর্ষার তাড়নায় অস্থির হইয়া আপনার ঘরে গেল। শশিভূষণ তাহা লক্ষ্য করিলেন। অমনি লীলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া উপস্থিত হইলেন। শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাদের বাড়ীর বিবাহ কবে?"

লীলাবতী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। শশিভূষণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও কি দিন ঠিক্ হয় নাই?"

লীলাবতী এতক্ষণে উত্তর দিল,—"কার বিয়ে?"

শশী। সে কি?—আপনি তা জানেন না?

লীলা। না।

শশী। বড় দিদিবাবুর সঙ্গে যোগীন্দ্র বাবুর বিবাহ হবে। কাল রমানাথ বাবুতে আর ইন্দুবাবুতে তাই সব ঠিক্ করিতেছিলেন। বিয়ে ঠিক্ না হলে কি আর দুজনায় অমনি ক'রে গলা ধরাধরি করে বেড়ান?

লীলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। লীলার মনে দেশশুদ্ধ লোকের প্রতি বিদ্বেষ হইল। রমানাথ বাবুকে পর্য্যন্ত দুরন্ত ঈর্ষার তাড়নায় লীলা আপনার শত্রু মনে করিতে লাগিল। লীলা শশিভূষণের কথায় বিশ্বাস করিল। আর কাহাকেও সে ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। প্রাণে প্রাণে বিষম ঈর্ষার আগুনে পুড়িয়া মরিতে লাগিল।

এদিকে শোভনা সৈকততীরে মূর্চ্ছিত হওয়ার পর হইতে পীড়িত হইল। যোগীন্দ্রনাথ রমানাথ বাবুও প্রেমমালার সঙ্গে

দিনরাত্রি তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। লীলার প্রাণের আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিল।

শশিভূষণ আপনার শীকার দেখিতে লাগিলেন। কি সুযোগে লীলাবতীর মনের এই দুরাবস্থার সাহায্যে আপনার অভীষ্টসিদ্ধ করিবেন তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে সুযোগও আপনি আসিয়া জুটিল। রমানাথ বাবুর একটি মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু লীলাবতী ও শোভনাকে তাঁহার বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। শোভনা অসুস্থ, লীলাবতী একেলা সেখানে গেল। শশিভূষণ সুযোগ পাইলেন। ক্রোধের মুখে, ঈর্ষার মুখে লীলাবতী, পিতাকে শাস্তি দিবার জন্য, শশিভূষণের প্রস্তাবে সম্মত হইল।

শশিভূষণ একটি দরিদ্র মহারাষ্ট্রীকে অর্থ দিয়া বশ করিয়া বন্ধু করিলেন। তাহার গৃহে তাহার চেষ্টায়, তাহার পুরোহিতের সাহায্যে, শশিভূষণ, লীলাবতীর জীবনের সমুদায় সুখ, সমুদায় শান্তিকে আপনার দূরভিসন্ধির নিকট বলিদান করিলেন।

বিবাহ হইয়া গেলে লীলাবতী প্রকৃতিস্থ হইল, দেখিল সে নিজের হাতে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

শশিভূষণ পিতা ও কন্যাকে একত্র রাখিয়া চলিয়া গেলে,—লীলাবতী হৃদয়ের আবেগে রমানাথ বাবুর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; দুঃখে, কষ্টে, অপমানে, রমানাথ বাবুর হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

লীলাবতী পিতার পাদদেশে পড়িয়া আত্মদোষ সমুদায় স্বীকার করিল। তাঁহার ঈর্ষার তাড়নায় বিনোদবিহারীর প্রতি,

শোভনার প্রতি, যোগীন্দ্রনাথের প্রতি, কোন দিন কি অবিচার করিয়াছে, পিতার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া সব বলিল। কন্যার দুঃখে রমানাথ বাবুর চক্ষে জল আসিল।

লীলাবতী অনেকক্ষণ কাঁদিল। রমানাথ বাবু অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

লীলাবতীর এই বিষম যাতনার উপর আবার এই ঘোর কলঙ্কের বোঝা তাহার মস্তকে চাপাইতে রমানাথ বাবুর প্রাণে মানিল না। লীলাবতী অনুতপ্তা না হইলে রমানাথ বাবু আকাশ পাতাল ভাঙ্গিয়া গেলেও শশিভূষণের প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না। কন্যাকে অনুতপ্তা দেখিয়া তাঁহার মত ফিরিল। রমানাথ বাবু একটি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শশী বাবুকে বল, আমি ডাকিতেছি।"

শশিভূষণ আসিয়া পুনরায় শ্বশুরের সাক্ষাতে দাঁড়াইলেন।

রমা। তুমি যদি আজ হইতে তোমার চরিত্র সংশোধন করিতে, আর কখনও আমার বিনা অনুমতিতে আমার গৃহে প্রবেশ না করিতে প্রতিজ্ঞা কর, তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি।

শশী। চরিত্র সংশোধন করিতে অবশ্যই চেষ্টা করিব। আর আপনি যদি আপনার জামাতাকে নির্ব্বাসিত করেন, তবে নির্ব্বাসিত হইব।

রমা। যাও।

শশিভূষণ চলিয়া গেলেন।

রমানাথ বাবু সন্ধ্যাসময়ে, ইন্দুভূষণ, প্রেমমালা, শোভনা ও যোগীন্দ্রনাথকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লীলাবতীর বিবাহের কথা সমস্ত

বলিলেন। যোগীন্দ্রনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

ইঁহারা সকলেই রমানাথ বাবুর নিকটতম বন্ধু, ইঁহারা কখনই তাঁহার পরিবারের কলঙ্ক রটনা করিবেন না। পর দিন রমানাথ বাবু বাঙ্গালার দুই তিন খানি সংবাদ পত্রে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন, তাঁহার কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে শশি-ভূষণ সেনের বিবাহ হইয়াছে।

শশিভূষণকে পরদিন রমানাথ বাবু ডাকিলেন। শশিভূষণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রমা। তুমি আজই কলিকাতা যাও।

শশী। একেলা ?

রমা। তোমার স্ত্রীকেও লইয়া যাও।

শশী। তাহাতে আমার আপত্তি নাই।

রমা। তবে যাইবার আয়োজন কর।

শশী। সেখানে গিয়ে কি করিব।

রমা। কাজ কর্ম্ম।

শশী। রমানাথ বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিয়া চাকুরী করিয়া খাইতে পারি না। আপনি আমার হাত হইতে মুক্তি পাইতে চান, আমিও আপনার নিকটে আর থাকিতে চাই না। আপনি যদি আমার সাংসারিক ব্যয়ের জন্য বিশ হাজার টাকা নগদ এখনই দেন,—আমি আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।

রমা। যদি না দেই ?

শশী। রমানাথ বাবুর জামাতা ধার করিয়া বাবুয়ানা করিবে, শেষে জেলে যাবে। লীলাবতীর স্বামী জেলে যাবে।

রমানাথ বাবুর চক্ষু দিয়া অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ। তাঁহার হাত পা বদ্ধ। ক্রোধানল কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া বলিলেন;—"আমি তোমাকে বিশ হাজার টাকা দিতে পারি না। তুমি সচ্চরিত্রতার প্রমাণ যতদিন দিবে, ততদিন তোমাকে আমি মাসিক একশত মুদ্রা দিতে পারি।"

শশী। তাহাতে আমার কুলাইবে না। বাড়ী দিন, চাকর, চাকরাণী দিন এক খানা গাড়ী ও একটা জুড়ি দিন, আর হাত খরচের জন্য একশত টাকা মাস মাস দিন, তবে আমার চলিতে পারে।

রমা। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি একশত মুদ্রার অধিক আর এক কপর্দ্দকও দিব না।

যে ভাবে যে স্বরে রমানাথ বাবু কথাগুলি বলিলেন, তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে শশিভূষণের সন্দেহ রহিল না। শশিভূষণ কহিলেন,—বাড়ী না হইলে, একশত টাকায় চলে কিসে?

রমা। আচ্ছা, একটা বাড়ীও পাবে।

শশী। আরও অর্দ্ধশত। দেড় শত টাকা আর বাড়ী।

রমা। একশত টাকার বেশী আর এক কপর্দ্দকও না।

শশিভূষণ অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

পরদিন শশিভূষণ হতভাগিনী লীলাবতীকে সঙ্গে করিয়া বোম্বাই পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লীলাবতীর বিবাহে এই সুখের পরিবারে ঘন বিষাদের ছায়া পড়িল। লীলাবতী সকলেরই প্রিয় পাত্রী;—তাহার ভবিষ্য দুঃখের কথা ভাবিয়া সকলের প্রাণেই আঘাত লাগিল। আগে যে রমানাথ বাবুর মুখে দিনরাত্রের মধ্যে একবারও হাসি মিলাইত না, আজকাল সে রমানাথ বাবুর মুখে আর হাসি ফুটে না। সে উল্লাস, সে উৎসাহ সকলই যেন লীলাবতীর সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে।

শোভনা লীলাবতীর বাল্যসখী,—শোভনার প্রাণে বিষম বাজিল। সে না জানিয়া, না বুঝিয়া বালিকার কোমল প্রাণে এরূপভাবে আঘাত করিয়াছে দেখিয়া, শোভনার বড়ই দুঃখ হইতে লাগিল। শোভনা আপনার দোষ বেশী দেখিত। শোভনার মনে হইল লীলাবতীর এই দুর্দ্দশার জন্ত সেই দায়ী।

প্রেমমালারও মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। শশিভূষণের প্রতি প্রেমমালার চিরদিন বিদ্বেষ ছিল। প্রেমমালা শশিভূষণের চরিত্র সম্বন্ধে চিরকাল সন্দিগ্ধা ছিলেন। কিন্তু আপনার মনের কথা বলিয়া স্বামীকে সাবধান করিয়া দেন নাই বলিয়া তাঁহার এখন বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি ঘুণাক্ষরে আপনার মতামত ইন্দুভূষণকে জানাইলে, ইন্দুভূষণ নিশ্চয়ই শশিভূষণের উপর এত আস্থা স্থাপন করিতেন না। তাহা লীলাবতীর এ দুর্দ্দশা, রমানাথ বাবুর এ অপমান, এ মর্ম্মপীড়া হইত না। প্রেমমালা লীলাবতীর দুঃখের জন্য, রমানাথ বাবুর কষ্টের জন্ত আপনাকে দায়ী মনে করিয়া বিষম দুঃখিত হইলেন।

ইন্দুভূষণের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট হইল। শশিভূষণ তাঁহার বন্ধু, তাঁহার বিশ্বাসী অনুচর স্বরূপ রমানাথ বাবুর পরিবারে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন। ইন্দুভূষণ লীলাবতীর জীবনের এ ঘোর কলঙ্কের জন্য আপনাকে দায়ী মনে করিতে লাগিলেন।

আর যোগীন্দ্রনাথ,—তাঁহার দুঃখের কথা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? লীলাবতীর সঙ্গে বেশী না মিশিলেও প্রাণে প্রাণে যোগীন্দ্রনাথ তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতেন। লীলাবতীর ভালবাসার উপর যোগীন্দ্রনাথ আপনার জীবনের সুখের ঘর নির্ম্মাণ করিতেছিলেন—চক্ষের পলকে যোগীন্দ্রনাথের সাধের সুখের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িল। যোগীন্দ্রনাথের প্রাণে যে যাতনা, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে?

লীলাবতীর দুর্দ্দশায় এই পরিবারের সুখ ঘোর বিষাদের অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। হলঘরে আর এখন হাসির তরঙ্গ উঠে না; বারান্দায় আর এখন কথার তরঙ্গ উঠে না;—বাগানে আর এখন স্নেহের মুখগুলি হাসিমুখে ঘুরিয়া বেড়ায় না। যোগীন্দ্রনাথ একাকী দিবসের অধিকাংশ সময় আপনার ঘরে অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যা সময়ে সৈকতে বেড়াইতে যান,—অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত তথায় অতিবাহিত করিয়া কোনও দিন বা গভীর নিশীথে গৃহে ফিরেন, কোনও দিন বা, একেবারে গৃহে ফিরিয়া আসেন না; সৈকতোপরি শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করেন।

শোভনা ও প্রেমমালা অধিকাংশ সময় আপন আপন গৃহে অতিবাহিত করেন। রমানাথবাবু সমস্তদিন একাকী একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া থাকেন। ইন্দুভূষণ একবার বাগানে,

একবার প্রেমশালার ঘরে, একবার বারান্দায়, একবার সমুদ্র-তীরে অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান।

ইন্দুভূষণ সমুদ্রতীরে একাকী বেড়াইতেছেন। আকাশে চন্দ্রমা উঠিয়াছেন প্রকৃতি মনোহর সাজে সুসজ্জিত হইয়া নীরবে দাড়াইয়া আছে। মনের কষ্টে অধীর হইয়া, পরিবারের সকলের বিষাদে ঘোর বিষণ্ণ হইয়া, ইন্দুভূষণ সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। রাত্রি গভীর হইল, ইন্দুভূষণ একাকী সৈকত-ভূমে বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলেন। সহসা সৈকতভূমে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গান উঠিল ;—

"কেন রে কেন রে আজি, ছড়ায়ে জোছনা রাশি," ইন্দুভূষণ সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দেখিলেন সৈকতভূমে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে বসিয়া সেই বিরাট পুরুষমূর্ত্তি এক দৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া গান করিতেছেন। তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিতেছে ;—মুখ যেন মূর্ত্তিমতী বিষাদের প্রতিকৃতি। ইন্দুভূষণ অবাক্ হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন। বিরাট পুরুষ তাহার উপস্থিতি অনুভব করিলেন না। গান সমাপ্ত হইল। বিরাট পুরুষ চক্ষু জল মুছিলেন। ইন্দুভূষণ সাক্ষাতে গিয়া দাঁড়াইলেন, কি বলিতেছিলেন, তাহার বাক্‌রোধ হইল,—কোনও কথা উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

বিরাটমূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেশের জন্ম জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবে ?'

ইন্দুভূষণ। তদপেক্ষা উচ্চতর ও প্রিয়তর সাধ জীবনে নাই।

বিরাটমূর্ত্তি। বৈশাখের শুক্ল চতুর্দ্দশী দিনে গভীর নিশীথে, একাকী গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ করিও।

বিরাটপুরুষ চক্ষের পলকে সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দুভূষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুখের দিনই হউক, আর দুঃখের দিনই হউক, কিছুই সমভাবে থাকে না। রমানাথ বাবুদেরও প্রথম শোকের তীব্র যাতনা ক্রমে কমিয়া আসিল। এই পরিবারে ঈষদ্ হাসি ফুটিতে লাগিল। ক্রমে সকলে আবার সমুদ্রতীরে, নগরীর রাজপথে, পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শোভনার রোগের পর প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হইয়াছে। অন্ধকার গিয়া আবার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। প্রেমমালা, যোগীন্দ্রনাথ ও শোভনা আবার সমুদ্রতীরে চার্লি রোডের নিকটে বেড়াইতে গিয়াছেন, আবার তিনজনে সৈকতে বসিয়াছেন। ষ্টেশন গৃহ দূর হইতে দেখিয়াই শোভনার লুকান স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল। শোভনা যোগীন্দ্রনাথ ও প্রেমমালাকে বলিল, —"আপনারা এই স্থানে বসুন, আমি একটুকু দূরে ঐ শিলাখণ্ডে গিয়া একটুকু বসি। আজ আর কোথাও যাইব না। ঐ খানেই আমাকে পাইবেন, বাড়ী ফিরিবার সময় ডাকিবেন।"

শোভনা আজ আবার সেই শিলাখণ্ডে গিয়া বসিল। আজ আবার তাহার প্রাণে পিতার জীবনের ইতিহাস জাগিয়া উঠিল। শোভনা তাহা লইয়া আজ আবার গভীর চিন্তা মগ্না হইল।

পিতার জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আপনার জীবনের ইতিহাস মনে আসিল, তাহার প্রতিজ্ঞা, তাহার মাতৃভূমির দুঃখ-দুর্দ্দশা, তাহার আত্মত্যাগ, বিনোদবিহারীর আত্মহত্যা, সকলই মনে আসিল, শোভনা অধীর হইয়া ভাবিতে লাগিল।

শোভনা ধীরে ধীরে তাহার বক্ষ হইতে পিতার প্রতিমূর্ত্তি-খানি বাহির করিল, তাহার পায়ে শত চুম্বন করিল; চক্ষুজলে তাহার পিতার সমাধিস্থলের নিকটে বসিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তিখানি ধৌত করিল। আবার তাহা বক্ষে সযত্নে সংরক্ষা করিয়া চিন্তা মগ্না হইল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। শোভনা অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "ভগবন্, এদেশের কি দুর্গতি ঘুচিবে না? এ হৃদয়ের সে গভীর তৃষ্ণা কি মিটিবে না? পরমেশ্বর! কবে আমার ব্রত সফল হইবে?"

সহসা পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন,—"যে দিন ভারতের নরনারী মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে শিখিবে।"

শোভনা ফিরিয়া চাহিতে না চাহিতে সেই মূর্ত্তি আবার সেই স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দেশের জন্য জীবনোৎ-সর্গ করিতে পার?"

শোভনা দেখিল অপূর্ব্ব বিরাটমূর্ত্তি তাহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান। বিরাটমূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবে?"

শোভনা। পারিব।

বিরাট। এ কি অবলার কাজ?

শোভনা। ভগবানের বলে যে বলী, তাহার বলের অভাব কি?

বিরাট। বৈশাখের শুক্ল চতুর্দ্দশী দিনে গভীর নিশীথে সাক্ষাৎ করিও। এই অঙ্গুরীয় পরিচিহ্ন,—যে ইহার অনুরূপ অঙ্গুরীয় দেখাইবে তাহার সঙ্গে যাইও। সেদিন তোমার আশা পূর্ণ হইবে।

শোভনা হাত পাতিয়া অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিতে না করিতে অপূর্ব্ব পুরুষমূর্ত্তি সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। শোভনা আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। দূরে সঙ্গীত উঠিল,—

"কেন রে কেন রে আজি, ছড়ায়ে জোছনা রাশি।"

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ বৈশাখের চতুর্দ্দশী। বসন্তকাল, রমানাথ বাবুর বাড়ীর সম্মুখের,রাস্তার পরপারের বাগানে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। অসংখ্য নূতন পল্লব বাহির হইয়াছে। ফুল পল্লবে প্রমোদ কাননটি সুশোভিত। প্রকৃতি নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া, আপনার রূপ দেখিয়া আপনি যেন বিমোহিত হইয়া জ্যোৎস্না-চ্ছলে হাসিরাশি ছড়াইতেছেন।

রজনী ক্রমশঃ গভীর হইল। চন্দ্রমা মধ্য আকাশে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—লোককোলাহল নিবৃত্ত হইল। শোভনা অতি ধীরে, অতি মৃদু পাদবিক্ষেপে আপনার শয্যা কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সহসা রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূরে সঙ্গীত উঠিল :——

"কেন রে কেন রে আজি,—ছড়ায়ে জোছ্না রাশি।"

ক্রমশঃ সঙ্গীতধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। গায়ক রমা-নাথ বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত ; কেবল চক্ষু দুটি খোলা। শোভনা তাঁহাকে দেখিয়া নীচে গেল। গায়ক তাহার হস্তে একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয় দেখিলেন, শোভনা চন্দ্রালোকে অঙ্গুরীয় পরীক্ষা করিয়া দেখিল ;

—গায়ক হাত পাতিলেন; শোভনা তাহার অঙ্গুরীয় পুনরায় তাঁহাকে অর্পণ করিল। গায়ক গঙ্গাতীরের দিকে চলিলেন, শোভনা নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

কিয়দ্দূরে গিয়া গায়ক একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন। উভয়ে শকটারোহণে গঙ্গাতীরবাহী পথ ধরিয়া চলিলেন। অনেক দূরে একটি সুবিস্তৃত মাঠে উপস্থিত হইয়া, রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া হাঁটিয়া চলিলেন। সেই নির্জ্জন মাঠে, গঙ্গাতীরে একটি প্রকাণ্ড,—কিন্তু অতি প্রাচীন ও জীর্ণ অট্টালিকার দ্বারে দাঁড়াইয়া গায়ক একটি সঙ্কেত করিলেন, গৃহাভ্যন্তর হইতে তাহার সাঙ্কেতিক উত্তর আসিল। গায়ক শোভনাকে সঙ্গে করিয়া নিঃশব্দে দ্বারদেশের বামদিকে একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

পথপ্রদর্শক শোভনাকে সেস্থানে রাখিয়া অন্য দ্বারে প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। শোভনা একাকী সেই গভীর নিশীথে সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

ধীরে ধীরে আর একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল, ধীরে ধীরে সেই বিরাট পুরুষমূর্ত্তি শোভনার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এক হস্তে সুতীক্ষ্ণ তরবারি, গাত্রে সমর বেশ, শোভনা চমকিয়া উঠিল। বিরাটমূর্ত্তি হস্তস্থিত তরবারি সাক্ষাতে রাখিয়া, একখানা কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;— "তুমি কি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত?"

শোভনা।—প্রস্তুত।

বিরাটপুরুষ।—দীক্ষিত হইতে ইচ্ছুক?

শোভনা।—ইচ্ছুক।

বিরাটপুরুষ।—তদনুরূপ হৃদয়ের বল আছে?

শোভনা।—ভগবান জানেন!

বিরাটপুরুষ।—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না, তাহার প্রমাণ?

শোভনা তাহার সম্মুখস্থ তরবারি গ্রহণ করিল। আপনার গাত্রবস্ত্রের একটি বন্ধন একটুকু শ্লথ করিয়া দিল। সেই তীক্ষ্ণ তরবারির সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দিয়া বক্ষঃস্থল ঈষদ্ বিদারিত করিল। তরবারির অগ্রভাগ শোণিতাক্ত হইল। শোণিতাক্ত তরবারি সেই বিরাটমূর্ত্তির সাক্ষাতে ধরিয়া বলিল, "এই অসি লেখনি করিয়া হৃদয়ের এই শোণিত দিয়া যত দীর্ঘ পত্র বলিবেন, তাহাই লিখিয়া দিতে পারি।"

বিরাটমূর্ত্তি বিস্মিত হইয়া সেই শৌর্য্যময়ী রমণিমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শোভনা যে স্থানের অসি সে স্থানে রাখিয়া দিল। বিরাট-পুরুষ বলিলেন, "মা, তোমার উৎসাহের নিকট এ অহঙ্কারীর মস্তক অবনত হইল।"

বিরাটপুরুষের ইঙ্গিতে একব্যক্তি দীর্ঘ গাত্রাবরণ আনিয়া দিল। বিরাট পুরুষ স্বহস্তে শোভনার আপাদ মস্তক সেই আবরণে আবৃত করিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস।"

এই বিরাট পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শোভনা একটি প্রকাণ্ড গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। অগ্নিকুণ্ডের নিকটে একখানি কাষ্ঠাসনে এক খণ্ড চর্ম্ম-কাগজে একখানি প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিত। বিরাটপুরুষ সেই প্রতিজ্ঞা পত্রখানি হাতে তুলিয়া শোভনাকে পড়িয়া শুনাইলেন। পাঠ শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই পবিত্রব্রত গ্রহণ করিতে চাও? ইহাতে তোমার সম্পূর্ণ অভিমত আছে?"

শোভনা।—আছে।

বিরাটপুরুষ তূর্য্যধ্বনি করিলেন। একদল বস্ত্রাবৃত মনুষ্য-মূর্ত্তি চক্ষের পলকে সেই গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলে গিয়া সেই অগ্নিকুণ্ড বেষ্টন করিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন।

সেই বিরাটপুরুষ তখন রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে সকলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন আবার সেই বিরাটপুরুষ প্রাণের আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের এই মহাব্রত গ্রহণে সিদ্ধি-দাতা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তৎপরে আপনার কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া আপনার হৃদ্‌রক্তে সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে হৃদ্‌রক্ত দিয়া আপন আপন নাম সহি করি-লেন। পুনরায় সকলে গিয়া সেই অগ্নিকুণ্ড বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন।

একতান সঙ্গীতে গগন কম্পিত হইল। সকলে মিলিয়া গাহিলেন;—

হে দীন শরণ, ডাকিছি তোমারে,
দেখ গো চাহিয়ে, দুখিনী ভারতে।
এ কাল যামিনী, পোহাবে না কি গো,
হবে না সুদিন, কভু এ ভারতে?
কত যে যাতনা, কত যে লাঞ্ছনা
সহিছে অভাগী, জানত সকলি;

কি ছিল আগুতে, আজি কি হয়েছে,
জগতরাণী,—পথের কাঁঙ্গালী।
অজ্ঞান আঁধার ঘেরি চারি ধার,
পায়েতে বাঁধা দাসীর শিকলি,
না পারে দেখিতে, না পারে চলিতে,
জীবন তাহার, যাতনা কেবলি।
পতিত পাবন, মাগি বর দান,
নাশিতে মায়ের, এ ঘোর যাতনা,
জ্বালো গো জ্বালো গো, উৎসাহ অনল,
পুড়ুক তাহাতে, সব নীচ বাসনা।
আপনা ভুলে, সকলে মিলে,
তব পদতলে, করিলাম এ পণ,
এ দুঃখ নাশিব, না হয় মরিব,—
—মায়ের তরে, ঢালিব জীবন।

গান সমাপ্ত হইলে সকলে আবার আপন আপন মনে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

বিরাটপুরুষ বলিলেন,—"বন্ধুগণের পরস্পরের নিকট আর অপরিচিত থাকার প্রয়োজন কি? সকলে আপন আপন গাত্রাবরণ ত্যাগ করুন।" এই বলিয়া তিনি চক্ষের পলকে সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শোভনা ভাবিয়াছিল, এই দলে তাহার পরিচিত লোক কেহ নাই। চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। শোভনা সর্ব্বপ্রথমে রমানাথ বাবুকে দেখিয়া তাঁহার পায়ে গিয়া প্রণাম করিল। রমানাথ বাবু তাহাকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া নমস্কার গ্রহণ করিলেন। নিকটে ইন্দুভূষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন; শোভনা তাঁহাকে নমস্কার করিল। শোভনাকে দেখিয়া যোগীন্দ্রনাথের আর আনন্দের সীমা নাই। যোগীন্দ্রনাথ দৌড়িয়া শোভনার নিকটে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বিরাটপুরুষ মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার সমরবেশ পরিত্যাগ করিয়া শুভ্রবসন পরিধান করিয়া আবার অলক্ষিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন ও সহাস্যমুখে এই আশ্চর্য্য বন্ধু সম্মিলন দেখিতে লাগিলেন। রমানাথ বাবু, ইন্দুভূষণ, যোগীন্দ্রনাথ ও শোভনার মধ্যে স্নেহ সম্ভাষণ ও প্রণাম নমস্কার আদান প্রদান শেষ হইলে, বিরাটপুরুষ বলিলেন,—"আমার কেহ পূর্ব্বপরিচিত নাই; আমাকে কেহই আদর সম্ভাষণ করে না।"

রমানাথ বাবু বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া বলিলেন,—"একি?—দেবেন্দ্রনাথ, তুমি?" রমানাথ দৌড়িয়া বন্ধুর গলদেশ ধরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শোভনা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত রমানাথ বাবু নীরবে বন্ধুর বক্ষে মস্তক রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে "আমি বড় অবিচার করিতেছি।"—এই বলিয়া শোভনাকে হাতে ধরিয়া নিকটে আনিয়া বলিলেন,—"শোভনা এই তোমার পিতা।"

বিদ্যুতের মত শোভনা, পিতার বক্ষে গিয়া লুকাইল। দেবেন্দ্রনাথ তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা আজ আমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে। তোমার জন্মদিনে আমার প্রাণে যে সাধ উঠিয়াছিল, ভগবানের কৃপায় আজ তাহা পূর্ণ হইল।

এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমাদের আনন্দস্রোত এখনও ফুরায় নাই, ভগবান আজ একদিনে আমাদের উপর কত আনন্দ বর্ষণ করিলেন! বিনোদ, বাবা এদিকে এস।"

বিনোদের নাম শুনিয়া সকলে চমকিয়া উঠিলেন! গৃহের এক নিভৃত কোণ হইতে বিনোদবিহারী আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাতে দাঁড়াইলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মা শোভনা, দেশের পক্ষে বিনোদ মরিয়াছিল, তুমি তাহাকে নূতন জীবন দিয়াছ, এই চাহিয়া দেখ বিনোদ তোমার সম্মুখে।"

শোভনা আরও জড়সড় হইয়া পিতার বক্ষে মস্তক লুকাইল। দেবেন্দ্রনাথ রমানাথ বাবুকে ডাকিলেন। রমানাথ বাবু তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"কন্যা তোমারই, তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর।"

রমানাথ বাবুর চক্ষে জল আসিল। ধীরে ধীরে তিনি শোভনার হাতটি ধরিয়া বিনোদের হাতে দিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি এখন বিদায় হই। বৎসরান্তে এই দিনে, এই সময়ে, এই গৃহে আমার সঙ্গে আবার তোমাদের দেখা হইবে।"

রমা। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে থাকিয়া কি, এ মহাব্রত সাধন হয় না? তবে দেবেন্দ্রনাথ, আমাকেও তোমার সঙ্গী কর, আমিও গৃহত্যাগী হইব।

দেবেন্দ্রনাথ। সকলেই গৃহত্যাগী হইলে কাজ করিবে কে? আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিব, তোমরা একত্রে থাকিয়া এক সঙ্গে কাজ করিবে?

রমা। আমাদের সঙ্গে কিছুকাল থাকিয়া আমাদিগকে কাজ শিখাইয়া যাও না কেন ?

দেবেন্দ্রনাথ। তোমার মস্তকে যে অলীক অপবাদ রহিয়াছে, তাহা কি তুমি ভুলিয়া গেলে ? আমি চলিলাম, প্রয়োজনমত তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবে। আমার তিনটি অনুরোধ মনে রাখিও :—

(১) ভগবানকে কখনও ভুলিও না, সর্ব্বদা আপনাকে ভুলিয়া থাকিও।

(২) পরমুখাপেক্ষী কখনও হইও না, সর্ব্বদা ভগবানের কৃপা ও আ[illegible]তার উপর নির্ভর করিও।

(৩) [illegible] দেহে যে মৃদু মধুর ব্যজন করে, সেই প্রকৃত [illegible] যে [illegible]বিক্ষত করে সেই প্রকৃত মিত্র, একথা সর্ব্বদা [illegible]

চক্ষের পলকে দেবেন্দ্রনা[illegible] হইলেন। দূরে সঙ্গীত উঠিল :—

"জয় ভারতের জয়, [illegible] ভারতের জয়,
কি ভয় ? কি ভয় ? গাও ভারতের জয় !"

পঞ্চমখণ্ড সমাপ্ত।